PENAL CODE

দণ্ডবিধির আইন।

অর্থাৎ

পোলীসের কার্য্যকারকদিগের নূতন নিয়ম সংস্থাপনার্থে

ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন।

যাহা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে

তাহার অবিকল।

কলিকাতা।

গরাণহাটা ষ্ট্রীটে ৯২ নম্বর ভবনে এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৬৯ সাল।

দণ্ডবিধির আইনের নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।
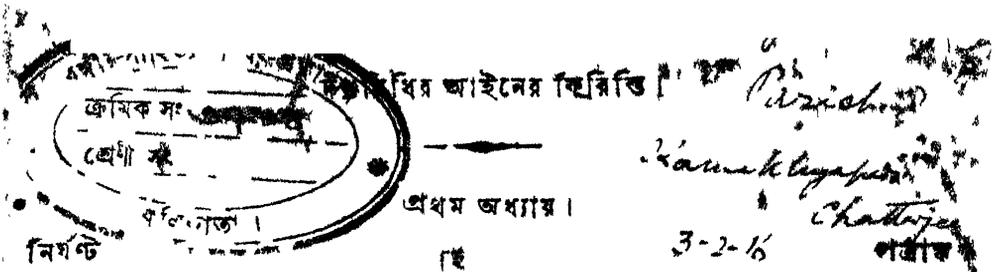
নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
এই আইনের নাম ও তাহা যত দূর খাটিবে তাহার কথা	১
উক্ত দেশের মধ্যে কৃত অপরাধের দণ্ডের কথা	ঐ
উক্ত দেশের বাহিরে কৃত অপরাধের বিচার আইনমতে যাহা ঐ দেশের মধ্যে হইতে পারে তাহার দণ্ডের কথা	২
যে ভিন্ন দেশের সঙ্গে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সন্ধি থাকে সেই দেশের শ্রীশ্রীমতীর কোন চাকর দোষ করিলে তাহার দণ্ডের কথা	ঐ
এই আইনেতে যে যে আইনের ব্যতিক্রম হইবেক না তাহার কথা	ঐ

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
এই আইনেতে যে কথার যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে তাহা বর্জ্জিত কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধরিতে হইবার কথা	ঐ
রাজকীয় কর্ম্মকারক	৫
অস্থাবর সম্পত্তি	৬
অন্যায্য লাভ	৭
অন্যায্য ক্ষতি	ঐ
শঠতাক্রমে	ঐ
প্রতারণাক্রমে	ঐ
বিশ্বাস করিবার হেতু	ঐ
স্ত্রীর কি কেরাণীর কি চাকরের হাতে থাকা সম্পত্তির কথা	ঐ
কৃত্রিম করণ	ঐ
দলীল	৮
মূল্যবান নিদর্শনপত্র	৯
উইল	ঐ
যে শব্দেতে ক্রিয়ার উল্লেখ হয় সেই শব্দেতে সেই ক্রিয়া করিবার যে আইনমতের ত্রুটিও বুঝাইবার কথা	ঐ
ক্রিয়াকরণ ক্রিয়া না করণ	ঐ
বহু লোক কোন এক ক্রিয়া করিলে তাহাদের এক এক জনের দ্বারা সেই ক্রিয়া হইবার মত প্রত্যেক জনের দায়ী হইবার কথা	ঐ
কোন ক্রিয়া অপরাধের জ্ঞানে কি ভাবে করা গেলে যদি অপরাধ হয় তবে তাহার কথা	ঐ

[illegible] অংশে [illegible] অন্য অংশে কর্তব্য। [illegible] দ্বারা যে [illegible] তাহার কথা। [illegible]
যে [illegible] ক্রিয়াতে এক অপরাধ হয় তাহার মধ্যে কোন এক ক্রিয়া করিবার সহকারী হইবার কথা। [illegible]
[illegible] অপরাধ করিবার কার্য্যেতে অনেক লোক লিপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের দোষী হইতে পারিবার কথা। [illegible]
স্থান বিশেষের আইন ১৮
দেওয়ানী আইনমতে করিতে বন্ধ ঐ
ঐ

তৃতীয় অধ্যায়।

দণ্ডের কথা ১৩
প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ডের কথা ঐ
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ডের কথা ঐ
ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকেরদের দ্বীপান্তর প্রেরণের পরিবর্ত্তে দণ্ডরূপ [illegible] আজ্ঞা হইবার কথা ঐ
[illegible] করিবার মিয়াদের অংশের কথা ঐ
[illegible] আজ্ঞার পরিবর্ত্তে দ্বীপান্তর প্রেরণের আজ্ঞা হইতে পারিবে [illegible] ১৪
[illegible] হইলে সেই কয়েদ কঠিন পরিশ্রম সহিত কিম্বা পরিশ্রমে [illegible] কতককাল কঠিন পরিশ্রম সহিত ও কতককাল বিনা পরিশ্রমে হইতে [illegible] কথা ঐ
[illegible] হওয়ার আজ্ঞার কথা ঐ
[illegible] প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে তাহাদের সম্পত্তি দণ্ড হওয়ার কথা ঐ
[illegible] টাকা দণ্ড হয় তাহার কথা ১৫
[illegible] টাকা না দেওয়া গেলে কয়েদ হইবার কথা ঐ
কোন অপরাধের অর্থদণ্ড ও কয়েদ এই উভয় হইতে পারিলে সেই অর্থদণ্ড না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে কয়েদ হইবার মিয়াদের কথা ঐ
অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে কয়েদ যে প্রকারের হইবেক তাহার কথা ঐ
যদি কোন অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে তবে তাহা না দেওয়াতে যে কয়েদের আজ্ঞা হয় তাহার মিয়াদের কথা ঐ
অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই মুক্ত হইবার কথা ১৬
অর্থদণ্ডের কিয়দংশ দেওয়া গেলে কয়েদীকে মুক্ত করা যাইবার নিয়মের কথা ঐ
অর্থদণ্ডের টাকা ৬ বৎসরের মধ্যে কিম্বা কয়েদ হইবার কাল থাকিতে কোন

সময় আদায় হইতে পারিবার কথা। অপরাধী মরিলেও তাহার সম্পত্তি হইতে ঐ টাকা আদায় হইতে পারিবার কথা ১৬

অনেক অপরাধ সংযোগে যে অপরাধ হয় তাহার দণ্ডের কথা ঐ

কোন ব্যক্তিকে অনেক অপরাধের মধ্যে এক অপরাধের দোষী জানা গেলে কিন্তু সে কি অপরাধ বিচারেতে সন্দেহ হইলে তাহার দণ্ডের কথা ১৭

নির্জনে কয়েদ থাকিবার কথা ঐ

নির্জনে কয়েদ থাকিবার মিয়াদের কথা ১৮

কোন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ হইলে পর যদি তাহার তিন বৎসর মিয়াদের উপযুক্ত অন্য অপরাধ স্বপ্রমাণ হয় তবে তাহার কথা ঐ

চতুর্থ অধ্যায়।

আইনমতে বদ্ধ হইয়া কিম্বা বৃত্তান্তের ভুলক্রমে আপনাকে আইনমতে বদ্ধ জানিয়া কোন ব্যক্তি যে ক্রিয়া করে তাহার কথা ঐ

বিচার করিবার সময়ে বিচারকর্ত্তার কার্য্যের কথা ঐ

আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞামতে যে কার্য্য করা যায় তাহার কথা ১৯

আইনমতে দোষ রহিত হইয়া কিম্বা বৃত্তান্তের ভুলক্রমে আপনাকে আইনমতে নির্দ্দোষ জানিয়া কোন ব্যক্তি যে ক্রিয়া করে তাহার কথা ঐ

ন্যায্য ক্রিয়া করিবার সময়ে দৈবঘটনার কথা ঐ

যে ক্রিয়াতে অপকার হইতে পারে তাহা অপরাধের অভিপ্রায়ে না করা গেলে ও অন্য অপকার নিবারণের জন্যে করা গেলে তাহার কথা ঐ

সপ্তম বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকের ক্রিয়ার কথা ২০

সপ্তম বৎসরের অধিক ও দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক যে বালকের বুদ্ধি অপক্ক আছে তাহার ক্রীয়ার কথা ঐ

ক্ষিপ্ত ব্যক্তির ক্রিয়ার কথা ঐ

কোন ব্যক্তির আপন ইচ্ছাবিরুদ্ধে নেশার অবস্থায় বিচার করিতে না পারিয়া যে ক্রিয়া করে তাহার কথা ২১

বিশেষ অভিপ্রায়ে কি জ্ঞান না থাকিলে যে ক্রিয়াতে অপরাধ হয় না এমত অপরাধ নেশার অবস্থায় হইলে তাহার কথা ঐ

যে ক্রিয়াতে প্রাণনাশ হইবার কি গুরুতর পীড়া দিবার অভিপ্রায় না থাকে ও মৃত্যুপ্রভৃতি হইবার সম্ভবনা জানা যায় এমত ক্রিয়া সম্মতিক্রমে করা গেলে তাহার কথা ঐ

প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে অথচ সম্মতিপূর্ব্বক সরলভাবে লোকের উপকারের জন্যে যে ক্রীয়া করা যায় সেই ক্রিয়ার কথা ২২

বালকের কি ক্ষিপ্ত লোকের মঙ্গলার্থে অধ্যক্ষেরদ্বারা কি তাহার সম্মতিপূর্ব্বক যে ক্রিয়া করা যায় তাহার কথা ও বর্জ্জিত বিধি ঐ

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
ভয়েতে কি বিষয় না বুঝিয়া সম্মতি হইয়াছে জানা গেলে তাহার কথা	২৩
বালকের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তির সম্মতি	ঐ
যে ব্যক্তি সম্মতি দেয় তাহার অপকার না হইলেও যে ক্রিয়া অপরাধ হয় তাহা ৮৭ ও ৮৮ ও ৮৯ ধারার সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা	ঐ
সরলভাবে কোন ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যে যে ক্রিয়া সম্মতি বিনা করা যায় তাহার কথা ও বর্জ্জিত বিধি	ঐ
কোন কথা সরলভাবে জানাইবার কথা	২৫
ভয় দেখাইয়া কোন কর্ম্ম করাইবার কথা	ঐ
যে ক্রিয়াতে অল্প অপকার হয় তাহার কথা	ঐ
আত্মরক্ষার জন্যে যে ক্রীয়া হয় তাহাতে অপরাধ না হওয়ার কথা	২৬
শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকারের কথা	ঐ
বিকৃতবিত্তপ্রভৃতি ব্যক্তির ক্রিয়াহইতে আত্মরক্ষার কথা	ঐ
যে যে ক্রিয়া হইলে আত্মরক্ষার না অধিকার থাকে তাহার কথা	ঐ
আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যেপর্য্যন্ত কার্য্য হইতে পারে তাহার কথা	২৭
আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে স্থলে অন্যের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে তাহার কথা	ঐ
যে স্থলে উক্ত অধিকারক্রমে প্রাণনাশভিন্ন অন্য কোন অপকার করা যাইতে পারে তাহার কথা	২৮
আত্মরক্ষার অধিকার যে সময়ে জন্মে ও যত কাল থাকে তাহার কথা	ঐ
যে স্থলে সম্পত্তি রক্ষার জন্যে প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে তাহার কথা	ঐ
যে স্থলে সেই ক্ষমতাক্রমে প্রাণনাশভিন্ন অন্য অপরাধ করা যাইতে পারে তাহার কথা	ঐ
সম্পত্তি রক্ষার ক্ষমতা যে সময়ে জন্মে ও যতকাল থাকে তাহার কথা	২৯
সাংঘাতিক আক্রমণ হওয়াতে নির্দ্দোষ ব্যক্তির অপকারের সম্ভাবনা হইলেও আত্মরক্ষার অধিকারের কথা	ঐ

পঞ্চম অধ্যায়।

কার্য্যের সহায়তার কথা	৩০
সহায়ের কথা	ঐ
কোন ক্রিয়ার সহায়তা করণপ্রযুক্ত সেই ক্রিয়া করা গেলেও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধি না থাকিলে সেইরূপ সহায়তার দণ্ডের কথা	৩২
যাহার সাহায্য করা যায় সে যদি সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করে তবে সহায়তার দণ্ডের কথা	৩৩
এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়া করা যায় তবে সহায় ব্যক্তির যে দায় হয় তাহার কথা ও বর্জ্জিত বিধি	ঐ

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় ও যে ক্রিয়া করা যায় সহায় ব্যক্তির এই উভয়ের দণ্ড যে স্থলে হইতে পারে তাহার কথা ৩৪

যে ক্রীয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায়মতের ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হইলে সহায় ব্যক্তির দায়ের কথা ঐ

অপরাধ যে সময়ে হয় সেই সময়ে সহায় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা ৩৫

প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা প্রযুক্ত সেই অপরাধ না হইলে তাহার কথা ও যে ক্রিয়াতে অপরাধ হয় তাহা সেই সহায়তাপ্রযুক্ত হইলে তাহার কথা ৩৯

যে অপরাধের জন্যে কয়েদের দণ্ড হইতে পারে তাহা সহায়তাপ্রযুক্ত না করা হইলে তাহার কথা ও অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে সেই সহায়তার কথা ঐ

সাধারণ লোকেরদের কি দশজনের অধিক লোকের দ্বারা কোন অপরাধ হইবার সহায়তার করণের কথা ৩৬

যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ হইলে কি না হইলেও তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখিবার কথা ৩৭

রাজকীয় কার্য্যকারক যে অপরাধ নিবারণ করা উচিত তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখিলে যদি ঐ অপরাধ করা হয় কি যদি ঐ অপরাধে প্রাণদণ্ডপ্রভৃতি হইতে পারে কি যদি ঐ অপরাধ না করা যায় তবে তাহার কথা ঐ

যে অপরাধের জন্যে কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখিলে যদি সেই অপরাধ করা যায় কিম্বা যদি না করা যায় তাহার কথা ৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণের কথা ঐ

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবার কথা ৩৯

যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখণের কথা ঐ

আইনমতের ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য বলপূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের কি গবরনর সাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ করিবার কথা ঐ

আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কথা ৪০

মহারাণীর সঙ্গে শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপদ্রব করণের কথা ঐ

১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিতমতে যুদ্ধ কি উপদ্রব করণদ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ করণের কথা ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।

রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদী কি যুদ্ধধৃত কয়েদী রাজকীয় কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকিতে তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইতে দিলে তাহার কথা ৪০

রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদীকে কি যুদ্ধধৃত কয়েদীকে রাজকীয় কার্য্যকারক আপন জিম্মাহইতে অনবধানে পলাইতে দিলে তাহার কথা ঐ

তদ্রূপ কয়েদীর পলায়ন করিতে সাহায্য করিলে কি তাহাকে ছাড়াইয়া লইলে কি আশ্রয় দিলে তাহার কথা ৪১

সপ্তম অধ্যায়।

সিপাহীর কি নাবিকপ্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তাকরণের কি তাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মহইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগের কথা ঐ

যদি সাহায্যতাপ্রযুক্ত বিদ্রোহাচার হয় তবে বিদ্রোহাচারের সহায়তার কথা ঐ

উপরিস্থ কার্য্যকারক যে সময়ে আপন পদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন সেই সময়ে তাঁহার প্রতি সিপাহীর কি নাবিকপ্রভৃতির আক্রমণ করিতে সহায়তা করণের কথা ৪২

উক্তরূপ আক্রমণ হইলে তাহার সহায়তার কথা ঐ

সিপাহীর কি নাবিক প্রভৃতির পলায়নের সহায়তার কথা ঐ

পলাতককে আশ্রয় দেওনের কথা ঐ

জাহাজের অধ্যক্ষের অমনোযোগেতে কোন পলাতক বাণিজ্য জাহাজে লুকিয়া থাকিলে তাহার কথা ঐ

সিপাহীর কি নাবিকপ্রভৃতির অবাধ্যভাবের কোন ক্রিয়ার সহায়তা করণের কথা ৪৩

যাহারা যুদ্ধ সম্পর্কীয় আইনের অধীন থাকে তাহারদের এই আইনমতে দণ্ডনীয় না হইবার কথা ঐ

সিপাহীর পোশাক অন্য ব্যক্তির পরিবার কথা ঐ

অষ্টম অধ্যায়।

বেআইনীমতে জনতা হইবার কথা ঐ

বেআইনীমতের জনতাতে মিলিত হওনের কথা ৪৪

দণ্ডের কথা ঐ

প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনীমতের জনতার সহিত মিলিবার কথা ঐ

বেআইনীমতের জনতার লোকদিগকে জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হইলে অথবা তন্মধ্যে থাকিলে তাহার কথা ৪৫

সাধারণের অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে তন্মধ্যে একজনের বলপ্রকাশ করিবার কথা ঐ

হাঙ্গামা করিবার দণ্ডের কথা ৪৫

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক

প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হঙ্গামা করণের কথা ঐ

সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে যে অপরাধ করা যায় বেআইনীমতে জনতার প্রত্যেক জন সেই অপরাধের অপরাধী জ্ঞান হইবার কথা ঐ

বেআইনীমতের জনতায় লিখিত হইবার জন্যে লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখিবার কথা কিম্বা ঠিকা করিয়া লইবার কার্য্য দেখিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিবার কথা ঐ

পাঁচ কি তাহার অধিক জনের জনতার লোকদিগকে জনতা ভঙ্গপূর্ব্বক পৃথক হইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতার সঙ্গে মিলিত হইলে কি তাহাতে থাকিলে তাহার কথা ৪৬

রাজকীয় কার্য্যকারক যখন হঙ্গামাপ্রভৃতি নিবারণ করেন তখন তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিলে কি তাঁহাকে বাধা দিলে তাহার কথা ঐ

হঙ্গামা করাইবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাইলে যদি হাঙ্গামা হয় কি যদি হঙ্গামা না হয় তবে তাহার কথা ঐ

যে ভূমিতে বেআইনীমতের জনতা হয় সেই ভূমির স্বামির কি দখীলকারের কথা ৪৭

যাহার উপকারার্থে হঙ্গামা হয় তাহার কথা ঐ

যে স্বামির কি দখীলকারের উপকারার্থে হঙ্গামা হয় তাহার গোমস্তারদারের কথা ঐ

বেআইনীমতের জনতার নিমিত্তে যে ব্যক্তিদিগকে ঠেকা করিয়া রাখা যায় তাহারদিগকে আশ্রয় দিবার কথা ৪৮

বেআইনীমতের জনতাতে কি হঙ্গামাতে সাহায্য করিবার জন্যে কি অস্ত্র লইয়া গমন করিবার জন্যে ঠিকা করিয়া নিযুক্ত হইবার কথা ঐ

দাঙ্গার কথা ঐ

দাঙ্গা করিবার দণ্ডের কথা ঐ

নবম অধ্যায়।

রাজকীয় কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্মের নিমিত্তে আইনমতে বেতনভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করিলে তাহার কথা ৪৯

দূষণীয় কি বেআইনীমতের উপায়ে রাজকীয় কার্য্যকারককে লওয়াইবার নিমিত্তে পারিতোষিক গ্রহণের কথা ৫০

রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তিক্রমে কোন কার্য্য করিবার নিমিত্তে পরিতোষিক গ্রহণ করিবার কথা ঐ

রাজকীয় কার্য্যকারক পূর্ব্বোক্ত অপরাধের সহায়তা করিলে তাহার দণ্ডের কথা ৫১

রাজকীয় কার্য্যকারক যে মোকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য্য করেন তাহাতে যে ব্যক্তির কোন সম্পর্ক থাকে তাহাতে মূল্য না দিয়া তাহার স্থানে মূল্যবান কোন বস্তু গ্রহণ করিলে তাহার কথা ৫১

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কার্য্যকারক আইনের বিধি অমান্য করিলে তাহার কথা ৫২
রাজকীয় কার্য্যকারক হানি করিবার অভিপ্রায়ে দলীল অশুদ্ধ করিয়া লিখিয়া দিলে তাহার কথা ৫৩
রাজকীয় কার্য্যকারক আইনবিরুদ্ধে বাণিজ্যকার্য্য করিলে তাহার কথা ঐ
রাজকীয় কার্য্যকারক বেআইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করিলে কি নীলামে ডাকিলে তাহার কথা ঐ
কোন ব্যক্তি আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাইলে তাহার কথা ঐ
কেহ প্রতারণাভাবে রাজকীয় কার্য্যকারকের পোশাক কি চিহ্ন পরিধান কি ধারণ করিলে তাহার কথা ঐ

দশম অধ্যায়।

রাজকীয় কার্য্যকারকের সমন কি অন্য পরওয়ানা জারী না হইবার জন্যে পলায়ন করিবার কথা ৫৪
সমন কি অন্য পরওয়ানা জারী হওয়া কিম্বা তাহা প্রকাশ করা নিবারণ করিবার কথা ঐ
রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞা হইলেও হাজির না হইলে তাহার কথা ৫৫
যে কোন ব্যক্তি কোন দলীল উপস্থিত করিতে আইনমতে বদ্ধ হয় সে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে তদ্রূপ দলীল উপস্থিত করিতে ত্রুটি করিলে তাহার কথা ঐ
কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে এত্তেলা কি সংবাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া সেই এত্তেলা কি সম্বাদ দেওনে ত্রুটি করিলে তাহার কথা ৫৬
মিথ্যা সম্বাদ দিবার কথা ঐ
রাজকীয় কার্য্যকারক শপথ করিতে উপযুক্তমতে আজ্ঞা করিলেও শপথ না করিবার কথা ৫৭
রাজকীয় যে কার্য্যকারকের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ক্ষমতা থাকে তাঁহার উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে তাহার কথা ঐ
বিবরণ পত্রে স্বাকর করিতে স্বীকার না করিবার কথা ঐ
রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে কিম্বা যাঁহার শপথ করাইবার ক্ষমতা থাকে তাঁহার নিকটে শপথ করিয়া মিথ্যা কহিবার কথা ঐ
রাজকীয় কার্য্যকারককে অন্য ব্যক্তির হানি জনকরূপে আইনমতের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা সম্বাদ দেওনের কথা ৫৮
রাজকীয় কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ ক্ষমতামতে সম্পত্তি লইবার বাধা বলপূর্ব্বক দিলে তাহার কথা ঐ
রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ের বাধা দিবার কথা ৫৯

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তির নীলাম হয় তাহা বেআইনমতে ক্রয় করিলে কি তন্নিমিত্তে ডাকিলে তাহার কথা ৫৯
রাজকীয় কার্য্যকারক যে সময়ে আপনপদের কর্ম্ম করেন সেই সময়ে তাঁহার বাধা দিবার কথা ঐ
কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়াও তাহা না করিলে তাহার কথা ঐ
রাজকীয় কার্য্যকারক যে হুকুম উচিতমতে জারী করেন তাহা অমান্য করিবার কথা ৬০
রাজকীয় কার্য্যকারকের হানি করিবার ভয় দর্শাইবার কথা ঐ
কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের আশ্রয় না লয় এই জন্যে তাহার হানি করিবার ভয় দর্শাইবার কথা ৬১

একাদশ অধ্যায়।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কথা ৬১
মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিবার কথা ৬২
মিথ্যা প্রমাণের দণ্ডের কথা ৬৩
প্রাণ দণ্ডের অপরাধ প্রমাণ হয় এই অভিপ্রায়ে মিথ্যা প্রমাণ দেওয়া কি প্রস্তুত করা হইলে এবং নির্দ্দোষ ব্যক্তির দোষ সাবুদ হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে তাহার কথা ঐ
যে অপরাধের নিমিত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদের দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ নির্ণয় করাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা প্রমাণ দেওনের কি প্রস্তুত করণের কথা ৬৪
যে প্রমাণ মিথ্যা জানা আছে তাহা ব্যবহার করিবার কথা ঐ
মিথ্যা সর্টিফিকট দিবার কি তাহাতে স্বাক্ষর করিবার কথা ঐ
কোন সর্টিফিকট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া সত্যরূপে ব্যবহার করণের কথা ঐ
আইনমতে যে বিবরণ প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় তাহাতে মিথ্যা উক্তি করিবার কথা ঐ
সেইরূপ কোন বিবরণ মিথ্যা জানিয়া সত্যরূপে ব্যবহার করিবার কথা ৬৫
প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কি দশ বৎসরের ন্যূন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধিকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করাইবার কিম্বা তদ্বিষয়ের মিথ্যা সম্বাদ দিবার কথা ঐ
অপরাধের সম্বাদ দেওয়া যাহার অবশ্য কর্ত্তব্য সে জ্ঞানপূর্ব্বক সেই সম্বাদ না দিলে তাহার কথা ৬৬
যে অপরাধ হইয়াছে তাহার মিথ্যা সম্বাদ দিবার কথা ঐ

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

কোন দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা নষ্ট করিবার কথা ঐ

কোন মোকদ্দমায় কোন কার্য্য কি হুকুমনামা প্রভৃতি হইবার জন্যে কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দিবার কথা ঐ

সম্পত্তি দণ্ডের আজ্ঞামতে কি ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে তাহা প্রতারণা করিয়া স্থানান্তর করার কি গোপন করার কথা ঐ

সম্পত্তি দণ্ডের আজ্ঞ মতে কি ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া সেই সম্পত্তির দাওয়া করণের কথা ৬৭

যে টাকা দেনা নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া ডিক্রী লইবার কথা ঐ

আদালতে মিথ্যা দাওয়া শঠতাক্রমে করিবার কথা ৬৮

যে টাকা পাওনা নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণা করা ডিক্রী পাওয়ার কথা ঐ

হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগের কথা ঐ

প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি কয়েদ হইবার দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধিকে আশ্রয় দিবার কথা ঐ

প্রাণদণ্ডের কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি কয়েদ হওনের দণ্ডের উপযুক্ত উপরাধিকে দণ্ডহইতে রক্ষা করিবার জন্যে দানাদি গ্রহণের কথা ৬৯

প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি কয়েদের দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধিকে রক্ষা করিবার জন্যে কিছু দিতে কি সম্পত্তি উদ্ধার স্বরূপে দিতে প্রস্তাব করিবার কথা ঐ

চোরা জিনিসপ্রভৃতি উদ্ধারের নিমিত্তে সাহায্য করিবার জন্যে দানাদি করিবার কথা ৭০

প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি কয়েদের দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধি কয়েদ হইতে পলায়ন করিলে কিম্বা তাহাকে ধৃত করিবার হুকুম হইলে তাহাকে আশ্রয় দিবার কথা ৭১

কোন ব্যক্তি দণ্ড হইতে রক্ষিত হয় কি সম্পত্তি দণ্ড না হয় এই অভিপ্রায়ে রাজকীয় কার্য্যকারক আইনের আজ্ঞা অমান্য করিলে তাহার কথা ঐ

কোন ব্যক্তি দণ্ডহইতে রক্ষিত হয় কি সম্পত্তি দণ্ড না হয় এই অভিপ্রায়ে রাজকীয় কার্য্যকারক অযথার্থ রিকার্ড কি লিপি করিলে তাহার কথা ৭২

রাজকীয় কার্য্যকারক মোকদ্দমা প্রভৃতিতে কোন হুকুম কি রিপোর্ট প্রভৃতি আইনের বিপরীত জানিয়া দুষ্টভাবে করিলে তাহার কথা ঐ

ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক আইনের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া কোন লোককে বিচারার্থে সমর্পণ করিলে কি কয়েদ করিলে তাহার কথা ঐ

কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা আইনমতে যাহার অবশ্য কর্ত্তব্য এমত রাজকীয় কার্য্যকারক ধৃত করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক ত্রুটি করিলে তাহার দণ্ডের কথা ঐ

আদালতের হুকুমমতে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা যাহার আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

এমত কোন রাজকীয় কার্য্যকারক ইচ্ছাপূর্ব্বক ধৃত করিতে ত্রুটি করিলে তাহার দণ্ডের কথা ৭৩
রাজকীয় কার্য্যকারক অনবধানতাতে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে দিলে তাহার কথা ৭৪
কোন ব্যক্তি আইনমতে আপনার ধৃত হইবার বাধা বলপূর্ব্বক কি অন্য প্রকারে দিলে তাহার কথা ঐ
কোন ব্যক্তির আইনমতে কয়েদ হইবার বাধা বলপূর্ব্বক কি অন্য প্রকারে অন্য ব্যক্তি দিলে তাহার দণ্ডের কথা ঐ
দ্বীপান্তরে প্রেরণ হইলে পর বেআইনীমতে প্রত্যাগমনের কথা ৭৫
যে নিয়মমতে দণ্ডের ক্ষমতা হয় সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার কথা ঐ
রাজকীয় কার্য্যকারক মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচার করিতেছেন এমত সময়ে তাঁহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করিলে কি তাঁহার কর্ম্মের ভঙ্গ দিলে তাহার কথা ঐ
কোন ব্যক্তি আপনাকে জুরি কি আসেসরেরমত দেখাইলে তাহার কথা ৭৬

দ্বাদশ অধ্যায়।

মুদ্রার কথা। মহারাণীর মুদ্রার কথা ঐ
মুদ্রা কৃত্রিম করণের কথা ঐ
মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণের কথা ৭৭
মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণের কি বিক্রয় করণের কথা ঐ
মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণের বিক্রয় করণের কথা ঐ
মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যে ব্যবহার হইবার নিমিত্তে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখিবার কথা ঐ
ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া সহায় হইবার কথা ঐ
কৃত্রিম মুদ্রা আমদানী কি রপ্তানী করণের কথা ঐ
মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম মুদ্রা আমদানী কি রপ্তানী করণের কথা ঐ
কোন ব্যক্তি প্রাপ্তকালীন কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অন্য লোককে দিলে তাহার কথা ঐ
কোন ব্যক্তি প্রাপ্তকালীন মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অন্য লোককে দিলে তাহার কথা ঐ
যে ব্যক্তি মুদ্রাদেয়, সে যখন মুদ্রা প্রথমে পাইয়াছিল তখন তাহা কৃত্রিম জানিত না পরে সেই মুদ্রা অকৃত্রিম বলিয়া অন্য লোককে দিলে তাহার কথা ঐ
কোন ব্যক্তি মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিলে তাহার নিকটে ঐ কৃত্রিম মুদ্রা থাকিবার কথা ৭৯

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

যে ব্যক্তি মহারাণীর মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিয়া ছিল তাহার নিকটে ঐ কৃত্রিম মুদ্রা থাকনের কথা ৭৯
টাকশালে কর্ম্মকারি ব্যক্তি মুদ্রা যে ওজনের ও যে ধাতুর মত দিয়া আইনমতে হইবেক তদ্ব্যতিক্রমে অন্য ওজনের কি অন্য প্রকারে মুদ্রা প্রস্তুত করাইলে তাহার কথা ঐ
মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র টাকশাল হইতে বেআইনীমতে বাহির করিয়া লইবার কথা ঐ
কোন মুদ্রার ওজন প্রতারণাপূর্ব্বক কি শঠতাক্রমে ন্যূন করিলে কিম্বা যে ধাতুর মত দিয়া করিতে হয় তাহা পরিবর্ত্তন করিলে তাহার কথা ৮০
মহারাণীর মুদ্রার ওজন প্রতারণাপূর্ব্বক কি শঠতাভাবে ন্যূন করিবার কিম্বা যে ধাতুর মত দিয়া করিতে হয় তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কথা ঐ
কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চলে এই অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিবার কথা ঐ
মহারাণীর এক প্রকারের মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রা মত চলে এই অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিবার কথা ঐ
মুদ্রা রূপান্তর করা গিয়াছে জানিয়া কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া অন্যকে দিলে তাহার কথা ঐ
মহারাণীর মুদ্রা রূপান্তর করা গিয়াছে জানিয়া কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া অন্যকে দিবার কথা ঐ
যে লোক মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা রূপান্তর করা মুদ্রা জানে তাহার নিকটে ঐ রূপান্তর করা মুদ্রা থাকিবার কথা ঐ
যে ব্যক্তি মহারাণীর মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা রূপান্তর করা মুদ্রা জানে তাহার নিকটে ঐ রূপান্তর করা মুদ্রা থাকিবার কথা ঐ
কোন ব্যক্তি যে সময়ে মুদ্রা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা রূপান্তর করা না জানিয়া পরে তাহা অকৃত্রিম মুদ্রা বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দিলে তাহার কথা ঐ
গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কথা ৮২
গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখিবার কথা ঐ
গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার কথা ঐ
কৃত্রিমকরা গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবার কথা ঐ
কৃত্রিমকরা গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প নিকটে রাখিবার কথা ঐ
গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিমকরা জানিয়া অকৃত্রিম ইষ্টাম্পের মত ব্যবহার করিবার কথা ৮৩
যে কাগজপ্রভৃতিতে গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প থাকে তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে কোন লিখন উঠাইয়া দিবার কি যে ইষ্টাম্প দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ইষ্টাম্প উঠাইয়া লইবার কথা ঐ

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা পুনরায় ব্যবহার করিবার কথা ৮৩
ইষ্টাম্প ব্যবহার হইয়াছে ইহা দেখাইবার চিহ্ন উঠাইয়া দিবার কথা ঐ

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্র প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করিবার কথা ৮৪
অপ্রকৃত বাটখারা কি মাপিবার গজপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করিবার কথা ঐ
অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি নিকটে রাখিবার কথা ঐ
অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কি বিক্রয় করিবার কথা ঐ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্মের কথা ঐ
সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার যাহাতে হইতে পারে এমত কর্ম্ম শৈথিল্যক্রমে করণের কথা ৮৫
সাংঘাতিক কোন রোগের সঞ্চার যাহাতে হইতে পারে এমত কর্ম্ম দ্বেষপূর্ব্বক করণের কথা ঐ
করাণ্টাইন বিধি অমান্য করিবার কথা ঐ
আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ের নিমিত্তে থাকে তাহাতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিবার কথা ঐ
পীড়াজনক আহার কি পানীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার কথা ৮৬
ঔষধীয় বণিকদ্রব্যতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিবার কথা ঐ
অন্য দ্রব্য মিশ্রিত ঔষধীয় বণিক দ্রব্য বিক্রয় করিবার কথা ঐ
এক প্রকারের ঔষধীয় বণিকদ্রব্য কি প্রস্তুত ঔষধ অন্যপ্রকারের ঔষধীয় বণিক দ্রব্য কি ঔষধ বলিয়া বিক্রয় করিবার কথা ঐ
সাধারণের ব্যবহার্য্য উন্দুইর কি জলাশয়ের জল নষ্ট করিবার কথা ঐ
বায়ু পীড়াজনক করিবার কথা ৮৭
রাজপথে গাড়ি কি ঘোড়াপ্রভৃতিকে অতিবেগে চালাইবার কথা ঐ
নৌকাদি দুঃসাহসরূপে চালাইবার কথা ঐ
মিথ্যা আলো কি নিশানী কি বয়া দেখাইবার কথা ঐ
যে নৌকাপ্রভৃতিতে অতিরিক্ত বোঝাই হইয়াছে কি নির্ব্বিঘ্নে যাওয়াপক্ষে আশঙ্কা হয়, তাহাতে ভাড়া লইয়া লোকেরদিগকে জলপথে লইয়া যাইবার কথা ঐ
রাজপথে কি নৌকারপথে শকট কি বাধা জন্মাইবার কথা ৮৮
বিষাক্ত কোন দ্রব্য লইয়া অনবধানতায় কর্ম্ম করণের কথা ঐ

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

যে ক্রিয়াতে কোন কাহার প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত হয় এমত ক্রিয়া দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা ১০৪
অন্যায়মতে অবরোধ করণের কথা ঐ
অন্যায়মতে কয়েদের কথা ১০৫
অন্যায়মতে অবরোধ করিবার দণ্ডের কথা ঐ
অন্যায়মতে কয়েদ করিবার দণ্ডের কথা ঐ
তিন দিবস কি তাহার অধিককাল অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার কথা ঐ
দশ দিবস কি তাহার অধিককাল অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার কথা ঐ
যাহার মুক্ত হইবার পরওয়ানা বাহির হইয়াছে তাহাকে অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার কথা ১০৬
অন্যায়মতে গোপনে কয়েদ করিবার কথা ঐ
কোন দ্রব্য হরণ করিবার জন্যে কিম্বা কোন বেআইনী কর্ম্ম করাইবার জন্যে অন্যায়মতের কয়েদের কথা ঐ
কোন অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্যে কিম্বা সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্যে অন্যায়মতে কয়েদের কথা ঐ
বল প্রকাশের কথা ১০৭
অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশের কথা ঐ
আক্রমণের কথা ১০৯
রাগ জন্মাইবার গুরুতর বিষয় না হইলে অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশের দণ্ডের কথা ঐ
রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিবার জন্যে অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণের কথা ১১০
কোন স্ত্রীলোকে লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করণের কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণের কথা ঐ
রাগজন্মিবার কোন গুরুতর বিষয় না হইলেও কোন ব্যক্তিকে অপমান করিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণের কথা ঐ
কোন ব্যক্তির পরিহিত দ্রব্য চুরী করিবার উদ্যোগ তাহার উপর আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশের কথা ঐ
কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করিবার উদ্যোগে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণের কথা ১১১
রাগ জন্মিবার গুরুতর কারণে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণের কথা ঐ
মনুষ্য চুরীর কথা ঐ
ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে মনুষ্যকে চুরী করিয়া লওয়ার ক ।। ঐ
আইনমতের রক্ষক হইতে মনুষ্যকে চুরী করিয়া লইবার কথা ঐ
হরণ করণের কথা ১১২

নির্ঘণ্ট | পত্রাঙ্ক।

মনুষ্য চুরী করিবার দণ্ডের কথা ... ১১২
বধ করিবার জন্যে লোককে চুরী করিবার কি হরণ করিবার কথা ... ঐ
কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে চুরী কি হরণ করিবার কথা ... ঐ
কোন স্ত্রীলোককে বলদ্বারা বিবাহ দেওয়াপ্রভৃতির কারণে হরণ করিবার কি চুরী করিবার কথা ... ঐ
কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করিবার কথা ... ১১৩
কোন চুরীকরা ব্যক্তিকে অন্যায়মতে গোপনে রাখিবার কি কয়েদ করিয়া রাখিবার কথা ... ঐ
দশ বৎসরের ন্যূন বয়েসের বালকের গাত্রে যে গহনাপ্রভৃতি থাকে, তাহা চুরী করিবার অভিপ্রায়ে ঐ বালককে চুরী করিবার কি হরণ করিবার কথা ... ঐ
কোন লোককে দাসস্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করিবার কথা ... ঐ
দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করিবার কথা ... ঐ
ব্যভিচারাদি কার্য্যের জন্যে কোন নাবালগকে বিক্রয় করিবার কথা ... ১১৪
ব্যভিচারাদি কার্য্যের জন্যে কোন অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিকে ক্রয় করিবার কথা ... ঐ
বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাইবার কথা ... ঐ
বলাৎকারের অর্থের কথা ... ঐ
বলাৎকারের দণ্ডের কথা ... ১১৫
অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধের কথা ... ঐ

সপ্তদশ অধ্যায়।

চৌর্য্য অপরাধের কথা ... ১১৫
চৌর্য্যের দণ্ডের কথা ... ১১৮
বসতবাটী প্রভৃতিতে চৌর্য্যের কথা ... ঐ
কেরাণী কি চাকর আপন প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তি চুরী করিলে তাহার কথা ... ঐ
চুরী করিবার জন্যে হত্যা করিবার কি পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগ প্রথমে করিয়া চুরী করিলে তাহার কথা ... ঐ
অপহরণের অর্থের কথা ... ১১৯
অপহরণ করিবার দণ্ডের কথা ... ১২০
অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানির ভয় জন্মাইবার কথা ... ঐ
প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করিবার কথা ... ঐ
অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইবার কথা ... ঐ

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ প্রভৃতি দণ্ডযোগ্য অপরাধের নালিশ করিবার ভয় দর্শাইয়া অপহরণ করিবার কথা	ঐ
অপহরণ করিবার জন্যে কাহারো নামে অপরাধ করিবার নালিশ করণের ভয় জন্মাইবার কথা	ঐ
দস্যুতার কথা	১২১
যে স্থলে অপহরণে দস্যুতা অপরাধ হয় তাহার কথা	ঐ
ডাকাইতীর অর্থের কথা	১২২
দস্যুতাকরণের দণ্ডের কথা	ঐ
দস্যুতা করিবার উদ্যোগের কথা	ঐ
দস্যুতা করিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দিবার কথা	ঐ
ডাকাইতী করিবার দণ্ডের কথা	১২৩
ডাকাইতী করণ সময়ে হত্যা করিবার কথা	ঐ
দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার কালে হত্যা করিবার কি গুরুতর পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগের কথা	ঐ
সংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগের কথা	ঐ
ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণের কথা	ঐ
ডাকাইতের দলভুক্ত হইবার দণ্ডের কথা	ঐ
ভ্রমণকারি চোরেরদের দলভুক্ত হইবার কথা	ঐ
ডাকাইতী করিবার জন্যে একত্রিত হইবার কথা	১২৪
শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে দ্রব্য ব্যবহার করণের কথা	ঐ
মৃত্যুকালে কোন ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে তাহা শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার করিবার কথা	১২৬
অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার অর্থের কথা	ঐ
অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ডের কথা	১২৭
বাহকপ্রভৃতি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহার কথা	ঐ
কেরাণী কি চাকর অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহার কথা	ঐ
রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বণিক কি বাণিজ্য ব্যবসায়ি কি গোমাশ্তা অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহার কথা	১২৮
চোরা জিনিসের কথা	ঐ
চোরা জিনিস শঠতাভাবে গ্রহণ করিবার কথা	ঐ
ডাকাইতী দ্বারা যে দ্রব্য চুরী করা যায় তাহা শঠতাক্রমে গ্রহণ করিবার কথা	ঐ
চোরা জিনিস লইয়া নিরত ব্যবসায় করিবার কথা	ঐ
চোরা জিনিস লুকাইবার সাহায্য করণের কথা	১২৯
বঞ্চনা করণের অর্থের কথা	ঐ
ছদ্মবেশে বঞ্চনার কথা	১৩০

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

বঞ্চনা করিবার দণ্ডের কথা ১৩১

যাহার স্বত্ব রক্ষা করা কোন ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার অন্যায়মতে ক্ষতি হইবেক জানিয়া বঞ্চনা করিলে তাহার কথা ঐ

ছদ্মবেশে বঞ্চনা করিবার দণ্ডের কথা ঐ

বঞ্চনা করিবার ও শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা ঐ

মহাজনেরদের মধ্যে সম্পত্তির কি বিভাগ না হয় এই নিমিত্তে শঠতা কি প্রতারণাক্রমে তাহা গোপনে কি স্থানান্তর করিবার কথা ঐ

পাওনা অথবা কোন দাওয়ার টাকা মহাজনেরা না পায় এমত কর্ম্ম শঠতাক্রমে কি প্রতারণাপূর্ব্বক করিবার কথা ১৩২

মূল্যের টাকা যাহাতে অযথার্থরূপে লেখা থাকে এমত কোন হস্তান্তর করণপত্র শঠতাক্রমে কি প্রতারণাপূর্ব্বক করিবার কথা ঐ

শঠতা কি প্রতারণাক্রমে সম্পত্তি স্থানান্তর কি গোপন করিবার দণ্ডের কথা ঐ

অপকারের অর্থের কথা ঐ

অপকার করিবার দণ্ডের কথা ১৩৩

অপকার করিয়া ৫০ টাকার অপচয় করিবার কথা ঐ

দশ টাকা মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা কি কোন অঙ্গহীন করিয়া অপকার করিবার কথা ঐ

৫০ টাকা মূল্যের বলদাদিকে কি কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি কোন অঙ্গহীন করিয়া অপকার করিবার কথা ১৩৪

জল সেঁচিবার নিমিত্তে প্রস্তুত কোন কার্য্যের হানি করিয়া কিম্বা জল অন্যায়মতে অন্যদিগে চালাইয়া অপকার করিবার কথা ঐ

রাজপথের কি সাঁকোর কি নদীর হানি করিয়া অপকার করিবার কথা ঐ

যাহাতে অপচয় হয় এমত বন্যা করাইয়া কি সরকারী নরদামা অবরোধ করাইয়া অপকার করিবার কথা ঐ

দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর করিয়া কি পূর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য করিয়া কিম্বা মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করিবার কথা ঐ

রাজকীয় কার্য্যকারক ভূমির সীমার চিহ্ন দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তর করিবার কথা ১৩৫

অগ্নিদ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা ১০০ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করিবার কথা ঐ

ঘরপ্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করিবার কথা ঐ

ভূতকযুক্ত কিম্বা ২০ টন বোঝাইধারি নৌকাদি নষ্ট করিবার কিম্বা তাহাতে চড়িবার শঙ্কট জন্মাইবার অভিপ্রায়ে অপকার করিবার কথা ঐ

উক্ত ধারায় লিখিত অপকার যদি অগ্নিদ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।

উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা করা যায় তবে তাহার দণ্ডের কথা ১৩৫
চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাইবার কথা ১৩৬
প্রাণনাশের কি পীড়া দিবার উপায় করিয়া অপকার করিবার কথা ঐ
অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের অর্থের কথা ঐ
পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা ঐ
লুকাইতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা ঐ
রাত্রিযোগে লুকাইতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা ১৩৭
দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশের কথা ঐ
রাত্রিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশের কথা ১৩৮
অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের দণ্ডের কথা ঐ
পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দণ্ডের কথা ঐ
প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা ঐ
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপকার করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার কথা ১৩৯
যে অপরাধের জন্যে কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে এমত অপরাধ করিবার নিমিত্তে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার কথা ঐ
কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার কথা ঐ
লুকাইতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশের দণ্ডের কথা ঐ
যে অপরাধের জন্যে কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার নিমিত্তে লুকাইতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করিবার কথা ঐ
কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়া লুকাইতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করিবার কথা ১৪০
রাত্রিযোগে লুকাইতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশের দণ্ডের কথা
যে অপরাধে কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার জন্যে রাত্রিযোগে লুকাইতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করিবার কথা ঐ
কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুকাইতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করিবার কথা ঐ
লুকাইতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশকরণ কালে গুরুতর পীড়া দিবার কথা ঐ

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ প্রভৃতি দোষে মিলিত ব্যক্তিরদের মধ্যে একজন কাহার প্রাণনাশ করিলে কিম্বা গুরুতর পীড়া জন্মাইলে তাহারদের সকলের দণ্ড হইবার কথা ১৪১

বন্ধকরা যে বাক্স প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি থাকে কি আছে বোধ হয় তাহা শঠতা পূর্ব্বক ভগ্ন করিলে তাহার কথা ঐ

যাহার জিম্মা করিয়া দেওয়া যায় এমত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত দোষ করিলে তাহার দণ্ডের কথা ঐ

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কৃত্রিম করণের কথা ১৪২

কৃত্রিম দলীল করিবার কথা ঐ

কৃত্রিম করিবার দণ্ডের কথা ঐ

কৃত্রিম করণের কথা ১৪৫

মূল্যবান নিদর্শনপত্র কিম্বা গৌণবিভাগপত্র অর্থাৎ উইল কৃত্রিম করিবার কথা ঐ

বঞ্চনার নিমিত্তে কৃত্রিম করিবার কথা ১৪৬

কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করিবার জন্যে কৃত্রিম করণের কথা ঐ

কৃত্রিম দলীল কাহাকে বলে তাহার কথা ঐ

কৃত্রিম দলীল প্রকৃত দলীলেরমত ব্যবহার করিবার কথা ঐ

৪৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় যে কৃত্রিম করিবার অপরাধ তাহা করণের অভিপ্রায়ে কৃত্রিম মোহর পট্টপ্রভৃতি করিবার কি নিকটে রাখিবার কথা ঐ

অন্যপ্রকার দণ্ডনীয় যে কৃত্রিম করিবার অপরাধ তাহা করণের অভিপ্রায়ে কৃত্রিম মোহর পট্টপ্রভৃতি করিবার কি নিকটে রাখিবার কথা ঐ

মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল কৃত্রিম করা জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে নিকটে রাখিবার কথা ১৪৭

৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীলসিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করিবার কিম্বা যে দ্রব্যেতে ঐ কৃত্রিম করা চিহ্ন থাকে তাহা নিকটে রাখিবার কথা ঐ

৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীলভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করিবার কিম্বা যে দ্রব্যেতে ঐ কৃত্রিম করা চিহ্ন থাকে তাহা নিকটে রাখিবার দণ্ডের কথা ঐ

উইল প্রতারণা করিয়া রহিত কি নষ্টপ্রভৃতি করণের কথা ঐ

ব্যবসায়ির চিহ্নের কথা। ১৪৮

স্বামিত্বের চিহ্নের কথা ঐ

ব্যবসায়ির কৃত্রিম চিহ্নে ব্যবহার করণের কথা ঐ

স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহারের কথা ঐ

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানি করিবার জন্যে ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করিবার দণ্ডের কথা ১৪৯

কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের যে চিহ্ন ব্যবহার করে তাহা অন্য ব্যক্তি অপচয় কি হানি করিবার অভিপ্রায়ে কৃত্রিম করিলে তাহার কথা ঐ

রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন ব্যবহার করেন কিম্বা কোন দ্রব্যের প্রস্তুত করণের স্থানাদি ও গুণ প্রভৃতি জানাইবার যে চিহ্ন ব্যবহার করেন তাহা কৃত্রিক করিবার কথা ঐ

সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ির চিহ্ন কৃত্রিম করিবার জন্যে কোন ছেনি কি পট্ট কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করিবার কি নিকটে রাখিবার কথা ঐ

যে দ্রব্যের উপর ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন থাকে তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক বিক্রয় করিবার কথা ১৫০

যে বস্তাতে কি আঁধারে দ্রব্য থাকে তাহাতে প্রতারণা করিয়া কৃত্রিম চিহ্ন দিবার কথা ঐ

তদ্রূপ কোন কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করিবার দণ্ডের কথা ঐ

হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্নের বিকৃত করিবার কথা ঐ

ঊনবিংশতি অধ্যায়।

জলপথে কি স্থলপথে যাইবার কালে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের কথা ১৫১

অশক্ত ব্যক্তির সেবা করিবার ও তাহার প্রয়োজনীয় বিষয় দিবার চুক্তি ভঙ্গের কথা ১৫২

নিয়োগকর্ত্তার ব্যয়ে চাকরলে দূর স্থানে পাঠান গেলে যদি সেই স্থানে ঐ চাকর চুক্তিভঙ্গ করে তাহার কথা ঐ

বিংশতি অধ্যায়।

কোন পুরুষ বৈধবিবাহ হইয়াছে এমত বিশ্বাস বঞ্চনা দ্বারা জন্মাইয়া স্ত্রীতে উপগত হইবার কথা ১৫২

স্বামির কি ভার্য্যার জীবিতকালে পুনশ্চ বিবাহের কথা ঐ

যাহার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় তাহার স্থানে পূর্ব্ববিবাহের বৃত্তান্ত গোপন রাখিয়া বিবাহ করিলে তাহার কথা ১৫৩

বিধিপূর্ব্বক বিবাহ না হইয়া প্রতারণাক্রমে বিবাহের অনুষ্ঠান করণের কথা ঐ

পরস্ত্রী গমনের কথা ঐ

অপরাধভাবে ভ্রান্তি জন্মাইয়া অন্যের পত্নীকে গ্রহণের কি হরণ করণের কি আটক করাইয়া রাখনের কথা ঐ

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

একবিংশতি অধ্যায়।

অপবাদের অর্থের কথা ১৫৪

রাজকীয় পদে রাজকীয় কার্য্যকারকেরদের কর্ম্মের কথা ১৫৫

সাধারণ লোকেরদের ক্ষতিলাভ যাহাতে হয় তৎসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির ব্যবহারের কথা ঐ

আদালতের বিচার কার্য্যের রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা ঐ

আদালতের নিষ্পত্তি করা মোকদ্দমার দোষ গুণ কিম্বা তাহাতে সাক্ষিরদের ও অন্য ব্যক্তিরদের ব্যবহারের কথা ঐ

সাধারণমতে প্রকাশিত কর্ম্মের দোষ গুণের কথা ১৫৬

অন্যের উপর আইনমতে যাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকে তাঁহার দ্বারা সরলভাবে অনুযোগের কথা ঐ

উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির নিকটে সরলভাবে নালিশের কথা ১৫৭

কোন ব্যক্তি আপন লাভ সম্পর্ক রক্ষা করিবার জন্যে সরলভাবে যে দোষ আরোপ করে তাহার কথা ঐ

ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্তে সতর্ক করিবার কথা ঐ

অপবাদের দণ্ডের কথা ঐ

যাহা অপবাদজনক জানা যায় এমত কোন বিষয় মুদ্রিত কি খোদিত করিবার কথা ১৫৮

যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমত মুদ্রিত কি ক্ষোদিত বস্তু বিক্রয় করিবার কথা ১৮৫

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার কথা ১৫৮

শান্তি ভঙ্গে প্রবর্ত্ত করাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করিবার কথা ঐ

সৈন্যের অবাধ্যতা কি রাজ্যের বিপক্ষে অপরাধপ্রভৃতি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করিবার কথা ঐ

যদি প্রাণনাশ কি গুরুতর আঘাতপ্রভৃতি করিবার ভয় দর্শান যায় তবে অপরাধভাবে ঐ ভয় দর্শাইবার দণ্ডের কথা ১৫৯

অনামক পত্রাদির দ্বারা অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার কথা ঐ

কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্রোধ পাত্র হইবেক এমত বিশ্বাস জন্মাইবার যে কার্য্য করা যায় তাহার কথা ঐ

স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহিবার কি অঙ্গ ভঙ্গ করিবার কথা ১৬০

মত্তব্যক্তি প্রকাশ স্থানে অনুমতিমতে আচরণ করিলে তাহার কথা ঐ

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

যে অপরাধের নিমিত্তে কয়েদ হয় তাহা করিবার উদ্যোগের দণ্ডের কথা ১৬০

সূচিপত্র সমাপ্তঃ।

ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৬০ সাল ৬ অক্টোবর।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা এই আইনেতে শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর জেনরল বাহাদুর ইঙ্গরেজী ১৮৬০ সালের ৬ অক্টোবর তারিখে সম্মতি প্রকাশ করেন। এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থে সেই২ আইন প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন।

হেতুবাদ।

ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশের জন্যে দণ্ড বিধির এক সাধারণ আইন করা উচিত। এই কারণে নিম্নের লিখিত মতে হুকুম হইল।

(এই আইনের নাম ও তাহা যত দূর খাটিবে তাহার কথা।)

১ ধারা। এই আইন ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন নামে খ্যাত হইবে। "ভারতবর্ষ দেশ উত্তমরূপ শাসন করিবার আইন" নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিকটরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়ের আইনমতে যে সমস্ত দেশ উক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর শাসনাধীন হইয়াছে কিম্বা হইবেক সেই সমস্ত দেশে এই আইন ১৮৬২ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখ অবধি চলিবে। কিন্তু পুলুপিনাঙ্গ ও সিংহপুর ও মালাকা বসতিস্থানে চলিবে না ইতি।

(উক্ত দেশের মধ্যে কৃত অপরাধের দণ্ডের কথা)

২ ধারা। ১৮৬২ সালের জানুআরি মাসের উক্ত ১ তারিখে ও তাহার পরে, উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধান অন্যথা করিয়া অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করে কিম্বা কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম না করে, সেই ব্যক্তি এই আইনমতে দণ্ডনীয় হইবেক অন্য কোন আইনমতে নহে ইতি।

(উক্ত দেশের বাহিরে কৃত অপরাধের বিচার আইনমতে যাহা ঐ দেশের মধ্যে হইতে পারে তাহার দণ্ডের কথা)

৩ ধারা। কোন ব্যক্তি উক্ত দেশের সীমার বাহিরে কোন অপরাধ করিলে যদি হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের প্রচলিত করা কোন আইনমতে তাহার বিচার হইতে পারে, তবে ঐ দেশের বাহিরে করা ঐ অপরাধ ঐ দেশের মধ্যে করা গেলে ঐ ব্যক্তির প্রতি যে রূপ কার্য্য হইত, সেই রূপে এই আইনের বিধানমতে তাহার প্রতি কার্য্য হইবে ইতি।

(যে ভিন্ন দেশের সঙ্গে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সন্ধি থাকে সেই দেশে শ্রীশ্রীমতীর কোন চাকর দোষ করিলে তাহার দণ্ডের কথা।)

৪ ধারা। ইহার পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে যে কোন সন্ধি কি করার হইয়া থাকে তাহার নিয়মানুসারে কিম্বা ভারতবর্ষের কোন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নামে যে কোন সন্ধি কি করার করা হইয়াছে কিম্বা পরে করা হইবে তাহার নিয়মানুসারে শ্রীশ্রীমতীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কোন রাজ্যের কি দেশের মধ্যে যদি শ্রীশ্রীমতীর কোন চাকর সেই চাকরীতে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৬২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে কি তাহার পরে এই আইনের বিধান অন্যথা করিয়া অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিবার কি কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম না করিবার দোষী হয়, তবে এই আইনমতে তাহার দণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

(এই আইনেতে যে যে আইনের ব্যতিক্রম হইবেক না তাহার কথা)

৫ ধারা। চতুর্থ উলিয়ম রাজার ৩ ও ৪ বৎসরের ৮৫ অধ্যায়ের কোন বিধান কিম্বা সেই আইন প্রচলিত হইবার পরে অন্য যে কোন আক্ট পার্লিমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের উপর কি উক্ত দেশের উপর কি তন্নিবাসির দের উপর কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে তাহার বিধান, কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি কোম্পানি বাহাদুরের চাকরীতে নিযুক্ত সেনাপতি সাহেবেরদের কি হুদ্দাদারের-দের কি সিপাহীরদের রাজবিদ্রোহিতা করণের ও পলায়নের দণ্ড করিবার কোন আইনের কোন বিধান, কিম্বা ভারতবর্ষের যুদ্ধজাহাজের কর্ত্তৃত্ব করিবার কোন আইনের, কিম্বা কোন বিশেষ আইনের কি বিশেষ স্থানের আইনের বিধান বর্জ্জিত কি পরিবর্ত্তন কি স্থগিত কি তাহার ব্যতিক্রম করা, এই আইনের কোন কথার অভিপ্রায় নহে ইতি।

---

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধারণ ব্যাখ্যা।

(এই আইনেতে যে কথার যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে তাহা বর্জ্জিত কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধরিতে হইবার কথা।)

৬ ধারা। এই আইনের সর্ব্বত্রে অপরাধের যে লক্ষণ ও দণ্ডের যে বিধান করা হইয়াছে এবং সেইরূপ লক্ষণ অথবা দণ্ড বিধানের যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে

তাহাতে "সাধারণ বর্জ্জিত কথা, এই নামীয় অধ্যায়ের লিখিত বর্জ্জিত কথা সকল সম্পর্ক রাখে বুঝিতে হইবেক। যদিও সেই লক্ষণে কি দণ্ড বিধানে কি উদাহরণে ঐ বর্জ্জিত কথার উল্লেখ না থাকে তথাপি তাহা গ্রহণ করিতে হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) এই আইনের যেং প্রকরণে নানা অপরাধের লক্ষণ নির্ণয় হইয়াছে তা-হাতে সাত বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক সেই রূপ কর্ম্ম করিলে অপরাধী হয় না এই কথা লিখিত হয় নাই। তথাপি সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে এই বিধান আছে যে "সাত বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক যে কোন কর্ম্ম করে তাহা অপরাধরূপে গণ্য হইবেক না এই বিধান অনুসারে ঐ অপরাধের লক্ষণ বুঝিতে হইবেক।

(খ) যদু কোন লোককে খুন করিয়াছে তাহাতে আনন্দ নামে পোলীসের এক জন আমলা পরওয়ানা না পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এই স্থলে আনন্দ অন্যায়রূপে কয়েদ করিবার দোষী হয় না, কেননা আনন্দ আইনমতে যদুকে গ্রে-প্তার করণে আবদ্ধ। অতএব "আইনমতে কোন ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিতে বদ্ধ হয় তাহা করাতে তাহার দোষ হয় না" "সাধারণ বর্জ্জিত কথার" এই বিধানের মধ্যে তাহার সেই কার্য্য গণ্য হইবেক।

যে কথার যে অর্থ একবার করা গেল সেই কথার এই আইনের সমস্ত প্রকরণে সেই অর্থ বুঝিতে হইবেক।

৭ ধারা। এই আইনের কোন স্থানে যে কথার যে অর্থ করা গেল, এই আই-নের সকল স্থানে সেই কথার সেই অর্থ অনুসারে প্রয়োগ হইয়াছে ইতি।

[লিঙ্গ।]

৮ ধারা। "তিনি" "সে" এইং শব্দ এবং এই সর্ব্বনামের অন্যান্য রূপ পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের বাচক হইবেক ইতি।

(বচন।)

৯ ধারা। এক বচনের শব্দেতে সেই শব্দের বহু বচন ও বুঝাইবেক এবং বহু বচনের শব্দেতে সেই শব্দের এক বচন ও বুঝা যাইবেক, কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, কোন পদের পূর্ব্বাপর কথার সঙ্গে সেই অর্থ অসঙ্গত না হয়, ইতি।

(পুরুষ ও স্ত্রী।)

১০ ধারা। "পুরুষ" এই শব্দেতে তাবদ্বয়স্ক পুরুষ মানুষকে বুঝাইবেক। "স্ত্রী" এই শব্দেতে তাবদ্বয়স্ক স্ত্রীলোককে বুঝাইবেক ইতি।

("ব্যক্তি।")

১১ ধারা। "ব্যক্তি" এই শব্দেতে চার্টর প্রাপ্ত কি অপ্রাপ্ত কোন কোম্পানি কি সমাজ কি সামাজিক লোককে ও বুঝা যাইবেক ইতি।

("সাধারণ।")

১২ ধারা। "সাধারণ" এই শব্দেতে সর্ব্ব সাধারণ লোকের কোন জাতিকে কি কোন শ্রেণীর লোককে বুঝা যাইবেক ইতি।

ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন।

(“শ্রীশ্রীমতী মহারাণী”।)

১৩ ধারা। “মহারাণী” এই শব্দেতে গ্রেট ব্রিটন ও ঐরলাণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের যিনি যে সময়ে রাজত্ব পদ প্রাপ্ত হন তাঁকাকে বুঝাইবেক ইতি।

(“শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চাকর।”)

১৪ ধারা। “শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চাকর” এই শব্দেতে “ভারতবর্ষ দেশ উত্তম রূপ শাসন করিবার আইন” নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিকটরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়ের উক্ত আইনের দ্বারা কি তাহার ক্ষমতাক্রমে কিম্বা ভারতবর্ষের কি কোন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কি তাঁহার ক্ষমতাক্রমে যে সকল কার্য্যকারককে কি চাকরকে ভারতবর্ষে রাখা যায় কি নিযুক্ত করা যায় কি কর্ম্ম দেওয়া যায়, তাঁহারদিগকে বুঝাইবেক ইতি।

(“ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশ।”

১৫ ধারা। “ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশ” এই কথাতে “ভারতবর্ষ দেশ উত্তমরূপ শাসন করিবার আইন” নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিকটরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়ের উক্ত আইনমতে যে সকল দেশ শ্রীশ্রীমতীর শাসনাধীন হইয়াছে কি পরে হইবেক সেই সকল দেশকে বুঝাইবেক। কিন্তু পুলুপিনাঙ্গ কি সিংহপুর কি মালাক্কা বসতি স্থানকে বুঝাইবে না ইতি।

(ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।”)

১৬ ধারা। “ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট” এই কথাতে হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকে কিম্বা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আপন কৌন্সেলে উপস্থিত না থাকিলে হুজুর কৌন্সেলের প্রেসীডেণ্ট সাহেবকে, কিম্বা কেবল ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকে বুঝাইবেক, অর্থাৎ তিনি কি তাঁহারা আইনমতে যেং ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারেন সেইং ক্ষমতাসম্পর্কে তাঁহাকে কি তাঁহারদিগকে বুঝাইবেক ইতি।

(“গবর্ণমেণ্ট”।)

১৭ ধারা। “গবর্ণমেণ্ট” এই শব্দেতে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশের কোন স্থানের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহাকে কি তাহারদিগকে বুঝাইবেক ইতি।

(“প্রেসিডেন্সী।”)

১৮ ধারা। “প্রেসিডেন্সী” এই শব্দেতে প্রেসিডেন্সীর গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশকে বুঝাইবেক ইতি।

(“জজ। বিচারকর্ত্তা।”)

১৯ ধারা। “জজ (বিচার কর্ত্তা”) এই শব্দেতে যাঁহারদিগকে পদোপলক্ষে জজ নামে বলা যায় এমত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝাইবেক ও তদতিরিক্ত দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে, কিম্বা আপীল না হইলে যে নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হয় এমত নিষ্পত্তি করিতে কিম্বা যে নিষ্পত্তি অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা বাহাল রাখা গেলে চূড়ান্ত হয় তাহা করিতে, যে যে ব্যক্তি আইন মতে

ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহারদিগকে বুঝাইবেক, ও যে বহু লোক সেই রূপ নিষ্পত্তি করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই বহু লোকের মধ্যে যিনি এক জন হন তাঁহাকেও বুঝাইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কালেক্টর সাহেব যখন ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অনুসারে বিচারকর্ত্তার ক্ষমতামতে কার্য্য করেন তখন তাঁহাকে জজ বলা যায়।

(খ) মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে নালিশ হইলে জরীমানা কি কয়েদ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিলে কি না পারিলেও, তিনি সেই নালিশ লইয়া যখন ক্ষমতামতে কার্য্য করেন তখন তাঁহাকে জজ বলা যায়।

(গ) মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ৭ আইন মতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে পঞ্চায়তের থাকে সেই পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি জজ হন।

(ঘ) মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ হইলে তিনি যদি ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া (তাহার বিচার আপন ক্ষমাতাতিরিক্ত বিধায়) সেই মোকদ্দমা উচ্চ আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করেন তবে এমত স্থলে তাঁহাকে জজ বলা যায় না।

("আদালত।")

২০ ধারা। "আদালত" এই শব্দে এক কিম্বা অনেক জন জজকে বুঝাইবেক, অর্থাৎ যখন আইনের ক্ষমতাক্রমে কোন জজ একক কিম্বা বহু জন জজ একত্র হইয়া বিচার করিতে থাকেন তখন তাঁহাকে কি তাঁহারদিগকে আদালত বলা যায়।

উদাহরণ।

মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাপন্ন পঞ্চায়ত মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ৭ আইনমতে কর্ম্ম করিলে আদালত হয়।

("রাজকীয় কার্য্যকারক।")

২১ ধারা। "রাজকীয় কার্য্যকারক এই কথাতে" নিম্নের লিখিত সকল প্রকার ব্যক্তিকে বুঝাইবেক অর্থাৎ—

প্রথম। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চিহ্নিত প্রত্যেক কার্য্যকারক।

দ্বিতীয়। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য সম্পর্কীয় কি জাহাজ সম্পর্কীয় পল্টন যে সময়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কি অন্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করে সেই সময়ে ঐ ঐ পল্টনের চিহ্নিত প্রত্যেক আফিসর।

তৃতীয়। প্রত্যেক জজ (বিচারকর্ত্তা।)

চতুর্থ। আদালতের কার্য্যকারক স্বরূপে আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কোন বিষয়ের তদারক কি রিপোর্ট করা, কিম্বা কোন দলীল কি দস্তখৎ করা কি রাখা, কিম্বা কোন সম্পত্তি জিম্মায় লওয়া, কি বিক্রয়াদি করা, কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা জারী করা, কি কোন শপথ করাণ, কি দোভাষির কর্ম্ম করা, কিম্বা আদালতে সুধারা রক্ষা করা যে কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য হয় সেই ব্যক্তি, ও সেই সকল কর্ম্ম করিতে যিনি কোন আদালত হইতে বিশেষমতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই ব্যক্তি।

পঞ্চম। জুরি কি প্রত্যেক আসেসর কি পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ যাঁহারা কোন আদালতের কি রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করেন।

ষষ্ঠ। যে কোন সালিস কি অন্য যে ব্যক্তির প্রতি কোন আদালত কি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারক কোন মোকদ্দমা কি বিচার্য্য বিষয় নিষ্পত্তি করিবার জন্যে কি তাহার রিপোর্ট করিবার জন্যে অর্পণ করেন।

সপ্তম। যে কোন ব্যক্তি কোন পদে থাকাপ্রযুক্ত কোন লোককে কয়েদ করিতে কি কয়েদ করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই পদস্থ ব্যক্তি।

অষ্টম। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারক স্বরূপে অপরাধ নিবারণ করা, কি অপরাধের সম্বাদ দেওয়া কি অপরাধিদিগকে বিচারার্থে উপস্থিত করা, কি সাধারণ লোকেরদের স্বাস্থ্য কি নির্ব্বিঘ্নতা কি স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করা যে প্রত্যেক কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য হয় সেই ব্যক্তি।

নবম। কার্য্যকারকস্বরূপে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন সম্পত্তি লওয়া, কি গ্রহণ করা, কি রাখা, কি ব্যয় করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন জরিপের কর্ম্ম করা, কি টাক্স ধার্য্য করা, কি চুক্তি করা, কিম্বা রাজস্বসম্পর্কীয় কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধন লাভ সম্পর্কে কোন বিষয় তদারক করা, কি তাহার রিপোর্ট করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনলাভসম্পর্কীয় কোন দলীল কি দস্তখৎ করা, কি রাখা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনলাভ রক্ষার জন্যে কোন আইনের লংঘন নিবারণ করা যে প্রত্যেক কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য সেই ব্যক্তি, এবং যে প্রত্যেক কার্য্যকারক রাজকীয় কোন কর্ম্ম করিবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে থাকেন কি বেতনভোগী হন, কি ফিস কি কমিস্যন দ্বারা পারিশ্রমিক পান সেই ব্যক্তি।

দশম। কার্য্যকারকস্বরূপে কোন গ্রামের কি নগরের কি জিলার কোন সাধারণ লৌকিক কার্য্যের নিমিত্তে কোন সম্পত্তি লওয়া কি গ্রহণ করা কি রাখা কি ব্যয় করা কি কোন জরিপ করা কি টাক্স ধার্য্য করা কি কিছু রেট (কর) কি টাক্স আদায় করা, কিম্বা কোন গ্রামের কি নগরের কি জিলার লোকের স্বত্ব নিরূপণের কোন দলীল করা কি দস্তখৎকরা কি রাখা যে প্রত্যেক কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য সেই ব্যক্তি।

উদাহরণ।

মুনিসিপল কমিস্যনর রাজকীয় কার্য্যকারক মধ্যে গণ্য।

১ অর্থের কথা। পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকারের যে কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হউন কি নাই হউন তাঁহাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলা যায়।

২ অর্থের কথা। "রাজকীয় কার্য্যকারক" এই কথা যে কোন প্রকরণে থাকে তাহাতে যে ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের পদে নিয়োজিত থাকেন তাঁহাকেই বুঝাইবেক। তাঁহার সেই পদে থাকার অধিকার বিষয়ে আইনমতে কোন প্রকারের দোষ ঘটনা হইলেও তাঁহাকে বুঝাইবেক।

"অস্থাবর সম্পত্তি।)

২২ ধারা। "অস্থাবর সম্পত্তি" এই কথায় ভূমি ও ভূমিতে সংলগ্ন দ্রব্য ও

ভূমিসংলগ্ন দ্রব্যেতে চিরকালীনরূপে বদ্ধ কোন দ্রব্য ভিন্ন, অস্থাবরের তাবৎ বস্তু গণ্য করা অভিপ্রেত ইতি॥

("অন্যায্য লাভ।")

২৩ ধারা। "অন্যায্য লাভ" এই। কোন ব্যক্তির যে সম্পত্তি পাইবার আইন মতে অধিকার নাই তাহা ঐ ব্যক্তির বেআইনী কার্য্যদ্বারা প্রাপ্ত হওন।

("অন্যায্য ক্ষতি।")

"অন্যায্য ক্ষতি" এই। কোন ব্যক্তির যে সম্পত্তিতে আইনমতে অধিকার থাকে, অন্যের বেআইনী কার্য্যদ্বারা তাহার সেই সম্পত্তির ক্ষতি।

(দ্রব্য অন্যায়মতে রাখিলে তাহাও অন্যায্যমতের লাভ। দ্রব্য অন্যায়মতে প্রতিরোধ করিলে অন্যায়মতের ক্ষতি হইবার কথা।)

কেহ কোন বস্তু অন্যায়মতে পাইলে যেমন তাহার অন্যায্য লাভ হয়, তেমনি সেই বস্তু অন্যায়মতে রাখিলেও তাহার অন্যায্য লাভ বলা যায়। কোন ব্যক্তির কোন বস্তু তাহার নিকট হইতে অন্যায়মতে হরণ করিলে যেমন তাঁহার অন্যায্য ক্ষতি হয়, তেমনি তাহার কোন প্রাপ্য) বস্তু কেহ তাহাকে পাইতে না দিলে তাহার অন্যায্য ক্ষতি বলা যায়।

("শঠতাক্রমে।")

২৪ ধারা। যে কেহ এক ব্যক্তির অন্যায্য লাভ করাইবার কি অন্য ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি করাইবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করে, সে ঐ কর্ম্ম শঠতাক্রমে করে, বলা যায়।

["প্রতারণ ক্রমে।"]

২৫ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া কিছু পাইবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করে, তবে সে প্রতারণাক্রমে সেই কার্য্য করে, এমত বলা যায়, অন্যত্র নহে।

[বিশ্বাস করিবার হেতু।"]

২৬ ধারা। কোন ব্যক্তির যদি কোন কথায় বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত হেতু থাকে তবে তাহার সেই কথায় বিশ্বাস করিবার হেতু আছে, এমত বলা যায়, অন্যত্র নহে ইতি।

[স্ত্রীর কি কেরাণীর কি চাকরের হাতে থাকা সম্পত্তির কথা।]

২৭ ধারা। যখন কোন ব্যক্তির সম্পত্তি সেই ব্যক্তির নিমিত্তে তাহার স্ত্রীর কি কেরাণীর কি চাকরের হস্তে থাকে, তখন এই আইনের অর্থের মতে সেই সম্পত্তি ঐ ব্যক্তিরই হস্তে আছে ইতি।

অর্থের কথা।—যে ব্যক্তি সাময়িক কিম্বা বিশেষ প্রয়োজনে কেরাণী কি চাকর স্বরূপে নিযুক্ত হয় সে এই ধারার অর্থের মধ্যে কেরাণী কি চাকর হয়।

["কৃত্রিম করণ।"]

২৮ ধারা। যদি কেহ এক বস্তু অন্য বস্তুর স্বরূপ করে এবং তাহা করাতে তাহার বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় থাকে, কিম্বা তদ্দ্বারা কোন লোককে বঞ্চনা করিবার সম্ভাবনা জানে, তবে সেই ব্যক্তি কৃত্রিম করিয়াছে এমত বলা যায় ইতি।

অর্থের কথা।—দুই বস্তু অবিকল সমানরূপ না হইলেও কৃত্রিম করণ দোষ হইতে পারে।

("দলীল।")

২৯ ধারা। "দলীল" এই শব্দেতে কাগজপ্রভৃতি কোন বস্তুতে অক্ষরে কি অঙ্কেতে কি চিহ্নেতে কি ইহার মধ্যে কোন উপায়ে যে কোন বিষয় ব্যক্তকরা কি লেখা যায় ও ঐ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায় থাকে কি ব্যবহার হইতে পারে, সেই বিষয় বুঝায় ইতি।

১ অর্থের কথা।—ঐ অক্ষর কি অঙ্ক কি চিহ্ন যে কোন উপায়ে কি যে কোন বস্তুতে করা হয়, কি সেই প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়ে হউক কি না হউক, কি তাহা আদালতে ব্যবহার হইতে পারুক, কি না পারুক তাহা দলীল বলা যায়।

উদাহরণ।

যে লিপিতে কোন চুক্তির নিয়ম প্রকাশ হইয়া ঐ চুক্তির প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারিবেক তাহা দলীল।

কোন বণিকের নামে যে বরাৎচিঠী দেওয়া যায় তাহা দলীল হয়।

মোক্তারনামা দলীল হয়।

যে ম্যাপ কি নক্শা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত হইবার অভিপ্রেত হয় কি প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইতে পারে তাহাও দলীল।

যে লিপিতে কর্ম্ম করিবার আদেশ কি উপদেশ থাকে তাহা দলীল।

২ অর্থের কথা—মহাজনী কি অন্য প্রকারের রীতিমতে অক্ষর কি অঙ্ক কি চিহ্ন দ্বারা যে ভাব বুঝায় এই ধারার অর্থের মত সেই অক্ষরে কি অঙ্কেতে কি চিহ্নেতে সেই ভাব ব্যক্ত হয় এমত জ্ঞান হইবে, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ না হইলেও এমত জ্ঞান হইবেক।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে কোন হুণ্ডীর টাকা দেনা হয়, তাহাতে আনন্দ ঐ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে আপন নাম লেখে। মহাজনী রীতিমতে ঐ নাম লিখিবার অভিপ্রায় এই যে, ঐ হুণ্ডী যাহার হাতে থাকে তাহাকে টাকা দিতে হইবেক। পৃষ্ঠের সেই লিখন দলীল হয়। আর "এই হুণ্ডী যাহার হাতে আছে তাহাকে টাকা দিবে" এই কথা কি এই মর্ম্মের কথা আনন্দের নামের উপরে লেখা থাকিলে তাহার যে অর্থ হইত, সেই অর্থ কেবল আনন্দের নাম লেখা থাকাতেই বুঝায়।

("মূল্যবান নিদর্শনপত্র।")

৩০ ধারা। যাহাতে আইনমতের কোন স্বত্ব সৃষ্ট কি বিস্তারিত হয়, কি হস্তান্তর কি সঙ্কোচ কি লোপ, কি ত্যাগ করা যায়, কিম্বা যাহাতে কোন ব্যক্তি আইনমতের দায়ে বদ্ধ আছে কি বিশেষ কোন বিষয়ে তাহার আইনমতের স্বত্ব নাই এই কথা স্বীকার করে, এমত কোন দলীল কিম্বা তদ্রূপ মর্ম্মের দলীল মূল্যবান নিদর্শনপত্র"।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন হুণ্ডীর পিঠে আপন নাম লেখে। সেই প্রকার লিখনের এই ফল যে, যে কোন লোকের হাতে ঐ হুণ্ডী আইনমতে আইসে ঐ হুণ্ডীতে তাহার স্বত্ব জন্মায়। অতএব সেই লিখন "মূল্যবান নিদর্শন পত্র।"

("উইল।")

৩১ ধারা। "উইল" এই শব্দেতে কোন ব্যক্তির মরণোত্তরে তাহার সম্পত্তি প্রভৃতির বিষয়ে তাহার ভাবি ইষ্ট প্রকাশক দলীল বুঝায়।

যে শব্দেতে ক্রিয়ার উল্লেখ হয় সেই শব্দেতে সেই ক্রিয়া করিবার বেআইনীমতের ত্রুটিও বুঝাইবার কথা।"

৩২ ধারা। এই আইনের সর্ব্ব ভাগে যে কথাতে কোন ক্রিয়ার উল্লেখ হয় সেই কথা আইনবিরুদ্ধে তৎক্রিয়া না করণের প্রতিও বর্ত্তে। কিন্তু যদি পূর্ব্বাপর কথায় বিপরীত অভিপ্রায় বোধ হয় তবে বর্ত্তিবেক না ইতি।

["ক্রিয়া করণ। ক্রিয়া না, করণ।"]

৩৩ ধারা। "ক্রিয়া" এই শব্দেতে যেমন একি ক্রিয়া বুঝায় তেমনি ক্রমশঃকরা বহু ক্রিয়াও বুঝায়। আর "ক্রিয়া ক্রিয়া না করণ" এই শব্দেতে যেমন কর্ত্তব্য এক কর্ম্ম না করণ তেমনি কর্ত্তব্য অনেক ক্রিয়া ক্রমশঃ না করণ বুঝায় ইতি।

[বহু লোক কোন এক ক্রিয়া করিলে তাহারদের একং জনের দ্বারা সেই ক্রিয়া হইবার মত প্রত্যেক জনের দায়ী হইবার কথা)

৩৪ ধারা। যদি বহু লোক মিলিত হইয়া কোন অপরাধের ক্রিয়া করে, তবে কেবল এক জন সেই ক্রিয়া করিলে যে প্রকারে দায়ী হয় সেই প্রকারে তাহারদের প্রত্যেক জন দায়ী হইবেক ইতি।

[কোন ক্রিয়া অপরাধের জ্ঞানে কি ভাবে করা গেলে যদি অপরাধ হয় তবে তাহার কথা।)

৩৫ ধারা। কোন ক্রিয়া অপরাধ জ্ঞানে কি অভিপ্রায়মতে করাপ্রযুক্ত যদি অপরাধ হয় তবে সেই ক্রিয়া বহু লোক মিলিত হইয়া করিলে সেই প্রকারের জ্ঞানে কি অভিপ্রায়ে যত জন ঐ ক্রিয়াতে লিপ্ত হয় তাহারা একং জন সেইরূপ জ্ঞানে কি অভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া করিলে যেরূপ দায়ী হইত সেইরূপে তাহারদের প্রত্যেক জন সেই ক্রিয়ার নিমিত্তে দায়ী হইবেক ইতি।

(এক অংশে ক্রিয়া করণ দ্বারা অন্য অংশে কর্ত্তব্য ক্রিয়া না করণ দ্বারা যে ফল হয় তাহার কথা।)

৩৬ ধারা। যে স্থলে অকর্ত্তব্য ক্রিয়া করণের কিম্বা কর্ত্তব্য ক্রিয়া না করণের দ্বারা কোন এক ফল উৎপন্ন করা কি উৎপন্ন করিবার উদ্যোগ করা অপরাধ হয়, সেই স্থলে এক অংশে অকর্ত্তব্য ক্রিয়া করণ অন্য অংশে কর্ত্তব্য ক্রিয়া না করণের দ্বারা ঐ ফল উৎপন্ন করা একি অপরাধ জানিতে হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ নামে এক ব্যক্তি যদুকে আহার দিতে বেআইনীমতে ত্রুটি করিয়া এবং যদুকে প্রহার করিয়া জ্ঞানকৃতহত্যা করে। আনন্দ হত্যার অপরাধী হয়।

(যে বহু ক্রিয়াতে এক অপরাধ হয় তাহার মধ্যে কোন এক ক্রিয়া করিয়া সহকারী হইবার কথা।)

৩৭ ধারা। যদি অনেক ক্রিয়ার দ্বারা এক অপরাধ করা হয়, তবে যে কেহ একক কি অন্য কোন লোকের সহিত ঐ সকল ক্রিয়ার মধ্যে কোন এক ক্রিয়া করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ অপরাধের সহকারী হয় সে ঐ অপরাধের দোষী হয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম পৃথকরূপে ও ভিন্ন২ সময়ে যদুক অল্পে করিয়া বিষ খাওয়াইয়া তাহাকে বধ করিতে পরামর্শ করে। সেই পরামর্শমতে যদুকে বধ করিবার অভিপ্রায় আনন্দ ও বলরাম তাহাকে বিষ খাওয়ায়। সেই প্রকারে যদুকে ভিন্ন২ সময়ে বিষ খাওয়ানপ্রযুক্ত যদু মরে। এই স্থলে, আনন্দ ও বলরাম জ্ঞানকৃত বধ অপরাধের সহকারী হয়। ও যদুর মৃত্যু যাহাতে হয় এমত ক্রিয়া তাহারদের প্রত্যেক জন করে। ইহাতে যদিও তাহারদের একং জনের ঐ ক্রিয়া ভিন্ন২ সময়ে হইয়াছে তথাপি দুই জন ঐ অপরাধের দোষী।

[খ] আনন্দ ও বলরাম দুই জন এক জেলের রক্ষক। এবং যদু কয়েদী ছয়২ ঘণ্টা করিয়া তাহারদের জিম্মায় থাকে। আনন্দ ও বলরাম যদুকে মারিয়া ফেলিতে চাহে। ইহাতে যদুকে দিবার জন্যে যে আহারীয় দ্রব্য তাহারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা তাহারা আপনং কর্ম্ম করিবার পালার সময়ে তাহাকে দিতে বেআইনীমতে ত্রুটি করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুকে মারিয়া ফেলিতে সহকারী হয়। যদু অনাহারে মরে। ইহাতে আনন্দও বলরাম দুই জনে যদুকে বধ করিবার অপরাধী হয়।

[গ] আনন্দ জেলরক্ষক। তাহার জিম্মায় যদু নামে কয়েদী থাকে। আনন্দ যদুকে মারিয়া ফেলিবার মানসে তাহাকে আহার দিতে বেআইনীমতে ত্রুটি করে। ইহাতে যদু অত্যন্ত কাহিল হয়, কিন্তু সেই অনাহারে তাহার মৃত্যু হয় না। আনন্দ কর্ম্মচ্যুত হয়, ও বলরাম তাহার কর্ম্ম পায়। বলরাম আনন্দের সঙ্গে যোগ না করিয়া কি তাহার সহকারী না হইয়া, যদুকে আহার না দিলে তাহার মৃত্যু হইতে পারিবে জানিয়া, তাহাকে আহার দিতে বেআইনীমতে ত্রুটি করে। যদু অনাহারে মরে। ইহাতে বলরাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়। কিন্তু আনন্দ বলরামের সহকারী নহে, অতএব আনন্দ কেবল বধ করিতে উদ্যোগ করিবার দোষী হয়।

[এক অপরাধ করিবার কার্য্যেতে অনেক লোক লিপ্ত হইয়া ভিন্ন২ অপরাধের দোষী হইতে পারিবার কথা।]

৩৮ ধারা। যখন অনেক লোক এক অপরাধ করিবার কার্য্যেতে লিপ্ত হয় কি সম্পর্ক রাখে, তখন তাহারা সেই কার্য্যদ্বারা ভিন্ন২ অপরাধের দোষী হইতে পারে ইতি।

উদাহরণ।

যজ্ঞ কোন গুরুতর অপরাধদ্বারা আনন্দের অতিশয় রাগ জন্মায় তাহাতে যজ্ঞকে মারিয়া ফেলিলেও আনন্দের জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ হয় না, অপরাধযুক্ত নরহত্যার দোষ হয়মাত্র। উক্ত যজ্ঞর উপর বলরামের ঈর্ষা থাকাতে যদিও যজ্ঞ হইতে তাহার রাগ জন্মাইবার কোন হেতু ঘটে নাই তথাপি যজ্ঞকে মারিয়া ফেলিবার মানসে বলরাম যজ্ঞকে বধ করিতে আনন্দের সাহায্য করে। এরূপ স্থলে, যজ্ঞকে বধ করিবার কার্য্যেতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনেরই সম্পর্ক ছিল, তথাপি বলরাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়, আনন্দ কেবল অপরাধযুক্ত নরহত্যার দোষী হয়।

("ইচ্ছাপূর্ব্বক")

৩৯ ধারা। কোন লোকের কোন উপায়ে কোন কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায় থাকে কিম্বা যে সময়ে সেই উপায়েতে কর্ম্ম করে সেই সময়ে অমুক ফল হইবেক জানিয়াছিল কি জানিবার কারণ পাইয়াছিল, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কর্ম্ম করিয়াছে ইহা বলা যাইবেক ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ নামে এক ব্যক্তি ডাকাইতী সহজে হইবার নিমিত্তে বড় এক নগরে কোন লোকের বসত ঘরে রাত্রিতে আগুন লাগায় তাহাতে এক জনের মৃত্যু হয়। এই স্থলে কোন লোকের প্রাণ নষ্ট করিতে আনন্দের অভিপ্রায় না হইয়া থাকিবেক, বরং সেই ক্রিয়াতে এক জন মরিয়াছে ইহাতে তাহার শোকও হইয়া থাকিবেক, তথাপি সেই কর্ম্ম করিলে কাহারও প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ইহা যদি জানিয়া থাকে, তবে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণ নষ্ট করিয়াছে।

("অপরাধ।")

৪০ ধারা। যে ক্রিয়ার দণ্ড এই আইনমতে হইতে পারে তাহাকে অপরাধ বলা যায় ইতি।

("বিশেষ আইন।")

৪১ ধারা। কোন বিশেষ বিষয়ের সহিত যে আইন সম্পর্ক রাখে তাহাকে বিশেষ আইন বলা যায় ইতি।

("স্থানবিশেষের আইন।")

৪২ ধারা। ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষের কোন বিশেষ স্থানে যে আইন সম্পর্ক রাখে তাহাকে স্থানবিশেষের আইন বলা যায় ইতি।

("বেআইনী। আইনমতে করিতে বদ্ধ।")

৪৩ ধারা। যে কোন ক্রিয়া অপরাধ হয় কি আইনের নিষিদ্ধ হয়, কিম্বা যে ক্রিয়া দেওয়ানী আদালতে দাবীর নালিশের মূল হইতে পারে তাহা "বেআইনী কর্ম্ম" বলা যায়। কোন ব্যক্তির যে কার্য্য না করণ বেআইনী হয়, সেই কর্ম্ম করিতে সেই ব্যক্তি আইনমতে বদ্ধ আছে বলা যায় ইতি।

("হানি।")

৪৪ ধারা। কাহারও শরীরের কি মনের কি সুখ্যাতির কি সম্পত্তির যে কিছু অপকার বেআইনীমতে করা যায় তাহাকে "হানি" বলা যায় ইতি।

("প্রাণ।")

৪৫ ধারা। "প্রাণ" এই শব্দ যে স্থানে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার পুর্ব্বাপর বাক্যে যদি অর্থান্তর বোধ না হয়, তবে সেই শব্দেতে মনুষ্যের প্রাণ বুঝাইবে ইতি।

("মৃত্যু।")

৪৬ ধারা। "মৃত্যু" এই শব্দ যে স্থানে প্রয়োগ হইয়াছে তাহার পুর্ব্বাপর বাক্যে যদি অর্থান্তর বোধ না হয় তবে ঐ শব্দেতে মনুষ্যে মৃত্যু বুঝাইবে ইতি।

("জীবজন্তু।")

৪৭ ধারা। "জীবজন্তু" শব্দেতে মনুষ্যভিন্ন জীবকে বুঝাইবে ইতি।

("নৌকাদি।")

৪৮ ধারা। "নৌকাদি" শব্দেতে মনুষ্য কি দ্রব্য জলপথে লইয়া যাইবার জন্যে প্রস্তুত করা যেমন বস্তুকে বুঝাইবেক ইতি।

("বৎসর।")

৪৯ ধারা। "বৎসর" "মাস" এই দুই শব্দ যে কোন স্থানে থাকে সেই স্থানে ইঙ্গরাজী পঞ্জিকামতের বৎসর ও মাস বুঝিতে হইবেক।

["ধারা।"]

৫০ ধারা। এই আইনের নানা অধ্যায়ের যে২ পদের আরম্ভে অঙ্ক থাকে সেই২ পদকে "ধারা" শব্দে বুঝায় ইতি।

["শপথ।"]

৫১ ধারা। "শপথ" এই শব্দেতে শপথের পরিবর্ত্তে যে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা আইনমতে হইতে পারে তাহাও বুঝাইবে ও আদালতের মধ্যে হউক কি না হউক রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে, কি প্রমাণের নিমিত্তে ব্যবহার হইবার জন্যে, যে কোন প্রতিজ্ঞা করিবার আদেশ কি অনুমতি আইনেতে হয়, তাহাও বুঝায় ইতি।

["সরলভাবে।"]

৫২ ধারা। উপযুক্ত সতর্কভাবে ও মনোযোগপুর্ব্বক যাহা না করা যায় কি যাহাতে বিশ্বাস না হয়, তাহা সরলভাবে করা যায় কি তাহাতে সরলভাবে বিশ্বাস হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে না ইতি।

তৃতীয় অধ্যায়।

দণ্ডের বিধান।

(দণ্ডের কথা।)

৫৩ ধারা। এই আইনের বিধানমতে অপরাধিরদের নিম্ন লিখিত দণ্ড হইতে পারে।

প্রথম। প্রাণদণ্ড।

দ্বিতীয়। দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড।

তৃতীয়। দণ্ডরূপ পরিশ্রম।

চতুর্থ। কয়েদ। এই দণ্ড দুই প্রকারের হয়।

(১) কঠিন পরিশ্রমসহিত।

(২) বিনাপরিশ্রমে।

পঞ্চম। সম্পত্তি দণ্ড।

ষষ্ঠ। অর্থ দণ্ড।

(প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ডের কথা।)

৫৪ ধারা। যেং স্থলে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় সেইং স্থলে, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা যে স্থানে অপরাধির সেই দণ্ডাজ্ঞা হইয়া থাকে সেই স্থানের গবর্ণমেণ্ট-অপরাধির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া, সেই দণ্ডের পরিবর্ত্তে এই আইনের লিখিত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

(যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ডের কথা।)

৫৫ ধারা। যেং স্থলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেইং স্থলে, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা যে স্থানে অপরাধির সেই দণ্ডাজ্ঞা হইয়া থাকে সেই স্থানের গবর্ণমেণ্ট, অপরাধির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া, সেই দণ্ডের পরিবর্ত্তে চৌদ্দ বৎসরপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কি বিনা পরিশ্রমে কয়েদরূপ দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

(ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকেরদের দ্বীপান্তর প্রেরণের পরিবর্ত্তে দণ্ডরূপ পরিশ্রমের আজ্ঞা হইবার কথা।)

৫৬ ধারা। এই আইনমতে যে অপরাধের জন্যে দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইতে পারে, ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় কোন লোকের এমত অপরাধ সপ্রমাণ হইলে আদালত ১৮৫৫ সালের ২৪ আইনের বিধানমতে ঐ অপরাধির দ্বীপান্তর প্রেরণের আজ্ঞা না করিয়া তাহার দণ্ডরূপ পরিশ্রমের আজ্ঞা করিবেন ইতি।

(দণ্ড ভোগ করিবার মিয়াদের অংশের কথা।)

৫৭ ধারা। দণ্ডের মিয়াদের কোন অংশের গণনা করিতে হইলে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ বিশ বৎসরপর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণের তুল্য গণ্য হইবেক ইতি।

(যে অপরাধিরদের দ্বীপান্তরে প্রেরণের আজ্ঞা হয়, তাহারদিগকে যত কাল দ্বীপান্তরে না পাঠান যায় তত কাল তাহারদিগের প্রতি যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।)

৫৮ ধারা। যেং স্থলে দ্বীপান্তরে প্রেরণের আজ্ঞা হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে

অপরাধিকে যত কাল দ্বীপান্তরে পাঠান না যায়, তত কাল তাহার কঠিন পরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবার আজ্ঞা হওয়ার মত তাহার প্রতি কার্য্য হইবেক, ও যত কাল কয়েদ থাকে তত কাল তাহার দ্বীপান্তরে প্রেরণের দণ্ড ভোগ হইতেছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

(যেং স্থলে কয়েদের আজ্ঞার পরিবর্ত্তে দ্বীপান্তর প্রেরণের আজ্ঞা হইতে পারিবে তাহার কথা।)

৫৯ ধারা। যেং স্থলে অপরাধির সাত বৎসর কি তাহার অধিক মিয়াদে কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, এমত প্রত্যেক স্থলে যে আদালত ঐ অপরাধির দণ্ডাজ্ঞা করেন, সেই আদালত কয়েদ হইবার আজ্ঞা না করিয়া, সাত বৎসরের ন্যূন না হয়, ও এই আইনমতে ঐ অপরাধী যত কাল কয়েদ হইতে পারে তাহার অধিক না হয়, এমত কালপর্য্যন্ত অপরাধির দ্বীপান্তরে প্রেরণ হইবার হুকুম করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

(কয়েদের আজ্ঞা হইলে সেই কয়েদ কঠিন পরিশ্রমসহিত কি বিনা পরিশ্রমে কিম্বা কতক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত ও কতক কাল বিনা পরিশ্রমে হইতে পারিবার কথা।)

৬০ ধারা। যে কোন স্থলে অপরাধী কোন এক প্রকারে অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রমসহিত কিম্বা বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইতে পারে সেই স্থলে যে আদালত ঐ অপরাধির দণ্ডাজ্ঞা করেন সেই আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞাপত্রের মধ্যে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, ঐ কয়েদ কেবল কঠিন পরিশ্রমসহিত হয়, কি বিনা পরিশ্রমে হয়, কিম্বা ঐ কয়েদের কোন অংশ কঠিন পরিশ্রমসহিত অন্য অংশ বিনা পরিশ্রমে হয় ইতি।

(সম্পত্তি দণ্ড হওয়ার আজ্ঞার কথা।)

৬১ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির সকল সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে, তদ্রূপ অপরাধ যখন কাহার সপ্রমাণ হয় তখন ঐ আজ্ঞামতে যাবৎ তাহার সমস্ত দণ্ড ভোগ না হয়, কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তৎসমুদায় যাবৎ ভোগ না হয়, কিম্বা যাবৎ তাহাকে ক্ষমা না করা যায়, তাবৎ ঐ অপরাধী কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবেনা, যাহা পাইবেক তাহা গবর্ণমেণ্টের লাভ হইবে।

উদাহরণ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আনন্দের যুদ্ধ করিবার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারিবে। সেই দণ্ডাজ্ঞা হইলে পর ও সেই আজ্ঞা প্রবল থাকিতে আনন্দের পিতা ভূমিসম্পত্তি রাখিয়া মরে। ঐ দণ্ডাজ্ঞা না হইলে ঐ ভূমিসম্পত্তিতে আনন্দের অধিকার হইত, কিন্তু ঐ আজ্ঞাপ্রযুক্ত উক্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হইবেক।

(যে অপরাধিরদের প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে তাহারদের সম্পত্তি দণ্ড হওয়ার কথা।)

৬২ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্তে প্রাণদণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তির এমত

অপরাধ প্রমাণ হইলে, আদালত তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে দণ্ড হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ প্রমাণ হইয়া যদি তাহার দ্বীপান্তরে প্রেরণ হইবার কিম্বা সাত বৎসর কি তাহার অধিক কালের নিমিত্তে কয়েদ হইবার আজ্ঞা হয়, তবে আদালত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তাহার দ্বীপান্তরে থাকার কি কয়েদ থাকার কালপর্য্যন্ত তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তির উৎপন্ন খাজানাও লাভ গবর্ণমেণ্টে দণ্ড হয়, কিন্তু তাহা হইতে সেই কালের নিমিত্তে তাহার পরিবারের ও আশ্রিত ব্যক্তিরদের ভরণ পোষণের যে নিয়ম গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করেন তাহার বিধান করিতে পারিবেন।

(যত টাকা দণ্ড হয় তাহার কথা।)

৬৩ ধারা। যত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে ইহা যদি নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে অপরাধির যে পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে তাহার পরিমাণ নাই, কিন্তু অতিরিক্ত না হয় ইতি।

(দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে কয়েদ হইবার কথা।)

৬৪ ধারা। যখন অপরাধির অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হয় তখন যে আদালত ঐ অপরাধির ঐ দণ্ড করেন সেই আদালত এই আজ্ঞাও করিতে পারিবেন যে, ঐ দণ্ডের টাকা না দিলে অপরাধী বিশেষ কোন মিয়াদে কয়েদ হয়। যদি তদ্ভিন্ন তাহার কয়েদ হইবার অন্য আজ্ঞা হইয়া থাকে, কিম্বা যদি অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহার কয়েদ হইবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে ঐ দণ্ডের পরিবর্ত্তে যে কয়েদ তাহা পূর্ব্বোক্ত কয়েদের অতিরিক্ত হইবেক ইতি।

(কোন অপরাধের অর্থদণ্ড ও কয়েদ এই উভয় হইতে পারিলে সেই অর্থদণ্ড না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে কয়েদ হইবার মিয়াদের কথা।)

৬৫ ধারা। কোন অপরাধের জন্যে অর্থদণ্ড ও কয়েদ এই উভয় হইতে পারিলে, যদি দণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আদালত অপরাধির কয়েদ হইবার আজ্ঞা করেন, তবে ঐ অপরাধের জন্যে কয়েদ হইবার অত্যধিক যে মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে, অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে সেই মিয়াদের চতুর্থাংশপর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার অধিক নয় ইতি।

(অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে কয়েদ যে প্রকারের হইবেক তাহার কথা।)

৬৬ ধারা। অপরাধের নিমিত্তে অপরাধির যে প্রকারের কয়েদ হইতে পারে, দণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আদালত যে কয়েদ হইবার আজ্ঞা করিবেন তাহাও সেই প্রকারের হইতে পারিবেক ইতি।

[যদি কোন অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে তবে তাহা না দেওয়াতে যে কয়েদের আজ্ঞা হয় তাহার মিয়াদের কথা।]

৬৭ ধারা। যদি কোন অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে, তবে তাহা না দেওয়াতে আদালত অপরাধির কয়েদ হইবার আজ্ঞা করিলে সেই কয়েদ এই পরিমাণে হইবেক। অর্থাৎ অর্থদণ্ড পঞ্চাশ টাকার অধিক না হইলে কয়েদের মিয়াদ দুই মাসের অধিক হইবেক না। অর্থদণ্ড এক শত টাকার অধিক না হইলে কয়ে-

দের মিয়াদ চারি মাসের অধিক হইবেক না। অন্য কোন স্থলে মিয়াদ ছয় মাসের অধিক হইবেক না ইতি।

[অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই মুক্ত হইবার কথা।]

৬৮ ধারা। দণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যদি কয়েদ হইবার আজ্ঞা হয়, তবে ঐ টাকা দেওয়া গেলে কি আইনের নিয়মমতে আদায় হইলে কয়েদী মুক্ত হইতে পারিবেক ইতি।

[অর্থদণ্ডের কিয়দংশ দেওয়া গেলে কয়েদীকে মুক্ত করা যাইবার নিয়মের কথা।]

৬৯ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে কয়েদ হইবার যে মিয়াদ ধার্য্য হইয়াছে তাহা অতীত না হইতে যদি দণ্ডের কতক টাকা দেওয়া যায় কি আদায় হয়, ও অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে কয়েদ হইবার যত কাল গত হইয়াছে তাহা যদি বাকী টাকার পরিমাণ অনুসারে স্বল্প না হয়, তবে কয়েদীকে মুক্ত করা যাইবেক ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দের এক শত টাকা দণ্ড দিবার আজ্ঞা হয়। সেই টাকা না দেওয়াতে তাহার চারি মাস কয়েদ হইবার আজ্ঞা হয়। এমত স্থলে যদি সেই মিয়াদের এক মাস অতীত না হইতেং ঐ দণ্ডের পঁচাত্তর টাকা দেওয়া যায় কি আদায় হয়, তবে সেই এক মাস গত হইলেই আনন্দকে মুক্ত করা যাইবেক। যদি প্রথম মাস অতীত হইবার সময়ে, কি তাহার পর আনন্দের কয়েদ থাকিবার কোন সময়ে, পঁচাত্তর টাকা দেওয়া যায় কি আদায় হয়, তবে আনন্দকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করা যাইবেক। যদি ঐ মিয়াদের দুই মাস গত না হইলে দণ্ডের পঞ্চাশ টাকা দেওয়া যায় কি আদায় হয়, তবে দুই মাস সমাপ্ত হইলেই আনন্দকে মুক্ত করা যাইবেক। যদি ঐ দুই মাস গত হইবার সময়ে কিম্বা তাহার পর আনন্দের কয়েদ থাকিবার কোন সময়ে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া যায় কি আদায় হয়, তবে আনন্দকে সেই সময়েই মুক্ত করা যাইবেক।

[অর্থদণ্ডের টাকা ৬ বৎসরের মধ্যে কিম্বা কয়েদ হইবার কাল থাকিতে কোন সময়ে আদায় হইতে পারিবার কথা। অপরাধী মরিলেও তাহার সম্পত্তি হইতে ঐ টাকা আদায় হইতে পারিবার কথা।]

৭০ ধারা। অর্থদণ্ড কিম্বা তাহার যে অংশ দিবার বাকী থাকে তাহা, দণ্ডাজ্ঞা হইবার পরে ছয় বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে আদায় হইতে পারিবেক। যদি সেই আজ্ঞামতে অপরাধী ছয় বৎসরের অধিক কাল কয়েদ থাকিবার যোগ্য হয় তবে সেই অধিক কাল গত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদায় হইতে পারিবেক। ও অপরাধী যদি মরে তবে তাহার মরণের পরে তাহার যে সম্পত্তি হইতে তাহার কর্জ্জ শোধ করিবার টাকা আদায় হইতে পারে সেই সম্পত্তি হইতে ঐ টাকা আদায় হইবেক ইতি।

[অনেক অপরাধ সংযোগে যে অপরাধ হয় তাহার দণ্ডের কথা।]

ধারা। যে কর্ম্মেতে অপরাধ হয় তাহার কার্য্যে যদি ক্রমিক ভিন্নং অংশ

থাকে ও তাহার মধ্যে কোন অংশও যদি অপরাধ হয়, তবে তাহার স্পষ্টরূপে অন্য বিধান না থাকিলে অপরাধী আপনার সেই সকল অপরাধের মধ্যে কেবল এক অপরাধের নিমিত্তে দণ্ডভাগী হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

(১). আনন্দ লাঠী লইয়া যদুকে পঞ্চাশবার আঘাত করে। এই স্থলে যদু যতবার আঘাতী হইয়াছে তাহাতে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার আঘাত করিবার অপরাধী হইতে পারে, আর সেং আঘাতদ্বারা ঐ সমুদয় আঘাত হইয়াছে তাহার একং আঘাত লইয়াও তাহার সেই অপরাধ হইতে পারে। যদি আনন্দ একং আঘাত মারিবার দণ্ড পায়, তবে পঞ্চাশ আঘাতের জন্যে তাহাকে পঞ্চাশ বৎসর কয়েদ থাকিতে হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া ঐ পঞ্চাশ আঘাত মারিবার জন্যে তাহার কেবল এক দণ্ড পাইতে হইবেক।

(খ) কিন্তু আনন্দ যদুকে মারিতেছে এমত সময়ে যদি মধু তাহা বারণ করিতে আইসে, তাহাতে আনন্দ মধুকেও মারে, তবে যদুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে আঘাত করিয়াছে তাহা এক দোষ, ও মধুকে যে এক আঘাত করিয়াছে তাহা ভিন্ন। ইহাতে যদুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আঘাত করাতে আনন্দ এক দণ্ডের যোগ্য হয় ও মধুকে আঘাত করাতে দণ্ডান্তরের যোগ্য হয়।

কোন ব্যক্তিকে অনেক অপরাধের মধ্যে এক অপরাধের দোষী জানা গেল কিন্তু সে কি অপরাধ, বিচারেতে সন্দেহ হইলে তাহার দণ্ডের কথা।)

৭২ ধারা। যদি বিচারেতে অনেক অপরাধ উল্লেখ হয় অথচ কোন ব্যক্তিকে তাহার মধ্যে এক অপরাধের দোষী জানা যায় কিন্তু কোন্ অপরাধের দোষী হয় তাহার সন্দেহ থাকে, তবে সেই সকল অপরাধের একি প্রকারের দণ্ডের বিধান না থাকিলে তাহার মধ্যে যে অপরাধের অতিঅল্প দণ্ডের আজ্ঞা থাকে অপরাধির সেই দণ্ড হইবেক ইতি।

(নির্জ্জনে কয়েদ থাকিবার কথা।)

৭৩ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্তে এই আইনমতে আদালত কঠিন অরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবার আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ প্রমাণ হইলে, আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞাতে এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে অপরাধির কয়েদ থাকিবার কোন এক কি অধিক সময়ে তাহাকে পশ্চাৎ লিখিত নিয়মমতে নির্জ্জনে কয়েদ রাখা যায়, কিন্তু সর্ব্বসুদ্ধ তিন মাসের অধিক কাল তাহাকে নির্জ্জনে কয়েদ রাখিতে হইবে না, অর্থাৎ

কয়েদ হওয়ার মিয়াদ যদি ছয় মাসের অধিক না হয় তবে এক মাসের অনধিক কাল।

কয়েদ হওয়ার মিয়াদ যদি ছয় মাসের অধিক হয় কিন্তু এক বৎসরের কম হয় তবে দুই মাসের অনধিক কাল।

কয়েদ থাকার মিয়াদ যদি এক বৎসরের অধিক হয় তবে তিন মাসের অনধিক কাল।

(নির্জ্জনে কয়েদ থাকিবার মিয়াদের কথা।)

৭৪ ধারা। নির্জ্জনে কয়েদ থাকার আজ্ঞামতে যখন কার্য্য হয়, তখন এককালে চৌদ্দ দিনের অধিক সেই প্রকারের কয়েদ হইবে না ও নির্জ্জনে কয়েদ থাকার ঐ কালের পর চৌদ্দ দিন না গেলে পুনরায় সেইরূপে কয়েদ হইবে না, ও যদি তিন মাসের অধিক কাল কয়েদ হইবার আজ্ঞা হয়, তবে যত কাল হউক সেই সমুদয় কালের কোন এক মাসে সাত দিনের অধিক নির্জ্জনে কয়েদ রাখা হইবে না ও নির্জ্জনে কয়েদ থাকার পর সাত দিন না গেলে পুনরায় সেইরূপে কয়েদ হইবে না ইতি।

(কোন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ হইলে পর, যদি তাহার তিন বৎসর মিয়াদের উপযুক্ত অন্য অপরাধ সপ্রমাণ হয়, তবে তাহার কথা।

৭৫ ধারা। এই আইনের ১২ কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের জন্যে তিন বৎসর কি তাহার অধিক মিয়াদে কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তির এমত অপরাধ প্রমাণ হইলে পর, যদি সেই ব্যক্তি উক্ত কোন অধ্যায়মতে তিন বৎসরপর্য্যন্ত কি তাহার অধিক কাল কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধের দোষী হয়, তবে তৎপরের তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে সে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ হইবার যোগ্য হইবে, কিম্বা প্রথমবার ঐ অপরাধের যত দণ্ড হয় তাহার দ্বিগুণ দণ্ড পাইতে পারিবে। কিন্তু তাদৃশ স্থলে দশ বৎসরের অধিক মিয়াদে কয়েদ হইতে পারিবে না ইতি।

---

৪ অধ্যায়।

সাধারণ বর্জ্জিতকথা।

(আইনমতে বদ্ধ হইয়া কিম্বা বৃত্তান্তের ভুলক্রমে আপনাকে আইনমতে বদ্ধ জানিয়া, কোন ব্যক্তি যে ক্রিয়া করে তাহার কথা।)

৭৬ ধারা। আইনমতে যে ব্যক্তির কোন ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, কিম্বা ঐ ব্যক্তির সেই ক্রিয়া আইনমতে অবশ্য করণীয়, উক্ত ব্যক্তির সরলভাবে এমত বিশ্বাস আইনঘটিত ভুলক্রমে না হইয়া বৃত্তান্তঘটিত ভুলক্রমে হইলে সেইরূপ কোন ক্রিয়া অপরাধ গণ্য হইবেক না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) রামসিংহ নামে এক জন সিপাহী আইনের আজ্ঞানুসারে আপনার উপস্থিত সেনাপতির আজ্ঞামতে জমায়েৎ লোকের উপরে বন্দুক ছুড়ে। ইহাতে রামসিংহের অপরাধ হয় না।

(খ) আনন্দ নামে আদালতের এক জন আমলা যদুকে গ্রেপ্তার করিতে সেই আদালতহইতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সে উপযুক্তমতে সন্ধান করত রামজয়কে যদু জ্ঞান করিয়া রামজয়কে ধরে। ইহাতে আনন্দের অপরাধ হয় না।

(বিচার করিবার সময়ে বিচারকর্ত্তার কার্য্যের কথা।)

৭৭ ধারা। কোন বিচারকর্ত্তাকে আইনমতে যে ক্ষমতা দেওয়া যায় কিম্বা আ-

ইনমতে যে ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়ে তাঁহার সরলভাবে বিশ্বাস থাকে, সেই ক্ষমতা ক্রমে তিনি বিচারকর্ত্তারস্বরূপে যে কোন কর্ম্ম করেন তাহা অপরাধ হয় না ইতি।

(আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞামতে যে কার্য্য করা যায় তাহার কথা।)

৭৮ ধারা। আদালতের কোন ডিক্রী কি আজ্ঞা যত কাল বলবৎ থাকে তত কালের মধ্যে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা মতে যে কার্য্য করা যায়, কিম্বা সেই ডিক্রীর কি আজ্ঞার তাৎপর্য্য জ্ঞানে যাহা করা যায়, এমত কোন কার্য্য অপরাধ হয় না। যদ্যপিও ঐ আদালতের সেই প্রকারের আজ্ঞা কি ডিক্রী করিবার অধিকার না থাকে তথাপি যে ব্যক্তি তদনুযায়ি কার্য্য করে তাহার যদি সরলভাবে এই বিশ্বাস থাকে যে ঐ আদালতের অধিকার আছে তবে তাহার অপরাধ হয় না ইতি।

(আইনমতে দোষ রহিত হইয়া কিম্বা বৃত্তান্তের ভুলক্রমে আপনাকে আইনমতে নির্দ্দোষ জানিয়া কোন ব্যক্তি যে ক্রিয়া করে তাহার কথা।)

৭৯ ধারা। কোন ব্যক্তি যে ক্রিয়া করিলে আইনমতে দোষ রহিত হয়, কিম্বা সেই কর্ম্ম করিলে আইনমতে নির্দ্দোষ হয়, তাহার আইনঘটিত ভুলক্রমে না হইয়া বৃত্তান্তঘটিত কোন ভুলক্রমে যদি সরলভাবে তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে, তবে সেই ব্যক্তির সেইরূপ কোন ক্রিয়া অপরাধ হয় না ইতি।

উদাহরণ।

যদু কোন কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু আনন্দ বোধ করে যে যদু কোন লোককে বধ করিতেছে। যে জন বধ করে তাহাকে ধরিতে আইনমতে সকল ব্যক্তির ক্ষমতা আছে অতএব আনন্দ সরলভাবে আপন বিবেচনার সাধ্যমতে সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া উপযুক্ত কর্ম্মকারকেরদের নিকটে আনিবার জন্যে যদুকে ধরে। পরে যদু সেই কর্ম্মেতে কেবল আত্মরক্ষা করিতেছিল ইহা প্রকাশ হইলেও আনন্দের কোন অপরাধ হয় না।

(ন্যায্য ক্রিয়া করিবার সময়ে দৈবঘটনার কথা।)

৮০ ধারা। উপযুক্তমতের মনোযোগ ও সতর্কতাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির ন্যায্য ক্রিয়া ন্যায্যমতে ন্যায্য উপায়ে করিবার সময়ে, তাহার অপরাধ করিবার কোন অভিপ্রায় কি জ্ঞান বিনা দৈবঘটনায় কি অদৃষ্টক্রমে বিপদ ঘটিলে, সেই ব্যক্তির তদ্রূপ কোন ক্রিয়া অপরাধ হয় না ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ কুড়ালি লইয়া কাটচিরিতেছে, এমত সময়ে কুড়ালির অগ্রভাগ খসিয়া যাওয়াতে নিকটস্থ এক ব্যক্তি হত হয়। এমত স্থলে যদি আনন্দের উপযুক্ত সতর্কতার কিছু ত্রুটি না হইয়া থাকে তবে তাহার সেই ক্রিয়া ক্ষমার যোগ্য এবং তাহা অপরাধ নয়।

(যে ক্রিয়াতে অপকার হইতে পারে তাহা অপরাধের অভিপ্রায়ে না করা গেলে ও অন্য অপকার নিবারণের জন্যে করা গেলে তাহার কথা।)

৮১ ধারা। কোন ক্রিয়ার দ্বারা অপকার হইতে পারে এমত জ্ঞান থাকিলেও, যদি অপকার করিবার অপরাধযুক্ত কোন অভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা যায় কিম্বা সরলভাবে কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির অন্য অপকার নিবারণের কি ন

হওয়ার জন্যে করা যায়, তবে সেই ক্রিয়াতে অপকার হইতে পারে কেবল এই জ্ঞানপ্রযুক্ত ঐ ক্রিয়া অপরাধ গণ্য হয় না।

অর্থের কথা।—উক্ত কার্য্যে এরূপ প্রশ্ন বিবেচ্য হইবেক যে, অপকার নিবারণের কি না হওয়ার জন্য যে ক্রিয়া করা হয় তাহা এরূপ স্বভাবের এবং উক্ত অপকার হইতে রক্ষা করা এতাদৃশ দুষ্কর যে জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য কোন অপকার করিলেও তাহা দোষ রহিত অথবা ক্ষমার যোগ্য হয় ইতি। উদাহরণ।

(ক) কলের জাহাজ চালাইতেছেন এমত সময়ে কাপ্তান সাহেব হটাৎ আপনার কোন দোষ কি ত্রুটি ব্যতিরেকে দেখেন যে সম্মুখে এক ডাউলিয়াতে ২০। ৩০ জন আরোহী আছে, আর জাহাজের গতি এমত শীঘ্র রোধ করা যায় না, যাহাতে তাহাদের মগ্ন হওয়া নিবারণ হইতে পারে। তাহাদের রক্ষার কেবল এই এক উপায় যে জাহাজের গতি ফিরান। তাহা করিলে একখান পান্সি মারা পড়িতে পারে। তাহাতে দুইজন আরোহী, কিন্তু পান্সি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। তাহাতে কাপ্তান সাহেব সরলভাবে ডাউলিয়ার লোকেরদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যে ও পান্সি নষ্ট করিবার কিছু মনস্থ না করিয়া জাহাজের গতি ফিরান্। এই স্থলে সেই ক্রিয়াতে পান্সি নষ্ট হইতে পারে ইহা যদি ও জানিতেন, ও সেই ক্রিয়াতে যদি ও পান্সি নষ্ট হয় তথাপি যে আপদ নিবারণ করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল তাহা জানিয়া পান্সি যাহাতে নষ্ট হইতে পারে এমত ক্রিয়া করিলেও কাপ্তান সাহেবের অপরাধ হয় না।

(খ) অতিশয় গৃহদাহ হইতেছে, সে অগ্নি অধিক বিস্তীর্ণ হওয়া নিবারণ নিমিত্তে আনন্দ একখান ঘর ভগ্ন করে। সে সরলভাবে লোকেরদের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সেই কর্ম্ম করে। এই স্থলে যে অপকার নিবারণের অভিপ্রায় ছিল তাহা অতি গুরু ও অনিষ্টকারক বিবেচনায় যদি আনন্দের ঐ ক্রিয়া ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে তবে তাহার অপরাধ হয় না।

(সপ্তম বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকের ক্রিয়ার কথা।]

৮২ ধারা। সপ্তম বৎসরের ন্যূন বয়স্ক যে বালক যে কোন ক্রিয়া করে তাহা অপরাধ গণ্য হয় না ইতি।

[সপ্তম বৎসরের অধিক ও দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক যে বালকের বুদ্ধি অপক্ক আছে তাহার ক্রিয়ার কথা।]

৮৩ ধারা। সপ্তম বৎসরের অধিক ও দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক যদি কোন কার্য্য করে কিন্তু সেই সময়ে যদি তাহার বুদ্ধি উপযুক্তমতে পরিপক্ক না হওয়াতে সে ঐ কর্ম্মের ভাব ও ফলাফল বুঝিতে না পারে, তবে তাহার ঐ কার্য্য অপরাধরূপে গণ্য হয় না ইতি।

[ক্ষিপ্ত ব্যক্তির ক্রিয়ার কথা।]

৮৪ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার সময়ে, মনের অস্বাস্থ্যপ্রযুক্ত ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে না পারে কিম্বা কোন দোষ কি আইনের বিপরীত কর্ম্ম

করিতেছে ইহা জানিতে না পারে, তবে সেই ব্যক্তির উক্ত ক্রিয়া অপরাধরূপে গণ্য হয় না ইতি।

(কোন ব্যক্তি আপন ইচ্ছা বিরুদ্ধে নেশার অবস্থায় বিচার করিতে না পারিয়া যে ক্রিয়া করে তাহার কথা।)

৮৫ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি নেশার অবস্থায় কোন ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে না পারিয়া কিম্বা তাহাতে দোষ কি আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে ইহা জানিতে না পারিয়া সেই ক্রিয়া করে, তবে তাহার সেই ক্রিয়া অপরাধ গণ্য নহে। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে তাহার নেশা যে দ্রব্য সেবন করিয়া হইয়াছিল সেই দ্রব্য তাহার অজ্ঞাতসারে কি ইচ্ছাবিরুদ্ধে তাহাকে সেবন করান গিয়াছে ইতি।

(বিশেষ অভিপ্রায় কি জ্ঞান না থাকিলে যে ক্রিয়াতে অপরাধ হয় না এমত অপরাধ নেশার অবস্থায় হইলে তাহার কথা।

৮৬ ধারা। কোন কর্ম্ম বিশেষ জ্ঞান কি মনস্থ পূর্ব্বক না করা গেলে যদি অপরাধ না হয়, তবে এতাদৃশ স্থলে যে ব্যক্তি নেশার অবস্থায় সেই কর্ম্ম করে, তাহার নেশা না থাকিলে যে প্রকারের জ্ঞান হয় সেই প্রকারের জ্ঞান থাকার ন্যায় তাহার প্রতি কার্য্য করিতে পারিবে। কিন্তু যে দ্রব্যেতে তাহার নেশা হইয়াছিল সেই দ্রব্য যদি তাহার অজ্ঞাতসারে কি তাহার ইচ্ছা বিরুদ্ধে তাহাকে সেবন করান গিয়া থাকে তবে তাহার ঐ কার্য্য অপরাধ গণ্য হইবে না ইতি।

(যে ক্রিয়াতে প্রাণনাশ হইবার কি গুরুতর পীড়া দিবার অভিপ্রায় না থাকে ও মৃত্যু প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা জানা যায়, এমত ক্রিয়া সম্মতিক্রমে করা গেলে তাহার কথা।)

৮৭ ধারা। ক্রিয়াকারির যে ক্রিয়াতে প্রাণ নষ্ট করিবার কিম্বা গুরুতর পীড়া দিবার অভিপ্রায় না থাকে, ও যে ক্রিয়াতে সেই ব্যক্তি প্রাণ নষ্ট কি গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনা না জানে, এমত ক্রিয়াতে যে অপকার হইতে পারে তাহা যদি অষ্টাদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন লোক স্পষ্টরূপে কি কথার ভাবেতে সহ্য করিতে স্বীকার করে, তবে তাহার প্রতি সেই ক্রিয়াতে যে অপকার হয় কিম্বা ক্রিয়াকারির যে অপকার করিবার অভিপ্রায় থাকে তৎপ্রযুক্ত ঐ ক্রিয়াতে অপরাধ হয় না। কিম্বা ঐ ক্রিয়াতে যে অপকার হইতে পারে তাহার আশঙ্কা বুঝিয়া যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহার অপকার হইবার সম্ভাবনা ঐ ক্রিয়াকারী জানিলেও তৎপ্রযুক্ত তাহার অপরাধ হয় না ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ ও যদু অস্ত্রক্রীড়া করিতে পরস্পর সম্মত হয়। এমত সম্মতিতেই আভাস জানা গেল যে দুই জনে ন্যায্যমতে খেলা করত যদি কাহার কিছু অপকার হয় তবে তাহাও সহ্য করিতে স্বীকার করিয়াছে। ইহাতে আনন্দ অন্যায় না করিয়া ন্যায্যমতে খেলা করত যদি যদুকে পীড়া দেয়, তবে আনন্দের কোন অপরাধ হয় না।

(প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে, অথচ সম্মতিপূর্ব্বক সরলভাবে লোকের উপকারের জন্যে যে ক্রিয়া করা যায়, সেই ক্রিয়ার কথা।)

৮৮ ধারা। যে ক্রিয়াতে প্রাণনষ্ট করিবার অভিপ্রায় না থাকে, এমত ক্রিয়া সরলভাবে যে ব্যক্তির উপকারের জন্যে করা যায়, সেই ব্যক্তির ঐ ক্রিয়াতে যে অপকার হইতে পারে তাহা স্পষ্টরূপে কি আভাসে অথবা তাহার আশঙ্কা জানিয়া সহ্য করিতে স্বীকার করিলে, তাহার প্রতি করা সেই ক্রিয়াতে যে অপকার হয় কিম্বা সেই ক্রিয়াকারির যে অপকার করিবার অভিপ্রায় থাকে কি সেই ক্রিয়াকারী যে অপকার হইবার সম্ভাবনা জানে, তৎপ্রযুক্ত সেই ক্রিয়া অপরাধ হয় না।

উদাহরণ।

যদু নামে এক জন রোগেতে অত্যন্ত যাতনা পাইতেছে। আনন্দ নামে এক জন ডাক্তর জানে যে তাহার অস্ত্রচিকিৎসা করিলে তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, ইহা জানিয়াও তিনি যদুকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায় ভিন্ন বরং সরলভাবে তাহার উপকারের মানসে যদুর সম্মতি লইয়া অস্ত্রচিকিৎসা করেন। ইহাতে আনন্দের অপরাধ হয় না।

(বালকের কি ক্ষিপ্ত লোকের মঙ্গলার্থে অধ্যক্ষের দ্বারা কি তাহার সম্মতিপূর্ব্বক যে ক্রিয়া করা যায় তাহার কথা ও বর্জ্জিত বিধি)

৮৯ ধারা। দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যে তাহার অধ্যক্ষের দ্বারা কি সেই ব্যক্তি আইনমতে যাহার কর্তৃত্বাধীনে থাকে তাহার দ্বারা কিম্বা স্পষ্টরূপে কিম্বা আভাসে প্রকাশকরা তাহা সম্মতিক্রমে সরলভাবে যে কোন ক্রিয়া করা যায়, সেই ক্রিয়াতে সেই বালকপ্রভৃতির যে কোন অপকার হয়, কিম্বা তাহার প্রতি সেই ক্রিয়াকারির যে অপকার করিবার অভিপ্রায় থাকে কিম্বা সেই ক্রিয়াকারী যে অপকার হইবার সম্ভাবনা জানে, তৎপ্রযুক্ত সেই ক্রিয়া অপরাধ হয় না। পরন্তু ইহাতে নিম্নের লিখিত কথা মানিতে হইবেক।

প্রথম। প্রাণ নষ্ট করিবার মানস থাকিলে কি প্রাণ নষ্ট করিবার উদ্যোগ হইলে ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবেক না।

দ্বিতীয়। যে ক্রিয়াতে ক্রিয়াকারী প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানে, এমত ক্রিয়া কোন ব্যক্তির মরণ কি গুরুতর পীড়া নিবারণ কিম্বা কোন গুরুতর রোগ কি দুর্ব্বলতা দূর করণ ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে করিলে, তাহার উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবেক না।

তৃতীয়। মরণ কি গুরুতর পীড়া নিবারণ কি গুরুতর রোগ কি দুর্ব্বলতা দূর করণ ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দিবার কি পীড়া দিতে উদ্যোগ করিবার বিষয়ে এই বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবেক না।

চতুর্থ। যে অপরাধ করণের উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি না খাটে, সেই অপরাধের সহায়তার উপর ও ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবেক না।

উদাহরণ।

[ক] কোন বালকের পাথরী রোগ হইয়াছে। পিতা জানে যে অস্ত্রচিকিৎসা

করিলে বালক মরিতে পারে। তথাপি সেই মানস না করিয়া বালকের মঙ্গলের নিমিত্তে সেই পিতা বালকের সম্মতি বিনা অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা সেই পাথরি নির্গত করায়। বালককে আরোগ্য করা পিতার অভিপ্রায়, অতএব তাহার উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটে।

(ভয়েতে কি বিষয় না বুঝিয়া সম্মতি হইয়াছে জানা গেলে তাহার কথা।)

৯০ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কোন হানি হইবার আশঙ্কায় কিম্বা প্রকৃত বৃত্তান্তের বিপরীত বুঝিয়া সম্মত হয় ও সেই সম্মতি ভয়েতে কিম্বা প্রকৃত বৃত্তান্ত না বুঝিয়া দেওয়া গিয়াছে ইহা যদি ক্রিয়াকারী জানেন কি তাহার এমত জানিবার কারণ থাকে, তবে সেই সম্মতি, অথবা

(বালকের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তির সম্মতি।)

কোন ব্যক্তি যে কার্য্যে সম্মতি দেয় তাহার ভাব ও ফলাফল যদি সেই ব্যক্তি মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত কি তাহার নেশা হওয়া প্রযুক্ত বুঝিতে না পারিয়া সম্মত দেয় কিম্বা বৃত্তান্তের পূর্ব্বাপর কথাতে অন্যরূপ ভাব বোধ না হইলে দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন ব্যক্তি যদি ঐ সম্মতি দিয়া থাকে, তবে সেই সম্মতি এই আইনের কোন ধারার ভাবমতের সম্মতি নহে ইতি।

(যে ব্যক্তি সম্মতি দেয় তাহার অপকার না হইলেও যে ক্রিয়া অপরাধ হয় তাহা ৮৭ ও ৮৮ ও ৮৯ ধারার সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।)

৯১ ধারা। যে ব্যক্তি সম্মতি দেয় কি যাহার পক্ষে সম্মতি দেওয়া যায়, তাহার কোন অপকার যে ক্রিয়াতে হয় কি হইবার অভিপ্রায় থাকে কি হইবার সম্ভাবনা জানা যায়, এমত ক্রিয়া যদি অপকার না হইলেও অপরাধ হয় তবে সেই ক্রিয়ারসহিত ৮৭ ও ৮৮ ও ৮৯ ধারার বিধি সম্পর্কে রাখে না ইতি।

উদাহরণ।

কোন স্ত্রীর সরলভাবে প্রাণ রক্ষার অভিপ্রায় না হইলে গর্ভপাত করা অপরাধ হয়, অর্থাৎ স্ত্রীর যে কোন অপকার হয় কিম্বা যে কোন অপকারের অভিপ্রায় থাকে তাহা বিনাও গর্ভপাত যে ক্রিয়া তাহাই অপরাধ। এই কারণে অপরাধ "সেই অপকারপ্রযুক্ত" হয় না। ও সেই গর্ভপাত করাইতে ঐ স্ত্রীর কি তাহার অধ্যক্ষের সম্মতি হইলেও ঐ ক্রিয়া নির্দ্দোষ হইতে পারে না।

(সরলভাবে কোন ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য যে ক্রিয়া সম্মতি বিনা করা যায় তাহার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

৯২ ধারা। যদি কোন ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্তে কোন ক্রিয়া করিতে হয়, কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া সেই ব্যক্তির নিজ সম্মতি প্রকাশ করা অসাধ্য হয়, কিম্বা যদি সেই ব্যক্তি সম্মতি দিতে না পারে, ও তাহার মঙ্গলের নিমিত্তে যে সময়ের মধ্যে ঐ ক্রিয়া করা আবশ্যক সেই সময়ের মধ্যে যাহার সম্মতি পাওয়া যাইতে পারে ঐ ব্যক্তির এমত কোন অধ্যক্ষ কি আইনমতে যাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে এমন অন্য ব্যক্তি না থাকে তবে সেই ব্যক্তির সম্মতি বিনা তাহার মঙ্গলের জন্যে সরলভাবে

যে ক্রিয়া করা যায় তাহাতে কোন অপকার হওয়াপ্রযুক্ত অপরাধ হয় না। পরন্তু ইহাতে নিম্নের লিখিত কথা মানিতে হইবেক।

প্রথম। প্রাণ নষ্ট করিবার মানস থাকিলে কি প্রাণ নষ্ট করিবার উদ্যোগ হইলে ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবেক না।

দ্বিতীয়। যে ক্রিয়াতে ক্রিয়াকারী প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানে, এমত ক্রিয়া কোন ব্যক্তির মরণ কি গুরুতর পীড়া নিবারণ কিম্বা কোন গুরুতর রোগ কি দুর্ব্বলতা দূর করণ ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে করিলে, তাহার উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবেক না।

তৃতীয়। মরণ কি পীড়া নিবারণ ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দিবার কি পীড়া দিতে উদ্যোগ করিবার বিষয়ে এই বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবেক না।

চতুর্থ। যে অপরাধ করণের উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি না খাটে, সেই অপরাধের সহায়তার উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবেক না।

উদাহরণ।

(ক) যদু ঘোড়া হইতে পড়িয়া অচেতন হইয়া রহিয়াছে। আনন্দ নামে চিকিৎসক দেখে যে তাহার মাথার খুলি বিন্ধ করা আবশ্যক। তাহাতে যদুকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে নহে কিন্তু সরলভাবে তাহার মঙ্গলের নিমিত্তে, চিকিৎসক যদুর বিবেচনার শক্তি হইবার পূর্ব্বে, তাহার মাথার খুলি বিন্ধে। ইহাতে চিকিৎসকের অপরাধ হয় না।

(খ) যদুকে বাঘে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছে। আনন্দ জানে যে এমন সময়ে বাঘকে গুলি করিলে যদুর গায়ে লাগিতে পারে, তবু যদুকে মারিবার তাহার অভিপ্রায় নহে, ফলতঃ সরলভাবে যদুর মঙ্গল করিবার মানসে সে গুলি করে। ইহাতে আনন্দের গুলিতে যদুর সাংঘাতিক আঘাত হয়। তথাপি আনন্দের অপরাধ হয় না।

(গ) কোন বালকের অকস্মাৎ অত্যন্ত আঘাত হয়। চিকিৎসক তাহা দেখিয়া জানে যে তৎক্ষণাৎ বালকের অস্ত্রচিকিৎসা না করিলে বালক মরিবেক; তাহার অধ্যক্ষের সম্মতি লইবার সময়াভাব। বালকও বিনয় করে যে আমার অস্ত্রচিকিৎসা না হয়। তবু চিকিৎসক সরলভাবে বালকের মঙ্গলের জন্যে তাহা করে। ইহাতে চিকিৎসকের অপরাধ হয় না।

(ঘ) উচ্চ এক কোটা বাড়ীতে অগ্নি লাগিয়াছে তাহার উপরি ভাগে আনন্দ ছোট এক বালককে লইয়া আছে। ঐ বাটীর নিম্নে লোকেরা একখান কম্বল বিস্তারিত করিয়া ধরে। আনন্দ জানে বালক ছাতহইতে পড়িলে মরিতে পারে, বালককে মারিয়া ফেলিবার তাহার অভিপ্রায় নহে, কিন্তু সরলভাবে বালকের মঙ্গলের মানসে আনন্দ তাহাকে কম্বলের উপর ফেলিয়া দেয়। ইহাতে যদি বালক পড়িয়া মরে তথাপি আনন্দের অপরাধ হয় না।

অর্থের কথা। ৮৮ ও ৮৯ ও ৯২ ধারাতে মঙ্গল এই যে শব্দের উল্লেখ আছে তাহা শুদ্ধ ধনঘটিত মঙ্গল বুঝাইবেক না।

(কোন কথা সরলভাবে জানাইবার কথা।)

৯৩ ধারা। সরলভাবে কোন ব্যক্তির হিতের নিমিত্তে তাহাকে কোন কথা জ্ঞাত করা গেলে, তাহাতে সেই ব্যক্তির কোন অপকার হইলেও, সেই কথা জ্ঞাত করানে অপরাধ হয় না ইতি।

উদাহরণ।

কোন ব্যক্তির সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসক সরলভাবে তাহাকে বলে যে বুঝি তুমি রক্ষা পাইতে পারিবা না। তাহাতে পীড়িত ব্যক্তি অত্যন্ত ত্রাস পাইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। চিকিৎসক জানিত যে এই কথা জানাইলে এই ব্যক্তির মরণ হইতে পারে, তথাপি তাহাতে চিকিৎসকের অপরাধ হয় না।

(ভয় দেখাইয়া কোন কর্ম্ম করাইবার কথা।)

৯৪ ধারা। যদি ভয় দেখাইয়া কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন কর্ম্ম করান যায়, আর সেই ব্যক্তি যে সময়ে ঐ কর্ম্ম করিতেছে সেই সময়ে ঐ ভয়ের কথা শুনিয়া যদি যুক্তিমতে বুঝে যে এই কর্ম্ম না করিলে আমার প্রাণ নষ্ট হইবে, তবে তাহার সেই কর্ম্ম করণে অপরাধ হয় না। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই কর্ম্মকারি ব্যক্তি উক্ত যে আশঙ্কিত অবস্থায় পতিত হইয়াছিল সেই অবস্থায় আপন ইচ্ছামতে পতিত হয় নাই আর তৎক্ষণাৎ প্রাণ নষ্ট হওয়া অপেক্ষা তাহার লঘু ক্ষতি হইবার আশঙ্কা যুক্তিমতে না থাকে। পরন্তু বধ করণ ও রাজবিদ্রোহিতারূপ যেং অপরাধের জন্যে প্রাণদণ্ড হইতে পারে তাহার সহিত এই বিধি সম্পর্ক রাখিবেক না।

১ অর্থের কথা। যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথবা মারি খাইবার ভয়ে ডাকাইতেরদের রীতিচরিত্র জানিয়া তাহারদের দলভুক্ত হয়, তবে আইনমতে যাহা অপরাধ হয় এমত কোন কর্ম্ম "আমার সঙ্গি লোকেরা জোর করিয়া আমার দ্বারা করিয়াছিল" বলিয়া, সেই ব্যক্তি এই বর্জ্জিত বিধিমতে উপকার পাইতে পারিবে না।

২ অর্থের কথা। ডাকাইতেরদের দল যদি কোন এক ব্যক্তিকে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবেক বলিয়া তাহাকে আইনমতে যে কর্ম্ম অপরাধ হয় এমত কর্ম্ম বলপূর্ব্বক করায়, তবে সেই ব্যক্তি এই বিধিতে উপকার পাইতে পারে। যথা। ডাকাইতেরা কোন ঘরে প্রবেশ করিয়া লুঠ করিতে চাহিয়া এক ব্যক্তি কামারকে ধরিয়া তাহার দ্বারা হাতিয়ার দিয়া বলপূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া লয়, তাহাতে সেই কামার এই বর্জ্জনীয় বিধিতে রক্ষা পাইতে পারে।

(যে ক্রিয়াতে অল্প অপকার হয় তাহার কথা।)

৯৫ ধারা। কোন ক্রিয়াতে যদি অপকার হয় কি অপকার করিবার অভিপ্রায় থাকে কি অপকার হইবার সম্ভাবনা জানা যায়, অথচ ঐ অপকার এমত সামান্য যে সাধারণ বুদ্ধির কি স্বভাবের ব্যক্তি তাহার আদাস করিত না, তবে সেই অপকার প্রযুক্ত ঐ ক্রিয়াতে অপরাধ হয় না ইতি।

আত্মরক্ষার অধিকার।

(আত্মরক্ষার জন্যে যে ক্রিয়া হয় তাহাতে অপরাধ না হওয়ার কথা।)

৯৬ ধারা। আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে কোন ক্রিয়া করা যায় তাহা অপরাধ হয় না ইতি।

(শরীর ও সম্পত্তিরক্ষার অধিকারের কথা।)

৯৭ ধারা। ৯৯ ধারার নিষেদের প্রতি মনোযোগ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির আপনার নিম্নে লিখিত বিষয় রক্ষা করিবার অধিকার আছে।

প্রথম। যাহাতে মনুষ্যের শরীরের হানি হয় এমত কোন অপরাধ হওয়াতে কেহ আপন শরীর ও অন্য কোন ব্যক্তির শরীর রক্ষা করিতে পারিবে।

দ্বিতীয়। চৌর্য্য কি দস্যুতা কি অপক্রিয়া কি অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ এই২ নামে যে অপরাধ হয়, কিম্বা চৌর্য্য কি দস্যুতা কি অপক্রিয়া কি অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিবার উদ্যোগ বলিয়া যে অপরাধ হয় তাহা হইতে কেহ আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবে।

(বিকৃত চিত্তপ্রভৃতি ব্যক্তির ক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষার অধিকারের কথা।)

৯৮ ধারা। যে ক্রিয়া কোন বিশেষ অপরাধ হয়, সেই ক্রিয়াকারি ব্যক্তির বাল্যাবস্থা, কিবুদ্ধির অপক্কতা কি মনের বিকৃতি কি তাহার নেশা হওয়াতে কি বুঝিবার কোন ভ্রমেতে যদি সেই অপরাধ না হয় তবে সেই ক্রিয়াতে সেই অপরাধ হইলে, লোকেরদের আত্মরক্ষার যে অধিকার থাকে সেই অপরাধ না হইলেও তাহারদের সেই অধিকার থাকিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদু ক্ষিপ্ত হইয়া আনন্দকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়। যদুর কোন অপরাধ নাই কিন্তু সে ক্ষিপ্ত না হইলে আনন্দ আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যাহা করিতে পারিত যদু ক্ষিপ্ত হইলেও আনন্দ তাহা করিতে পারিবে।

[খ] আনন্দ ন্যায্যমতে যে বাটীতে যাইতে পারে এমত বাটীতে রাত্রিতে প্রবেশ করে, কিন্তু যদু তাহাকে পরগৃহে দোষভাবে প্রবেশকারি চোর সরলভাবে জানিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। এই স্থলে যদু বুঝিবার ভ্রমে আনন্দের প্রতি আক্রমণ করাতে তাহার অপরাধ হয় না। কিন্তু যদুর ভ্রম না হইলে আনন্দ আত্মরক্ষার নিমিত্তে যাহা করিতে পারিত, তাহাই করিতে পারিবে।

[যেং ক্রিয়া হইলে আত্মরক্ষার না অধিকার থাকে তাহার কথা।]

৯৯ ধারা। প্রথম। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক যদি সরলভাবে আপন পদের শক্তিতে কোন কর্ম্ম করেন কি করিবার উদ্যোগ করেন ও তাহাতে যদি কোন কাহার প্রাণহানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তিমতে না হয়, তবে সেই কর্ম্ম নিবারণ করিবার জন্যে আত্মরক্ষার অধিকার নাই। যদিও সেই কার্য্যকারকের সেই কর্ম্ম আইনমতে নিতান্ত ন্যায্য না হয় তথাপি সেই অধিকার থাকে না।

দ্বিতীয়। যদি রাজকীয় কার্য্যকারক সরলভাবে আপন পদের শক্তিতে কোন কর্ম্ম করিতে কাহাকেও আজ্ঞা করেন, তবে সেই আজ্ঞামতে যে কোন কর্ম্ম করা যায় কি করিবার উদ্যোগ হয় তাহাতে যদি প্রাণহানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তিমতে না হয় তবে সেই কর্ম্ম নিবারণের জন্যে আত্মরক্ষার অধিকার নাই। যদিও সেই আজ্ঞা আইনমেত নিতান্ত ন্যায্য না হয় তথাপি সেই অধিকার থাকে না।

তৃতীয়। যে স্থলে রাজকীয় কার্য্যকারকেরদের আশ্রয় লইবার অবকাশ থাকে এমত স্থলে আত্মরক্ষার অধিকার থাকে না।

(আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে পারে তাহার কথা।)

চতুর্থ। আত্মরক্ষার জন্যে যত অপকার করা আবশ্যক তাহার অধিক, আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কোন স্থলে করা যাইতে পারে না।

(১) অর্থের কথা। রাজকীয় কার্য্যকারক যখন স্বীয় পদোপলক্ষে কোন ক্রিয়া করেন কি করিবার উদ্যোগ করেন, তখন সেই কর্ম্মকারি ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক ইহা যদি কোন ব্যক্তি না জানে, কি তাহার এমত বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকে, তবে তাঁহার ঐ ক্রিয়ার বিপক্ষে আত্মরক্ষার অধিকার লোপ হয় না।

২ অর্থের কথা। রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞামতে যখত কোন ক্রিয়া করা যায় কি করিবার উদ্যোগ হয়, তখন যিনি ঐ ক্রিয়া করিতেছেন তিনি সেই আজ্ঞা মতে কর্ম্ম করেন ইহা যদি কোন ব্যক্তি না জানে, কিম্বা তাহার তদ্রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকে, অথবা যে ক্ষমতামতে ঐ ক্রিয়া করিতেছেন ইহা যদি ঐ কার্য্যকারক প্রকাশ না করেন কিম্বা সেই কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাপত্র তাঁহাকে লিখিয়া দেওয়া গেলে যদি সেই ক্ষমতাপত্র না দেখান, তবে তাঁহার সেই ক্রিয়ার বিপক্ষে ঐ ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার লোপ হয় না।

আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে স্থলে অন্যের প্রাণনাশপর্য্যন্ত করা যাইতে পারে তাহার কথা।)

১০০ ধারা। যে প্রকার অপরাধপ্রযুক্ত আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করা প্রয়োজন হয়, তাহা যদি নিম্নের লিখিত কোন প্রকারের অপরাধ হয়, তবে ৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া, সেই আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে আক্রমণকারির প্রাণনাশ অথবা অন্য কোন প্রকারের অপকার ইচ্ছাপূর্ব্বক করা যাইতে পারে।

প্রথম। যখন আক্রমণকারির প্রাণনাশ না হইলে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণহানির আশঙ্কা যুক্তিমতে হইতে পারে,

দ্বিতীয়। যখন আক্রমণকারির প্রাণনাশ না হইলে আক্রান্ত ব্যক্তির গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তিমতে হইতে পারে,

তৃতীয়। যখন বলাৎকার করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়,

চতুর্থ। যখন অস্বাভাবিক কামাভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়,

পঞ্চম। যখন মনুষ্যকে চুরী কি হরণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়,

ষষ্ঠ। যখন কোন লোককে অন্যায়মতে কয়েদ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ

করা যায় ও অবস্থা বুঝিয়া রক্ষা পাইবার জন্যে রাজকীয় কার্য্যকারকেরদের নিকট আশ্রয় লইতে পারিব না তাহার যুক্তিমতে এই আশঙ্কা থাকে—এই ছয় স্থলে আক্রমণকরিবার প্রাণনাশপর্য্যন্ত করা যাইতে পারে।

(যে স্থলে উক্ত অধিকারক্রমে প্রাণনাশভিন্ন অন্য কোন অপকার করা যাইতে পারে তাহার কথা।)

১০১ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারাতে যে প্রকারের অপরাধ বর্ণনা হইয়াছে সেই প্রকারের যদি না হয়, তবে আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে আক্রমণকারি ব্যক্তির প্রাণ নাশ ইচ্ছাপূর্ব্বক করা যাইতে পারে না, কিন্তু ৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া সেই আক্রমণকারি ব্যক্তির প্রাণনাশভিন্ন অন্য কোন প্রকারের অপকার ইচ্ছাপূর্ব্বক করা যাইতে পারে ইতি।

(আত্মরক্ষার অধিকার যে সময়ে জন্মে ও যত কাল থাকে তাহার কথা।)

১০২ ধারা। অপরাধ করিবার উদ্যোগেতে কি ভয়প্রদর্শনেতে যখন শরীরের আপদের আশঙ্কা যুক্তিমতে হয়, যদিও সেই সময়েতেই অপরাধ না হইয়া থাকে তথাপি সেই সময়াবধি আত্মরক্ষার অধিকার জন্মে, আর যত কাল শরীরের আপদের সেই আশঙ্কা থাকে তত কাল ঐ অধিকার থাকে ইতি।

(যে স্থলে সম্পত্তিরক্ষার জন্যে প্রাণনাশপর্য্যন্ত করা যাইতে পারে তাহার কথা।)

১০৩ ধারা। যে অপরাধ করা যাওয়াতে কি করিবার উদ্যোগ হওয়াতে সম্পত্তির রক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করা প্রয়োজন হয়, তাহা নিম্নের লিখিত কোন প্রকারের হয়, তবে ৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া সম্পত্তি রক্ষার অধিকারক্রমে ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরাধির প্রাণনাশপর্য্যন্ত কিম্বা তাহার অন্য কোন প্রকারের অপকার করা যাইতে পারিবেক। যথা।

প্রথম দস্যুতা।

দ্বিতীয়। রাত্রিতে দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ।

তৃতীয়। যে ঘর কি তাম্বু কি নৌকাদি মনুষ্যের বাস করিবার কিম্বা সম্পত্তি প্রভৃতি রাখিবার জন্যে ব্যবহার হয়, এমত কোন ঘরে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে অগ্নি লাগাইয়া অপক্রিয়া করা।

চতুর্থ। যদি চুরী কি অপক্রিয়া কিম্বা পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ হয় ও অবস্থা বুঝিয়া আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য না হইলে প্রাণ হানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তিমতে হইতে পারে, তবে সেই চুরী কি অপক্রিয়া কি অপগৃহে অনধিকার প্রবেশ।

(যে স্থলে সেই ক্ষমতাক্রমে প্রাণনাশভিন্ন অন্য অপকার করা যাইতে পারে, তাহার কথা।)

১০৪। যে অপরাধ করণেতে কি করিবার উদ্যোগ হওনেতে স্বীয় সম্পত্তি রক্ষার অধিকারমতে কার্য্য করা প্রয়োজন হয়, তাহা যদি ইহার পূর্ব্বের ধারার বর্ণনামতের চৌর্য্য কি অপক্রিয়া কি অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ না হয় তবে সেই অধিকারক্রমে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণনাশ করা যাইতে পারে না, কিন্তু ৯৯ ধারার

নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া প্রাণনাশাভিন্ন অন্যায়কারির অন্য কোন প্রকারের অপকার ইচ্ছাপূর্ব্বক করা যাইতে পারে ইতি।

(সম্পত্তিরক্ষার ক্ষমতা যে সময়ে জন্মে ও যত কাল থাকে তাহার কথা)

১০৫ ধারা। প্রথম সম্পত্তির আপদ হইবার আশঙ্কা যে সময়ে যুক্তিমতে জন্মে সেই সময়ে সম্পত্তিরক্ষার অধিকার আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয়। চৌর্য্য হইলে যত কাল অপরাধী দ্রব্য লইয়া পলায়ন না করে, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকেরদের সাহায্য যত কাল না পাওয়া যায়, কিম্বা সেই সম্পত্তির যত কাল উদ্ধার না হয় তত কাল সম্পত্তিরক্ষার সেই অধিকার থাকে।

তৃতীয়। দস্যুতা হইলে অপরাধী যত কাল কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করে কিম্বা পীড়া দেয় অথবা কোন কাহাকে অন্যায়মতে অবরোধ করে কি সেইং কর্ম্ম করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা অগৌণে প্রাণনাশ হইবার কি অগৌণে পীড়া পাইবার কি অগৌণে অবরুদ্ধ হইবার শঙ্কা যত কাল থাকে তত কাল সম্পত্তিরক্ষার অধিকার থাকে।

চতুর্থ। অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা অপক্রিয়া করণের জন্যে অপরাধী যত কাল সেই অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কি সেই অপক্রিয়া করিতে থাকে তত কাল সম্পত্তিরক্ষার অধিকার থাকে।

পঞ্চম। রাত্রিতে পরগৃহাদিতে প্রবেশ অপরাধ হইলে সেই পরগৃহ প্রবেশেতে আরম্ভ হইয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ যত কাল হইতে থাকে, তত কাল সম্পত্তিরক্ষার সেই অধিকার থাকে।

(সাংঘাতিক আক্রমণ হওয়াতে নির্দ্দোষ ব্যক্তির অপকারের সম্ভাবনা হইলেও আত্মরক্ষার অধিকারের কথা।

১০৬ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ হইলে যদি তাহার প্রাণ নাশের আশঙ্কা যুক্তিমতে থাকে ও তখন আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে গেলে অন্য কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও অপকারের সম্ভাবনা হয়, তবে নির্দ্দোষির সেই অপকার করিয়াও সেই ব্যক্তি আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করিতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দের প্রতি সহ লোক আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যোগ করে। আনন্দ তাহারদের উপর গুলি না করিয়া আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু ঐ জনতার মধ্যে একক জন ছোটং বালক থাকাপ্রযুক্ত গুলি করিলে কোন বালকদিগের অপকার হইতে পারে। এমত স্থলে যদি আনন্দ গুলি করিয়া বালকদিগের অপকার করে তথাপি তাহার অপরাধ হয় না।

৫ অধ্যায়।

অপরাধের সহায়তার বিধি।

(কার্য্যের সহায়তার কথা।)

১০৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কার্য্যেতে সহায় হয়,

প্রথম। যদি অন্য ব্যক্তিকে সেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়। অথবা

দ্বিতীয়। যদি সেই কার্য্য করিবার কোন কুমন্ত্রণাতে অন্য এক কি অধিক জনের সঙ্গে লিপ্ত হয় ও যদি সেই কুমন্ত্রণাক্রমে ও সেই ক্রিয়া করিবার জন্যে অকর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া করা যায় কিম্বা আইনমতের কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া না করা যায়। অথবা

তৃতীয়। যদি অকর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া করণের কিম্বা আইনমতের কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া না করণের দ্বারা সেই ক্রিয়াতে জ্ঞানপূর্ব্বক সাহায্য করে তবে।

১ অর্থের কথা। কোন ব্যক্তি গুরুতর যে বৃত্তান্ত অবশ্য প্রকাশ করিতে হয় তাহার মিথ্যা বিবরণ যদি জ্ঞানপূর্ব্বক করিয়া কিম্বা তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক গোপনে রাখিয়া কোন ক্রিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক করায় কি ঘটায়, কিম্বা করাইতে কি ঘটাইতে উদ্যোগ করে তবে বলা যায় যে সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়ার প্রবৃত্তিদায়ক।

উদাহরণ।

আনন্দ নামে রাজকীয় এক জন কার্য্যকারক আদালতের পরওয়ানামতে যদুকে ধরিতে ক্ষমতা পায়। বলরাম সেই কথা জানে, আর চাঁদ যে যদু নহে ইহাও জানিয়া আনন্দকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বলে যে চাঁদই যদু। তাহাতে জ্ঞানপূর্ব্বক চাঁদকে ধরাইয়া দেয়। এই স্থলে বলরাম প্রবৃত্তি দিয়া চাঁদকে ধরিবার সহায়তা করে।

২ অর্থের কথা। কোন অকর্ত্তব্য ক্রিয়া করা হইবার অগ্রে কি করা যাইবার সময়ে যদি কোন ব্যক্তি সেই ক্রিয়া সুগমরূপে হইবার জন্যে কোন কর্ম্ম করে ও তদ্দ্বারা ঐ ক্রিয়া সুগমরূপে হইবার উপায় করে, তবে বলা যায় যে সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিবার সহায়তা করে।

(সহায়ের কথা।)

১০৮ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ করিবার সহায়তা করে, কিম্বা অপরাধ করিতে আইনমতের সক্ষম কোন ব্যক্তি সাহায্যকারির সমতুল্য অভিপ্রায় কি জ্ঞান ক্রমে যে ক্রিয়া করিলে অপরাধ হয় এমত কোন ক্রিয়া করিবার সহায়তা করে, তবে সে অপরাধের সহায়তা করে।

১ অর্থের কথা। আইনমতের কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া না করণের সহায় ব্যক্তি যদ্যপি ঐ ক্রিয়া করিতে স্বয়ং বাধ্য না হয়, তথাপি ঐ ক্রিয়া না করণের যে সহায়তা করে তাহা অপরাধরূপে গণ্য হইতে পারিবেক।

২ অর্থের কথা। যে কর্ম্মের সহায়তা করা হয় তাহা সম্পন্ন না হইলেও, কিম্বা ঐ কর্ম্মের যে ফল না হইলে অপরাধ হয় না সেই ফল না হইলেও, সহায়তার অপরাধ হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ চাঁদকে বধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম তাহা করিতে স্বীকার করে না, ইহাতে আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করণাপরাধের বলরামের সহায়তা করিবার অপরাধী হয়।

(খ) আনন্দ দিননাথকে বধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম সেই প্রবৃত্তিমতে দিননাথকে খড়্গ দিয়া আঘাত করে, দিননাথ সেই আঘাত হইতে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। আনন্দ জ্ঞানকৃত বধাপরাধে বলরামের সহায়তা করিবার অপরাধী হয়।

৩ অর্থের কথা। যাহার সাহায্য করা যায় সে অপরাধ করিতে আইনমতে অক্ষম হইলেও, কিম্বা সহায় ব্যক্তির তুল্য তাহার অপরাধযুক্ত অভিপ্রায় কি জ্ঞান না থাকিলেও কিম্বা অপরাধযুক্ত কিছুমাত্র অভিপ্রায় কি জ্ঞান না থাকিলেও সহায়তাকারির সেই দোষ হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ অপরাধযুক্ত অভিপ্রায়ে কোন শিশুকে কি ক্ষিপ্ত লোককে যদ্দ এমত কোন ক্রিয়া করাইবার সাহায্য করে যাহা আইনমতের সক্ষম লোকদ্বারা এবং আনন্দের অভিপ্রায়ানুসারে হইলে অপরাধ হইত, তবে এমত স্থলে সেই ক্রিয়া করা যাউক কি না যাউক, আনন্দ অপরাধের সহায়তা করিবার দোষী হয়।

(খ) আনন্দ যদুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে সাত বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালককে যদুর মৃত্যুজনক কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেয়। বালক ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত ঐ ক্রিয়া করে, তাহাতে যদুর প্রাণনাশ হয়। এই স্থলে বালক অপরাধ করিতে আইনমতে অক্ষম হইলেও সে সক্ষম হইয়া বধ অপরাধ করিলে, আনন্দ যে প্রকারের দণ্ডের যোগ্য হইত সেই প্রকারের দণ্ডের যোগ্য হইবেক অর্থাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারিবেক।

(গ) আনন্দ কোন বাসগৃহে আগুন লাগাইতে বলরামকে প্রবৃত্ত দেয়। বলরাম মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্মের ভাব কিম্বা কোন দোষ কি আইনবিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে না পারিয়া আনন্দের প্রবৃত্তপ্রযুক্ত ঘরে আগুন লাগায়। বলরাম অপরাধ করে নাই, কিন্তু আনন্দ বাসগৃহে আগুন লাগাইবার অপরাধের সহায়তা করিবার দোষী হয়, ও সেই অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ডের বিধি আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হয়।

(ঘ) আনন্দ চুরী করাইবার অভিপ্রায়ে যদুর কোন দ্রব্য যদুর অধিকারহইতে হরণ করিতে বলারামকে প্রবৃত্ত দেয়। আনন্দ বলারামকে এরূপ বিশ্বাস করায় যে সেই দ্রব্য আমার। বলরাম সেই দ্রব্য আনন্দের দ্রব্য সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া তাহা যদুর অধিকারহইতে হরণ করে। বলরাম উক্ত ভ্রমক্রমে কার্য্য করিয়া ঐ দ্রব্য শঠতাক্রমে হরণ না করাতে তাহার চৌর্য্য অপরাধ হয় না। কিন্তু আনন্দ চৌর্য্য অপরাধের সহায়তা করিবার দোষী হইয়াছে, অতএব বলরাম চৌর্য্য অপরাধ করিলে আনন্দের যে দণ্ড হইত সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

৪ অর্থের কথা। অপরাধের সহায়তা অপরাধ। অতএব সেই সহায়তার সাহায্য করাও অপরাধ হয়।

উদাহরণ।

যদুকে বধ করিতে চাঁদকে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্তে আনন্দ বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়, তাহাতে বলরাম যদুকে বধ করিতে চাঁদকে প্রবৃত্তি দেয়। ও চাঁদ বলরামের প্রবৃত্তি প্রযুক্ত ঐ অপরাধ করে। বলরাম সেই অপরাধের নিমিত্তে বধ অপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়, ও আনন্দ সেই অপরাধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেওয়াতে ঐ আনন্দও সেই দণ্ডের যোগ্য হয়।

৫ অর্থের কথা। যে ব্যক্তি অপরাধ করে, তাহার সঙ্গে সহায় ব্যক্তি ঐ অপরাধের বিষয়ে মন্ত্রণা না করিলেও যে কুমন্ত্রণার ফলে ঐ অপরাধ করা যায় তাহতে যদি তাহার সংস্রব থাকে তবে ঐ কুমন্ত্রণার দ্বারা তাহার সহায়তার অপরাধ হইতেপারে।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুকে বিষভক্ষণ করাইবার কোন উপায়ের মন্ত্রণা বলরামের সঙ্গে করে। তাহাতে স্থির হইল যে আনন্দ ঐ বিষ ভক্ষণ করাইবে। পরে বলরাম সেই বিষ খাওয়াইবার কথা চাঁদকে বলিয়া আনন্দের নাম উল্লেখ না করিয়া বলে, যে অন্য কোন লোক ঐ বিষ খাওয়াইবেক। চাঁদ ঐ বিষ আনিয়া দিতে স্বীকার করিয়া আনাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভক্ষণ করাবার জন্যে তাহা বলরামকে দেয়। আনন্দ ঐ বিষ লইয়া যদুকে ভক্ষণ করায় তাহাতে যদু মরে। এমত স্থলে আনন্দ চাঁদের সঙ্গে কিছু মন্ত্রণা করে নাই, কিন্তু যে কুমন্ত্রণার ফলে যদুকে বধ করা হইয়াছে তাহাতে চাঁদের সংস্রব ছিল। অতএব চাঁদ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে ও বধের দণ্ডের যোগ্য হয়।

(কোন ক্রিয়ার সহায়তা করণপ্রযুক্ত সেই ক্রিয়া করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধি না থাকিলে সেইরূপ সহায়তার দণ্ডের কথা।)

১০৯ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধের সহায়তা করে আর সেই সহায়তাপ্রযুক্ত যদি সেই অপরাধ করা যায়, অথচ সেইরূপ সহায়তার দণ্ডের কোন স্পষ্ট বিধি যদি এই আইনেতে না থাকে তবে ঐ অপরাধের যে দণ্ড নিরূপণ হইয়াছে সেই সহায় ব্যক্তির সেই দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা। কোন ক্রিয়া কি অপরাধ যদি প্রবর্ত্তনা প্রযুক্ত কিম্বা কুমন্ত্রণাক্রমে করা যায়, কিম্বা যে সাহায্যদ্বারা সহায়তা অপরাধ হয় সেই সাহায্যেতে যখন করা যায়, তখন ঐ ক্রিয়া কি অপরাধ সহায়তা প্রযুক্ত হয় এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম রাজকীয় কার্য্যকারক সে আপন পদের কর্ম্ম করণসম্পর্কে আনন্দকে কিছু অনুগ্রহ করে এই কারণে ঐ আনন্দ তাহাকে উৎকোচ দিতে চাহে, ও বলরাম সেই উৎকোচ গ্রহণ করে। এমত স্থলে আনন্দ ১৬১ ধারার লিখিত অপরাধের সহায়তা করিয়াছে।

(খ) আনন্দ বলরামকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি দেয়। সেই প্রবৃত্তিপ্রযুক্ত বলরাম ঐ অপরাধ করে। আনন্দ ঐ অপরাধের সহায়তা করিবায় অপরাধী ও বলরামের তুল্য দণ্ডের যোগ্য হয়।

(গ) আনন্দ ও বলরাম যদুকে বিষ ভক্ষণ করাইবার মন্ত্রণা করে। আনন্দ সেই মন্ত্রণা ক্রমে বিষ আনাইয়া যদুকে খওয়াইবার জন্যে বলরামকে দেয়। আনন্দের অনুপস্থিতি কালে বলরাম ঐ মন্ত্রণাপ্রযুক্ত যদুকে বিষ খওয়ায়, তাহাতে যদুর মরণ হয়। এই স্থলে বলরাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়, ও আনন্দ মন্ত্রণা দ্বারা ঐ অপরাধের সহায়তা করিবার দোষী হইয়া উক্ত বধাপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়।

(যাহার সাহায্য করা যায় সে যদি সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায়ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করে তবে সহায়ের দণ্ডের কথা।)

১১০ ধারা। কোন অপরাধ করিতে যাহার সাহায্য করা যায়, সে যদি সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় কি জ্ঞানভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানমতে ক্রিয়া করে, তবে সেই ক্রিয়া সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় কি জ্ঞানমতে করা গেলে, অর্থাৎ অন্যমতে না করা গেলে ঐ অপরাধের যে দণ্ডের বিধি থাকে সহায় ব্যক্তির সেই দণ্ড হইবেক ইতি।

(যদি এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়া করা যায় তবে সহায় ব্যক্তির যে দায় হয় তাহার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

১১১ ধারা। যদি কোন এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়া করা যায়, তবে সেই অন্য ক্রিয়ার স্পষ্টরূপে সহায়তা করিলে সহায় ব্যক্তির যে প্রকারের ও যে পর্য্যন্ত দায় হইত সেই প্রকারের ও সেইপর্য্যন্ত দায় থাকিবেক। পরন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, ঐ কৃতক্রিয়া সেই সহায়তার সম্ভাবিত ফল হয় এবং যে প্রবৃত্তির কি সাহায্যের কি কুমন্ত্রণার দ্বারা সহায়তা হয়, সেই প্রবৃত্তির বলে কি সেই সাহায্যেতে কি সেই কুমন্ত্রণা ক্রমে করা যায় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদুর আহারের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিষ মিশ্রিত করিতে আনন্দ কোন এক বালককে লওয়ায় ও সেই অভিপ্রায়ে বালকের হস্তে বিষ দেয়। যদু খাদ্য দ্রব্যের নিকটে রামের খাদ্য দ্রব্য ছিল, উক্ত বালক সেই শিক্ষামতে কর্ম্ম করে, কিন্তু ভ্রমক্রমে যদুর আহারে বিষ মিশ্রিত না করিয়া রামের আহারে মিশ্রিত করে। এই স্থলে যদি সেই বালক আনন্দের প্রবৃত্তির বলে কর্ম্ম করিয়া থাকে ও যে ক্রিয়া করা গিয়াছিল তাহা অবগতিক বুঝিয়া যদি ঐ সহায়তার সম্ভাবিত ফলস্বরূপ হয়, তবে আনন্দ সেই বালককে রামের আহারে বিষ মিশ্রিত করিতে প্রবৃত্তি দিলে তাহার যে প্রকারের ও যে পর্য্যন্ত দায় হইত সেই প্রকারের ও সেই পর্য্যন্ত দায় হইবেক।

(খ) আনন্দ যদুর গৃহদাহ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম সেই গৃহদাহ করে সেই সময়ে সেই বাটীর কিছু সম্পত্তি ও চুরী করে, এই স্থলে আনন্দ

গৃহদাহ করিবার সহায় হইবার অপরাধী, কিন্তু চৌর্য্য ক্রিয়ার সহায় হইবার অপরাধী নহে। যে হেতুক সেই চুরী করা পৃথক্ ক্রিয়া ছিল, গৃহদাহ করিবার সম্ভাবিত ফল নয়।

(দ) আনন্দ কোন লোকের ঘরে দস্যুতা করিবার জন্যে বলরামকে ও চাঁদকে দুই প্রহর রাত্রিতে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি দেয় ও সেই কর্ম্মের নিমিত্তে তাহারদিগকে অস্ত্র ও দেয়। বলরাম ও চাঁদ ঐ গৃহে প্রবেশ করিলে যদু নামে সেই ঘরের এক ব্যক্তি তাহারদিগকে বাধা দেয় তাহাতে তাহারা যদুকে বধ করে। এই স্থলে যদি সেই হত্যা ঐ সহায়তার সম্ভাবিত ফল হয়, তবে বধাপরাধের যে দণ্ড ধার্য্য হইয়াছে আনন্দের সেই দণ্ড হইতে পারিবেক।

(যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় ও যে ক্রিয়া করা যায় সহায় ব্যক্তির এই উভয়ের দণ্ড যে স্থলে হইতে পারে তাহার কথা।)

১১২ ধারা। সহায় ব্যক্তি ১১১ ধারামতে যে কার্য্যের নিমিত্তে দায়ী হয়, সেই কার্য্য যদি সাহায্যকৃত কার্য্যের অতিরিক্ত করা যায় এবং তাহা যদি অন্য প্রকার অপরাধ হয়, তবে সহায় ব্যক্তি ঐ উভয় অপরাধের পৃথক্ ২ দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

কোন রাজকীয় কর্ম্মকারক সম্পত্তি ক্রোক করিতেছে এমত সময়ে আনন্দ বলপূর্ব্বক তাহার বাধা করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। তৎপ্রযুক্ত বলরাম ঐ ক্রোক করার বাধা জন্মায়। তাহা করিবার সময়ে বলরাম ঐ রাজকীয় কর্ম্মকারককে গুরুতর পীড়া দেয়। ইহাতে বলরাম দুই অপরাধ করিয়াছে, অর্থাৎ ক্রোক করার বাধা জন্মাইয়াছে ও ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দিয়াছে। অতএব ঐ দুই অপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়। আর বলরাম ক্রোক করার বাধা করিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়াও দিতে পারে এই কথা যদি আনন্দ জানিত, তবে আনন্দও ঐ দুই অপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়।

(যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায়মতের ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হইলে সহায় ব্যক্তির দায়ের কথা।)

১১৩ ধারা। সহায় ব্যক্তি বিশেষ কোন ফল হইবার অভিপ্রায়ে কোন ক্রিয়ার সহায়তা করে ও সেই সহায়তাপ্রযুক্ত যে ক্রিয়ার নিমিত্তে ঐ সহায় ব্যক্তি দায়ী হয় তদ্দ্বারা তাহার অভিপ্রায়মতের ফল ভিন্ন অন্য ফল হইল। এমত স্থলে যে ফল হইয়াছে তাহা হইবার অভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়ার সহায়তা করিলে সেই ব্যক্তি যে প্রকারে ও যে পর্য্যন্ত দায়ী হইতে সেই প্রকারে ও সেই পর্য্যন্ত সেই ফলের জন্যে দায়ী হইবেক। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, যে ক্রিয়ার সহায়তা হইয়াছে তাহাতে ঐ ব্যক্তি ঐ ফল হওয়ার সম্ভাবনা জানে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুকে গুরুতর পীড়া দিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম সেই প্রবৃত্তিপ্রযুক্ত যদুকে গুরুতর পীড়া দেয়। তাহাতে যদুর প্রাণ নষ্ট হয়। এই স্থলে

যদি আনন্দ জানিত যে গুরুতর যে পীড়ার সহায়তা করিয়াছে তাহাতে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, তবে জ্ঞানকৃত বধাপরাধের যে দণ্ড নির্ণয় হইয়াছে আনন্দ সেই দণ্ডের যোগ্য হয়।

(অপরাধ যে সময়ে হয় সেই সময়ে সহায় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা।)

১১৪ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সহায় বলিয়া দণ্ডের যোগ্য হয়, তবে তাহার সহায়তাপ্রযুক্ত যে ক্রিয়ার কি অপরাধের নিমিত্তে সে দণ্ডনীয় হয় তাহা যে কালে করা যায়, তৎকালে সেই ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে, সে ঐ ক্রিয়া কি অপরাধ করিয়াছে এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

(প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তাপ্রযুক্ত সেই অপরাধ না হইলে তাহার কথা ও যে ক্রিয়াতে অপকার হয় তাহা সেই সহায়তাপ্রযুক্ত হইলে তাহার কথা।)

১১৫ ধারা। যদি কেহ প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা করে, ও সেই সহায়তাপ্রযুক্ত যদি সেই অপরাধ না হয়, ও সেইরূপ সহায়তার দণ্ডের কোন স্পষ্ট বিধি এই আইনেতে না থাকে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। এবং সেই সহায়তাপ্রযুক্ত সহায় ব্যক্তি যে ক্রিয়ার নিমিত্তে দায়ী হয় ও যাহাতে কোন ব্যক্তির পীড়া হয় এমত কোন ক্রিয়া যদি করা যায়, তবে সেই সহায় ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুকে বধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয় কিন্তু সেই অপরাধ করা হয় নাই। বলরাম যদি যদুকে বধ করিত, তবে তাহার প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইত, অতএব আনন্দ সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার ও অর্থদণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক। আর যদি সেই সহায়তাপ্রযুক্ত যদুকে কোন পীড়া দেওয়া হয় তবে আনন্দ চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার ও অর্থদণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক।

(যে অপরাধের জন্যে কয়েদের দণ্ড হইতে পারে তাহা সহায়তাপ্রযুক্ত না করা হইলে তাহার কথা। ও অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে সেই সহায়তার কথা।)

১১৬ ধারা। যে অপরাধের জন্যে কয়েদের দণ্ড হইতে পারে এমত অপরাধের সহায়তা যদি কেহ করে, এবং সেই সহায়তাপ্রযুক্ত যদি সেই অপরাধ না হইয়া থাকে ও এই আইনেতে সেইরূপ সহায়তার দণ্ডের কোন স্পষ্ট বিধি না হইয়া থাকে, তবে ঐ অপরাধের জন্যে যে কোন প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি আছে সেই প্রকারে ও ঐ অপরাধের জন্যে অত্যধিক যত কাল কয়েদ হইবার বিধি আছে তাহার চারি অংশের এক অংশ পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবেক, অথবা ঐ অপরাধের নিমিত্তে

যত অর্থদণ্ডের বিধি থাকে তাহার তত অর্থদণ্ড হইবেক, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। আর তদ্রূপ অপরাধ যাহার নিবারণ করা কর্ত্তব্য এমত রাজকীয় কার্য্যকারক যদি সহায় হয়, কিম্বা তাহার সহায়তা যদি করা যায়, তবে ঐ অপরাধের জন্যে যে কোন প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে সেই প্রকারে ঐ অপরাধের জন্যে অত্যাধিক যত কাল কয়েদ হইবার বিধি থাকে তাহার অর্দ্ধেক কাল সেই সহায় ব্যক্তি কয়েদ হইবেক, অথবা ঐ অপরাধের জন্যে যত অর্থদণ্ডের বিধি থাকে তাহার তত অর্থদণ্ড হইবেক, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম রাজকীয় কার্য্যকারক। তাহার রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণকালে আনন্দের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করে, এই কারণে আনন্দ তাহাকে উৎকোচ দিতে চাহে। বলরাম তাহা গ্রহণ করে না। আনন্দের দণ্ড এই ধারামতে হইতে পারিবেক।

(খ) আনন্দ বলরামকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি দেয়। এই স্থলে যদিও বলরাম মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয় তথাপি আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে ও তাহার তদনুসারে দণ্ড হইতে পারিবেক।

(গ) আনন্দ পোলীসের এক জন আমলা। দস্যুতা নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য কিন্তু সেই অপরাধের সহায়তা করে। এমত স্থলে দস্যুক্রিয়া যদিও না হয়, তথাপি ঐ অপরাধের জন্যে অত্যাধিক যত কাল কয়েদ হইবার বিধি আছে আনন্দ তাহার অর্দ্ধেক কাল কয়েদ হইতে পারিবেক, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(ঘ) আনন্দ পোলীসের এক জন আমলা। দস্যুক্রিয়া নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু সে দস্যুতা করে ও বলরাম তাহার সহায়তা করে। এমত স্থলে যদিও ঐ দস্যুক্রিয়া না হয় তথাপি দস্যুতার জন্যে অত্যাধিক যত কাল কয়েদ হইবার বিধি থাকে বলরাম তাহার অর্দ্ধেক কাল কয়েদ হইতে পারিবেক, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইবেক।

(সাধারণ লোকেরদের কি দশ জনের অধিক লোকের দ্বারা কোন অপরাধ হইবার সহায়তা করণের কথা।)

১১৭ ধারা। যদি কেহ সর্ব্ব সাধারণ লোকের দ্বারা কিম্বা দশ জনের অধিক কোন সংখ্যার কি কোন শ্রেণীর লোকের দ্বারা কোন অপরাধ করণের সহায়তা করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড অথবা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন প্রকাশ্য স্থানে এক খান ঘোষণাপত্র সংলগ্ন করিয়া তাহাতে দশ জনের অধিক কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এমত প্রবৃত্তি দেয় যে বিপক্ষ সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন যাত্রা করিয়া যাইবে তখন তাহারদের প্রতি আক্রমণ করিবার নিমিত্তে তোমরা অমুক সময়ে ও স্থানে একত্র হইবা। ইহাতে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে, সেই অপরাধ হইলে কি না হইলেও তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখিবার কথা।)

১১৮ ধারা। যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইতে পারে, এমত অপরাধ সুগমরূপে হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই অপরাধ করিবার কল্পনার কথা গুপ্ত রাখিলে তাহা অপেক্ষাকৃত সুগমরূপে হইতে পারিবেক জানিয়া, যদি কেহ অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিয়া কিম্বা আইনমতের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই কথা গোপনে রাখে, কিম্বা যাহা মিথ্যা জানে সেই কল্পনার এরূপ কোন কথা কহে, তবে সেই অপরাধ করা গেলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক। কিম্বা সেই অপরাধ না করা গেলে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক। আর উভয় স্থলে তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

উদাহরণ।

বল্লভপুরে ডাকাইতী হইবেক আনন্দ ইহা জানিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সম্বাদ দেয় যে চাঁদপাড়ায় ডাকাইতী হইবেক। সেই চাঁদপাড়া অন্য দিগে আছে। এই প্রকারে ঐ অপরাধ সুগমরূপে হইবার অভিপ্রায়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভ্রান্তি জন্মায়। উক্ত কল্পনামতে বল্লভপুরে ডাকাইতী হইল। আনন্দের এই ধারামতে দণ্ড হইতে পারিবেক।

(রাজকীয় কার্য্যকারক যে অপরাধ নিবারণ করা উচিত তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখিলে যদি ঐ অপরাধ করা হয় কি যদি ঐ অপরাধে প্রাণদণ্ড প্রভৃতি হইতে পারে কি যদি ঐ অপরাধ না করা যায় তবে তাহার কথা।)

১১৯ ধারা। যে অপরাধ রাজকীয় কার্য্যকারকের নিবারণ করা কর্ত্তব্য, তাহা সুগমরূপে হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই অপরাধ করিবার কোন কল্পনার কথা গুপ্ত রাখিলে ঐ অপরাধ অপেক্ষাকৃত সুগমরূপে হইতে পারিবে জানিয়া, যদি ঐরূপ রাজকীয় কার্য্যকারক অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিয়া কি আইনমতের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক গুপ্ত রাখে, কিম্বা সেই কল্পনার যাহা মিথ্যা জানে এমত কোন কথা কহে, তবে সেই অপরাধ করা গেলে তাহার নিমিত্তে যে কোন প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে সেই প্রকারে ও ঐ কয়েদ অত্যধিক যত কালপর্য্যন্ত হইবার বিধি থাকে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবেক, কিম্বা ঐ অপরাধের যে অর্থদণ্ডের বিধি থাকে তাহার সেই অর্থদণ্ড হইবেক, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। যদি সেই অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবেক। যদি সেই অপরাধ না হইয়া থাকে, তবে সেই অপরাধের জন্যে যে কোন প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে সেই প্রকারে ও ঐ কয়েদ অত্যধিক যতকালপর্য্যন্ত হইবার বিধি থাকে তাহার চারি অংশের এক অংশের

অনধিক কাল সে ব্যক্তি কয়েদ হইবেক, কিম্বা ঐ অপরাধের জন্যে যে অর্থদণ্ডের বিধি আছে তাহার সেই অর্থদণ্ড হইবেক, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ পোলীসের আমলা। দস্যুক্রিয়ার কল্পনার যে কোন কথা জানিতে পায় তাহার সম্বাদ দেওয়া তাহার আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য। বলরাম দস্যুতা করিতে মনস্থ করিয়াছে, আনন্দ ইহা জানিয়াও, তাহার সেই অপরাধ সুগমরূপে হই, বার অভিপ্রায়ে সম্বাদ দেয় নাই। এই স্থলে আনন্দ আইনমতের আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া বলরামের কল্পনার কথা গুপ্ত রাখিয়াছে। আনন্দের এই ধারার বিধি মতে দণ্ড হইতে পারিবেক।

(যে অপরাধের জন্যে কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখিলে যদি সেই অপরাধ করা যায় কিম্বা যদি না করা যায় তাহার কথা।)

১২০ ধারা। যে অপরাধের জন্যে কয়েদের দণ্ড হইতে পারে তাহা সুগমরূপে হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই অপরাধ করিবার কল্পনার কথা গুপ্ত রাখিলে তাহা অপেক্ষাকৃত সুগমরূপে হইতে পারিবে জানিয়া, যদি কোন ব্যক্তি কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া কিম্বা আইনমতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া তাহা গুপ্ত রাখে, কিম্বা যাহা মিথ্যা জানে সেই কল্পনার এমত কোন কথা কহে, তবে সেই অপরাধ করা গেলে তাহার জন্যে যে প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে সেই প্রকারে ও অত্যধিক যত কাল কয়েদ হইবার বিধি থাকে তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কালপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবেক, ও সেই অপরাধ না করা গেলে ঐ কয়েদ অত্যধিক যত কাল হইবার বিধি থাকে তাহার আট অংশের এক অংশ কালপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি কয়েদ হইবেক, কিম্বা ঐ অপরাধের জন্যে যত অর্থদণ্ডের বিধি থাকে তাহার তত অর্থদণ্ড হইবেক, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

---

৬ অধ্যায়।

রাজবিদ্রোহ দোষের বিধি।

(মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণের কথা।)

১২১ ধারা। যে কেহ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কি যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করে কি সেইরূপ যুদ্ধ করিতে সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইবেক ও তাহার তাবৎ সম্পত্তি দণ্ড হইবেক।

উদাহরণ।

(ক) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহব্যাপারে আনন্দ লিপ্ত হয়। সে এই ধারার লিখিত অপরাধ করিল।

(খ) সিংহল দ্বীপে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ বিদ্রোহব্যাপার

হইতেছে। আনন্দ ভারতবর্ষে থাকিয়া ঐ বিদ্রোহিরদের নিকটে অস্ত্র শস্ত্র পাঠাইয়া তাহারদের সহায়তা করে। আনন্দ মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সহায়তা করিবার অপরাধী হয়।

(শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবার কথা)

১২২ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কল্পনায় কিম্বা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবার মানসে লোক কি অস্ত্র শস্ত্র কি বারুদাদি সংগ্রহ করে কি অন্য প্রকারে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার দণ্ড হইবে, ও তাহার যাবদীয় সম্পত্তি দণ্ড হইবেক।

(যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখণের কথা।)

১২৩ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে সুগমরূপে যুদ্ধ হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা যুদ্ধ করিবার কোন কল্পনার কথা গুপ্ত রাখিলে তাহা সুগমরূপে হইতে পারিবে জানিয়া, যদি কোন ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিয়া কিম্বা আইনমতের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম না করিয়া সেই যুদ্ধের কল্পনা গুপ্ত রাখে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(আইনমতের ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য বলপূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কি গবর্ণর সাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ করিবার কথা।)

১২৪ ধারা। ভারতবর্ষে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সীর শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের কিম্বা লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের কিম্বা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সীর কৌন্সেলের কোন মেম্বর সাহেবের আইনসিদ্ধ যে ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতামতে সেই গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কি গবর্ণর সাহেব কি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কি কৌন্সেলের মেম্বর সাহেব কোন প্রকারের কোন কার্য্য করেন কি কর্ত্তব্য কোন কার্য্য না করেন তাঁহার এমত প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা বলপূর্ব্বক সেই কার্য্য করাইবার কি তাঁহাকে করিতে না দিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন ব্যক্তি সেই গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের কি গবর্ণর সাহেবের কি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের কি কৌন্সেলের মেম্বর সাহেবের উপর আক্রমণ করে কি তাঁহাকে অন্যায়মতে অবরোধ করে কি অন্যায়মতে অবরোধ করিবার উদ্যোগ করে কিম্বা অপরাধঘটিত বলদ্বারা কি অপরাধঘটিত বল দর্শাইয়া তাঁহাকে ভয় দেখায় কি দেখাইবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কথা।)

১২৫ ধারা। আশিয়া দেশীয় যে কোন রাজ্যাধিপতি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিতে বদ্ধ কিম্বা শান্তিভাবে থাকেন, তাঁহার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যদি কেহ যুদ্ধ করে কি যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করে কি সেই রূপ যুদ্ধ হইবার সহায়তা করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক, কিম্বা সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তদ্ভিন্ন তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবেক, অথবা তাহার কেবল অর্থদণ্ডই হইবেক ইতি।

(মহারাণীর সঙ্গে শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপদ্রব করণের কথা।)

১২৬ ধারা। যে কোন রাজা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিতে বদ্ধ আছেন, কি শান্তিভাবে থাকেন তাঁহার দেশে যদি কেহ উপদ্রব করে কি করিবার উদ্যোগ করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তদ্ভিন্ন তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবেক। ও সেই উপদ্রব করণেতে যে কিছু সম্পত্তির ব্যবহার হয় কি হইবার অভিপ্রায় থাকে তাহা ও সেইরূপ লুঠ করিয়া যে কিছু বিষয় প্রাপ্ত হয় তাহা সকলই দণ্ড হইতে পারিবেক।

(১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিত মতে যুদ্ধ কি উপদ্রব করণদ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ করণের কথা।)

১২৭ ধারা। ১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিত কোন অপরাধদ্বারা কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে জানিয়া যদি কেহ সেই সম্পত্তি গ্রহণ করে, তবে সেই লোক সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ও সেই প্রকারের প্রাপ্ত সম্পত্তিও দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদী কি যুদ্ধধৃত কয়েদী রাজকীয় কর্ম্মকারকের জিম্মায় থাকিতে তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইতে দিলে তাহার কথা।)

১২৮ ধারা। যদি রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদীকে কিম্বা যুদ্ধধৃত কোন কয়েদীকে কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের জিম্মায় রাখা যায়, এবং ঐ কয়েদী যে স্থানে কয়েদ থাকে তথা হইতে যদি সেই কর্ম্মকারক ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে পলাইতে দেয় তবে সেই কর্ম্মকারকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, ও তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবেক।

(রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদীকে কি যুদ্ধধৃত কয়েদীকে রাজকীয় কার্য্যকারক আপন জিম্মাইতে অনবধানে পলাইতে দিলে তাহার কথা।)

১২৯ ধারা। যদি রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদীকে কিম্বা যুদ্ধধৃত কোন কয়েদীকে কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের জিম্মায় রাখা যায়, ও সেই কয়েদী যে স্থানে কয়েদ থাকে তথা হইতে যদি সেই কার্য্যকারক তাহাকে অনবধানে পলাইতে দেয়,

তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(তদ্রূপ কয়েদীর পলায়ন করিতে সাহায্য করিলে কি তাহাকে ছাড়াইয়া লইলে কি আশ্রয় দিলে তাহার কথা।)

১৩০ ধারা। রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদী কিম্বা যুদ্ধধৃত কোন কয়েদী আইনমতে কয়েদ থাকিলে যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার পলাইবার সাহায্য কি উপকার করে কিম্বা তদ্রূপ কোন কয়েদীকে ছাড়াইয়া দেয় কি ছাড়াইয়া দিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন কয়েদী আইনমতে কয়েদ হইয়া পলায়ন করিলে যদি কেহ তাহাকে আশ্রয় দেয় কি লুকাইয়া রাখে, কিম্বা তাহাকে পুনরায় ধরা যাইবার কোন বাধা দেয় কিম্বা দিবার উদ্যোগ করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইবেক কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

অর্থের কথা। রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদী কিম্বা যুদ্ধধৃত কয়েদী ব্যক্তির প্রতিজ্ঞাতে নির্ভর করিয়া যদি তাহাকে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি দেশের নিরূপিত সীমার মধ্যে মুক্ত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যায় তবে সে যে সীমার মধ্যে মুক্ত হইয়া থাকিবার অনুমতি পায় তাহার বাহিরে গেলে সে আইনমতের কয়েদ হইতে পলায়ন করে এমত কহা যায় ইতি।

---

৭ অধ্যায়।

পল্টন ও যুদ্ধজাহাজসম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের অপরাধের বিধি।

(সিপাহীর কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তাকরণের কি তাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগের কথা।)

১৩১ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকপ্রভৃতির রাজবিদ্রোহ কার্য্য করিবার সহায়তা করে, কিম্বা সেইরূপ কোন সেনাপতিকে কি হুদ্দাদারকে কি সিপাহীকে কি নাবিকপ্রভৃতিকে রাজবাধ্যতা হইতে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিমুখ করাইতে উদ্যোগ করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে কিম্বা সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(যদি সহায়তাপ্রযুক্ত বিদ্রোহাচার হয় তবে বিদ্রোহাচারের সহায়তার কথা।)

১৩২ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহ কর্ম্ম করিতে যদি কেহ সহায়তা করে ও সেই সহায়তাপ্রযুক্ত যদি রাজবিদ্রোহ কার্য্য করা হয়

তবে সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(উপরিস্থ কর্ম্মকারক যে সময়ে আপন পদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন সেই সময় তাঁহার প্রতি সিপাহীর কি নাবিকপ্রভৃতির আক্রমণ করিতে সহায়তা করণের কথা।)

১৩৩ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন উচ্চ পদের কার্য্যকারক আপন পদের কর্ম্ম যে সময়ে করিতেছেন এমত সময়ে যদি কেহ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতে কোন সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহী কি নাবিকপ্রভৃতির সহায়তা করে তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(উক্তরূপ আক্রমণ হইলে তাঁহার সহায়তার কথা।)

১৩৪ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন উচ্চ পদের কার্য্যকারক আপন পদের কর্ম্ম যে সময়ে করিতেছেন এমত সময়ে যদি কেহ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতে কোন সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিক প্রভৃতির সহায়তা করে, ও যদি সেই সহায়তা প্রযুক্ত ঐ আক্রমণ করা হয়, তবে সেই লোক সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থ দণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

সিপাহীর কি নাবিক প্রভৃতির পলায়নের সহায়তার কথা।

১৩৫ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকপ্রভৃতির পলায়নের সহায়তা করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক অথবা তাহার অর্থদণ্ড হইবেক, কিম্বা তাহার ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(পলাতককে আশ্রয় দেওনের কথা।)

১৩৬ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিকপ্রভৃতি পলাতক হইয়াছে জানিয়া কিম্বা তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি নিম্নের লিখিত প্রকারের ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি সেই সেনাপতিকে কি হুদ্দাদারকে কি সিপাহীকে কি নাবিকপ্রভৃতিকে আশ্রয় দেয় তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার অর্থদণ্ড হইবেক কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি

বর্জ্জিত কথা। স্ত্রী যদি আপন স্বামিকে সেইরূপে আশ্রয় দেয় তবে তাহার উপর এই বিধি বর্ত্তিবেক না।

[জাহাজের অধ্যক্ষের অমনোযোগেতে কোন পলাতক বাণিজ্যজাহাজে লুকিয়া থাকিলে তাঁহার কথা।]

১৩৭ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনহইতে কি যুদ্ধজাহাজহইতে পলাতক

কোন ব্যক্তি যদি বাণিজ্যজাহাজে লুকিয়া থাকে কিন্তু ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের কিম্বা জাহাজে যাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন ত্রুটি না হইলে কিম্বা জাহাজে সুনিয়ম রক্ষা করিবার বিধির দোষ না থাকিলে যদি ঐ অধ্যক্ষপ্রভৃতি সেই ব্যক্তির লুকিয়া থাকিবার কথা জানিতে পারিতেন, তবে ঐ ব্যক্তি লুকিয়া থাকিবার কথা না জানিলেও তাঁহার পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

(সিপাহীর কি নাবিকপ্রভৃতির অবাধ্য ভাবের কোন ক্রিয়ার সহায়তা করণের কথা।)

১৩৮ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্‌টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকপ্রভৃতির অবাধ্য ভাবের কার্য্য জানিয়া যদি কেহ তাহার সহায়তা করে, তবে সেই সহায়তাপ্রযুক্ত অবাধ্য ভাবের ঐ কার্য্য করা গেলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(যাহারা যুদ্ধসম্পর্কীয় আইনের অধীন থাকে তাহারদের এই আইনমতে দণ্ডনীয় না হইবার কথা।)

১৩৯ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্‌টনের কি যুদ্ধজাহাজের জন্যে কিম্বা সেই পল্‌টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন অংশের জন্যে যুদ্ধসম্পর্কীয় যে আইন হয় তাহার অধীন কোন ব্যক্তি এই অধ্যায়ের লিখিত কোন অপরাধ করিলে সে এই আইনমতে দণ্ডনীয় হইবেক না ইতি।

(সিপাহীর পোশাক অন্য ব্যক্তির পরিবার কথা।)

১৪০ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্‌টনের কি যুদ্ধজাহাজের কর্ম্মে নিযুক্ত সিপাহীপ্রভৃতি না হইয়া ও যদি কোন ব্যক্তি আপনি যে সিপাহী এই বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ সিপাহীর ব্যবহার্য্য কোন পোশাকের কি চিহ্নাদির মত কোন পোশাক কি চিহ্ন পরে কি ধারণ করে, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবেক কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

---

৮ অধ্যায়।

সাধারণ ব্যক্তিরদের শান্তিভঙ্গনের অপরাধের বিধি।

(বেআইনীমতে জনতা হইবার কথা।)

১৪১ ধারা। পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তির জনতা হইলে যদি সেই জনতার সর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তির নিম্নের লিখিত কোন অভিপ্রায় থাকে তবে "বেআইনীমতের জনতা" বলা যায়। যথা

প্রথম। যদি অপরাধযুক্ত বলদ্বারা, কি অপরাধযুক্ত বলপ্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কিম্বা কর্তৃত্ব কর্ম্মনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের কি কোন প্রেসীডেন্সীর গবর্ণমেণ্টের কি কোন লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের কি রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের আইনমতের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করণ কালে তাঁহাকে ভয় দর্শাইবার অভিপ্রায় থাকে। কিম্বা

দ্বিতীয়। যদি আইনমতের কোন কর্ম্ম হইবার কি আইনমতের কোন পরওয়ানা জারী হইবার বাধা করিবার অভিপ্রায় থাকে। কিম্বা

তৃতীয়। যদি কোন অপক্রিয়া কি অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কি অন্য অপরাধ করণের অভিপ্রায় থাকে। কিম্বা

চতুর্থ। যদি কোন ব্যক্তির উপর অপরাধ যুক্ত বল দ্বারা অথবা অপরাধযুক্ত বল প্রদর্শনক্রমে কোন সম্পত্তি লইবার কি প্রাপ্ত হইবার, কিম্বা কোন ব্যক্তির কোন পথে গমনাগমনের অধিকার কিম্বা জলের ব্যবহার কিম্বা কোন স্থাবর বস্তুসংক্রান্ত যে কোন ভোগোপযোগি স্বত্বে অধিকার কিম্বা উপভোগ থাকে তাহা রহিত করিবার, কিম্বা কোন স্বত্ব কি কল্পিত স্বত্বক্রমে বলপূর্ব্বক কার্য্য করাইবার অভিপ্রায় থাকে। কিম্বা

পঞ্চম। যদি অপরাধ যুক্ত বলদ্বারা কি অপরাধযুক্ত বলদর্শাইয়া কোন ব্যক্তির আইনমতে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে তাহাকে সেই কর্ম্ম করাইবার, কিম্বা আইনমতে তাহার যে কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে তাহা তাহাকে করিতে না দিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে সেই সকল ব্যক্তিকে বেআইনীমতের জনতা বলা যায়।

অর্থের কথা। ব্যক্তিরা যে সময়ে একত্র হইয়াছিল সেই সময়ে বেআইনীমতের জনতা না হইলেও, পরে বেআইনীমতের জনতা হইতে পারে ইতি।

(বেআইনীমতের জনতাতে মিলিত হওয়ার কথা।)

১৪২ ধারা। যে কার্য্যের দ্বারা কোন জনতা বেআইনীমতের জনতা হয় তাহা জানিয়াও যদি কেহ মনস্থ করিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হয় কি তাহারদের মধ্যে থাকে তবে সেই ব্যক্তিকে বেআইনীমতের জনতার এক ব্যক্তি বলা যায় ইতি।

দণ্ডের কথা।

১৪৩ ধারা। বেআইনীমতের জনতার ব্যক্তি যে হয় সে ছয়মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

(প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনীমতের জনতার সহিত মিলিবার কথা।)

১৪৪ ধারা। প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া কিম্বা যে কোন বস্তুদ্বারা আঘাত করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয় এমত কোন বস্তু লইয়া যে কেহ বেআইনীমতের জনতার এক ব্যক্তি হয় সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড হইবেক, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(বেআইনীমতের জনতার লোকদিগকে জনতা ভঙ্গকরিয়া পৃথক হইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হইলে অথবা তন্মধ্যে থাকিলে তাহার কথা।)

১৪৫ ধারা। বেআইনীমতের জনতার ব্যক্তিদিগকে জনতা ভঙ্গ পূর্ব্বক পৃথক হইবার আজ্ঞা আইনের নির্দ্দিষ্টমতে হইয়াছে ইহা জানিয়া যদি কেহ সেইরূপ বেআইনীমতের জনতার সহিত মিলিত হয় কি তাহার মধ্যে থাকে, তবে সেই লোক দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড হইবেক, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(সাধারণের অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে তন্মধ্যের এক জনের বলপ্রকাশ করণের কথা।)

১৪৬ ধারা। যখন বেআইনীমতের জনতার সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে ঐ জনতার লোকেরা কিম্বা তাহারদের কোন এক ব্যক্তি বল কিম্বা অত্যাচারপূর্ব্বক কর্ম্ম করে তখন সেই জনতার প্রত্যেক জন হঙ্গামা করিবার অপরাধী হয় ইতি।

(হঙ্গামা করিবার দণ্ডের কথা।)

১৪৭ ধারা। যে কেহ হঙ্গামা করিবার অপরাধী হয় সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার অর্থদণ্ড হইবেক কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হঙ্গামা করণের কথা।)

১৪৮ ধারা। যে কেহ প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া কিম্বা যে কোন বস্তুদ্বারা আঘাত করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয় এমত কোন বস্তু লইয়া, হঙ্গামা করিবার অপরাধী হয় সে তিনবৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, অথবা তাহার অর্থদণ্ড হইবেক, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে যে অপরাধ করা যায় বেআইনীমতের জনতার প্রত্যেক জন সেই অপরাধের অপরাধী জ্ঞান হইবার কথা।)

১৪৯ ধারা। যদি বেআইনীমতের জনতার কোন লোক সেই জনতার সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে কোন অপরাধ করে, কিম্বা ঐ জনতার লোকেরা ঐ অভিপ্রায় সফল হইবার জন্যে যে অপরাধ হইবার সম্ভাবনা জানে এমত কোন অপরাধ করে, তবে সেই অপরাধ করিবার যে সময়ে সকল ব্যক্তি ঐ জনতার লোক হইয়া থাকে তাহারদের প্রত্যেক জন সেই অপরাধের দোষী হইবে ইতি।

(বেআইনমতের জনতায় লিখিত হইবার জন্যে লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখিবার কথা, কিম্বা ঠিকা করিয়া লইবার কর্ম্ম দেখিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকিবার কথা।)

১৫০ ধারা। বেআইনীমতে কোন জনতায় মিলিত হইবার জন্যে কি ঐ জনতার মধ্যগত হইবার জন্যে যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে ঠিকা করিয়া রাখে কি কোন ব্যক্তির সহিত করার করে, কি তাহাকে নিযুক্ত করে কি তাহাকে ঠিকা করিয়া রাখি-

বার কি তাহার সহিত করার হইবার কি তাহাকে নিযুক্ত করিবার কার্য্য প্রচলিত করে কি দেখিয়াও কিম্বা চুপ করিয়া থাকে, তবে ঐ বেআইনীমতের জনতার লোক-স্বরূপ তাহার দণ্ড হইতে পারিবে, ও তদ্রূপ ঠিকা করিয়া রাখণ কি করার হওন কি কর্ম্মে নিযুক্ত হওনক্রমে ঐ বেআইনীমতের জনতার লোকস্বরূপ সেই ব্যক্তির দ্বারা যে কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহার নিমিত্তেও ঐ ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে। অর্থাৎ আপনি ঐ জনতার লোক হইলে কি আপনি ঐ অপরাধ করি-লে তাহার যেরূপে দণ্ড হইতে পারিত সেইরূপে দণ্ড হইবে ইতি।

(পাঁচ কি তাহার অধিক জনের জনতার লোকদিগকে জনতাভঙ্গপূর্ব্বক পৃথক্ হইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতার সঙ্গে মিলিত হইলে কি তা-হাতে থাকিলে তাহার কথা।)

১৫১ ধারা। পাঁচ কি ততোধিক জনের যে কোন জনতার দ্বারা সাধারণ ব্যক্তিরদের শান্তি ভঙ্গনের সম্ভাবনা হয়, সেই জনতার লোকদিগকে পৃথক২ হইয়া চলিয়া যাই-বার আজ্ঞা আইনমতে করা গেলে পর, যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাতে মিলিত হয় কি তাহার মধ্যে থাকে, তবে সেই ব্যক্তির ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড হইবেক কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা। যদি সেই জনতা ১৪১ ধারার অর্থের অন্তর্গত বেআইনীমতের জনতা হয়, তবে অপরাধির ১৪৫ ধারামতে দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারক যখন হঙ্গামাপ্রভৃতি নিবারণ করেন তখন তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিলে কি তাঁহাকে বাধা দিলে তাহার কথা।)

১৫২ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক আপন পদসংক্রান্ত কর্ম্ম রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে নির্ব্বাহ করত যে সময়ে বেআইনীমতের জনতা ভঙ্গ করিবার কি হঙ্গামা কি দাঙ্গা রহিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন সেই সময়ে যে কেহ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করে, কি আক্রমণ করিবার ভয় দেখায় কি তাঁহাকে বাধা দেয় কি বাধা দিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা সেই কার্য্যকারকের উপর অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে কি প্রকাশ করিবার ভয়দর্শায় কি উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎস-রের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থ-দণ্ড হইবেক কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(হঙ্গামা করাইবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাইলে, যদি হঙ্গামা হয় কি যদি হঙ্গামা না হয় তবে তাহার কথা।

১৫৩ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি দ্বেষপূর্ব্বক কি নিষ্প্রয়োজনে বেআইনী কোন ক্রিয়া করণদ্বারা কোন ব্যক্তির রাগ জন্মায়, আর তাহার এমত অভিপ্রায় কি জ্ঞান থাকে যে সেইরূপ রাগ জন্মাইলে হঙ্গামার অপরাধ হইবার সম্ভাবনা, তবে সেইরূপ রাগ জন্মানপ্রযুক্ত হঙ্গামার অপরাধ হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার অর্থদণ্ড হইবেক কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ও সেই হঙ্গামার অপরাধ না হইলে সেই লোক ছয় মা-

সেব অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার অর্থ-দণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(যে ভূমিতে বেআইনীমতের জনতা হয় সেই ভূমির স্বামির কি দখীলকারের কথা।)

১৫৪ ধারা। যখন বেআইনীমতের কোন জনতা কি হঙ্গামা উপস্থিত হয়, তখন যে ভূমিতে ঐ বেআইনীমতের জনতা কি ঐ হঙ্গামা হয় তাহার স্বামী কি দখীল-কার ও সেই ভূমিতে যে কোন ব্যক্তির কোন সম্পর্ক কি সম্পর্কের কোন দাওয়া থাকে, সেই ব্যক্তি কি তাহার গোমস্তা কি সরবরাহকার যদি সেই অপরাধ হইতেছে কি হইয়াছে জানিয়াও, কিম্বা হইবেক এমত বিশ্বাস করিবার হেতু পাইয়াও, সেই কথার সম্বাদ আপনার কি আপনারদের সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া পোলীসের অতি নিকট থানার প্রধান কার্য্যকারককে না দেয়, ও সেই অপরাধ হইবে তাহার কি তাহারদের এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে যদি তাহা নিবারণ করিবার জন্যে আপনার কি আপনারদের সাধ্যপর্য্যন্ত আইনমতের সকল উপায়মতে কার্য্য না করে, ও সেই অপরাধ হইয়া থাকিলে যদি আপনার কি আপনারদের সাধ্যমতে ঐ হঙ্গামা নিবারণ করিতে কি বেআইনীমতের জনতার লোকদিগকে জনতাভঙ্গ-পূর্ব্বক পৃথক্ করিতে আইনমতের সকল উপায়মতে কার্য্য না করে, তবে সেই ভূস্বামির কি দখিলকারের এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

(যাহার উপকারার্থে হঙ্গামা হয় তাহার দায়ের কথা।)

১৫৫ ধারা। যদি কোন হঙ্গামা কোন ভূস্বামির অথবা দখীলকারের পক্ষে কিম্বা উপকারার্থে হয়, কিম্বা সেই ভূমিতে যাহার কোন সম্পর্কের দাওয়া থাকে কি বিবাদের যে বিষয় লইয়া হঙ্গামা হয় তাহাতে যে লোকের কোন সম্পর্কের দাওয়া থাকে কিম্বা হঙ্গামা হইতে যে কেহ কিছু উপকার গ্রহণ করিয়াছে কি পাইয়াছে এমত কোন ব্যক্তির উপকারের জন্যে কি তাহার পক্ষে যদি সেইরূপ হঙ্গামা হয়, তবে ঐ হঙ্গামা হইতে পারিবে কিম্বা বেআইনীমতের যে জনতাদ্বারা হঙ্গামা হয় সেই জনতা হইতে পারিবে ইহা বিশ্বাস করিবার হেতু জানিয়া যদি সেই ব্যক্তি কি তাহার গোমস্তা কি সরবরাহকার সেই বেআইনীমতের জনতা কি হঙ্গামা না হই-বার ও সেই হঙ্গামা নিবারণ করিবার ও জনতা ভঙ্গপূর্ব্বক লোকদিগকে পৃথক্ করিতে আপনার কি আপনারদের সাধ্যের মধ্যে আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করে তবে সেই ভূস্বামিপ্রভৃতি। অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

(যে স্বামির কি দখীলকারের উপকারার্থে হঙ্গামা হয়, তাহার গোমস্তার দা-য়ের কথা।)

১৫৬ ধারা। যদি কোন হঙ্গামা কোন ভূস্বামির অথবা দখীলকারের পক্ষে কিম্বা উপকারার্থে কিম্বা সেই ভূমিতে অথবা বিবাদের যে বিষয় লইয়া হঙ্গামা হয় তা-হাতে যে ব্যক্তি কোন সম্পর্কের দাওয়া রাখে তাহার, কিম্বা সে হঙ্গামা হইতে যে কোন ব্যক্তি কোন উপকার গ্রহণ করিয়াছে কি পাইয়াছে সেই ব্যক্তির উপকা-রের জন্যে কি তাহার পক্ষে যদি ঐ হঙ্গামা হয়, তবে ঐ লোকের গোমস্তা কি সর-

বরাহকার, ঐ হঙ্গামা হইতে পারিবে কিম্বা যে জনতার দ্বারা সেই হঙ্গামা হয় বেআইনীমতের সেই জনতা হইতে পারিবে ইহা বিশ্বাস করিবার হেতু জানিয়া, যদি সেই হঙ্গামা কি জনতা না হইবার ও তাহা নিবারণ করিবার ও লোকদিগকে জনতা ভঙ্গপূর্ব্বক পৃথক্ করিবার আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে আপনার সাধ্যপর্য্যন্ত কার্য্য না করে, তবে ঐ গোমস্তার কি সরবরাহকারের অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

(বেআইনীমতের জনতার নিমিত্তে যে ব্যক্তিদিগকে ঠিকা করিয়া রাখা যায় তাহারদিগকে আশ্রয় দিবার কথা।)

১৫৭ ধারা। কোন ব্যক্তিদিগকে বেআইনীমতের জনতার মধ্যে মিলিত হইবার জন্যে কি ঐ জনতার মধ্যগত হইবার জন্যে ঠিকা করিয়া রাখা গিয়াছে কি তাহারদের সহিত করার হইয়াছে কি তাহারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা গিয়াছে, কিম্বা ঠিকা করিয়া লওয়া যাইবে কি তাহারদের সহিত করার হইবে কি তাহারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে জানিয়া, যদি কোন ব্যক্তি তাহারদিগকে আপনার দখলে কি জিম্মায় কি কর্ত্তৃত্বাধীন কোন ঘরে কি বাড়ীতে আশ্রয় দেয়, কি গ্রহণ করে কি সংগ্রহ করে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে কি তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

(বেআইনীমতের জনতাতে কি হঙ্গামাতে সাহায্য করিবার জন্যে কি অস্ত্র লইয়া গমন করিবার জন্যে ঠিকা করিয়া নিযুক্ত হইবার কথা।

১৫৮। যে কোন লোকের সহিত ১৪১ ধারার লিখিত কর্য্যের মধ্যে কোন কার্য্য করিতে কি করিবার সাহায্য করিতে করার হয় কি যাহাকে ঠিকা করিয়া রাখা যায় কিম্বা যে কোন ব্যক্তি ঐ কারণে ঠিকা কর্ম্ম লইবার কি করারমতে নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব কি উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। আর পূর্ব্বোক্তমতে করার করিয়া কিম্বা ঠিকা করিয়া রাখা গেলে যে কেহ প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া কিম্বা যে কোন বস্তু দ্বারা আঘাত করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয় এমত কোন বস্তু লইয়া বেড়ায় কি গমন করিতে স্বীকার করে কি প্রস্তাব করে, সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(দাঙ্গার কথা।)

১৫৯ ধারা। যখন দুই কি ততোধিক ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে পরস্পর প্রহারাদি করত সাধারণ ব্যক্তিরদের শান্তিভঞ্জন করে, তখন তাহারা "দাঙ্গা করে" এমত বলা যায় ইতি।

(দাঙ্গা করিবার দণ্ডের কথা।)

১৬০ ধারা। যে কেহ দাঙ্গা করে সে এক মাসের অনধিক কোন্ কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবেক অথবা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

৯ অধ্যায়।

রাজকীয় কার্য্যকারকেরদের দ্বারা কি তাঁহারদের সম্পর্কীয় অপরাধের বিধান।

রাজকীয় কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্মের নিমিত্তে আইনমতে বেতনভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করিলে তাহার কথা।

১৬১ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া কি হইবার প্রত্যাশা করিয়া কোন ব্যক্তি যদি আপন পদের কোন কর্ম্ম করিবার কি করিতে ক্ষান্ত হইবার কিম্বা আপন পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ কালে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ কি নিগ্রহ করিবার কি করিতে ক্ষান্ত হইবার কিম্বা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কি কর্ত্তৃত্ব কার্য নির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টকে কি কোন প্রেসীডেন্সীর গবর্ণমেণ্টকে কি কোন লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবকে কি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কোন কার্য্যকারককে অনুরোধ করিয়া কোন লোকের উপকার কি অনুপকার করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার প্রবৃত্তিজনকভাবে কি পুরস্কারস্বরূপে আইনমতের বেতন ভিন্ন কোন ব্যক্তির স্থানে আপনার কি অন্য কোন কাহার নিমিত্তে কিছুমাত্র পারিতোষিক গ্রহণ করে কি লয় কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করে কি লইতে উদ্যোগ করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা। রাজকীয় কার্য্যকারক হইবার প্রত্যাশা করিয়া। যদি কোন ব্যক্তি সেইরূপ পদে নিযুক্ত হইবার প্রত্যাশা না থাকিলেও ছল করিয়া ও আমি সেইরূপ পদে নিযুক্ত হইব, হইলে তোমাদের উপকার করিব, অন্য ব্যক্তিরদের এই প্রকার বিশ্বাস জন্মাইয়া, তাহাদের স্থানে পারিতোষিক লয়, তবে সে বঞ্চনা করিবার দোষী হয় কিন্তু এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয় না।

"পারিতোষিক।" পারিতোষিক শব্দেতে টাকা পারিতোষিক কিম্বা যাহার মূল্য টাকাতে নিরূপণ হয় তাহা ভিন্ন অন্য প্রকারের পারিতোষিক ও বুঝায়।

আইনমতের বেতন। "আইনমতের বেতন এই শব্দেতে রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে যে বেতনের দাওয়া করিতে পারেন তাহাও বুঝায় ও তদ্ভিন্ন তিনি যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন সেই গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে অন্য যে টাকা গ্রহণ করিতে পারেন তাহাও বুঝায়।

"করিবার প্রবৃত্তি কি পুরস্কার।" কোন ব্যক্তির যাহা করিবার অভিপ্রায় না থাকে তাহা করিবার প্রবৃত্তিজনকভাবে কিম্বা যাহা করেন নাই এমত কর্ম্ম করিবার পুরস্কারস্বরূপে যাহা লইবেক তাহাও এই কথার মধ্যে বর্ত্তিবেক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামে এক জন মুনসেফ, যদু নামে এক কুঠীওয়ালার পক্ষে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার পুরস্কারস্বরূপে যদুর কুঠীতে আনন্দের ভ্রাতাকে কোন

কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া গিয়াছে। এমত স্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছেন।

(খ) কোন সাহেব সন্ধিবদ্ধ কোন রাজদরবারে রেসিডেণ্টী পদ পাইয়াছেন। তিনি ঐ রাজার মন্ত্রির স্থানে লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। ঐ সাহেব আপন পদসম্পর্কীয় কোন বিশেষ কর্ম্ম করিবার কি করিতে ক্ষান্ত হইবার, কিম্বা ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া ঐ রাজার কোন বিশেষ উপকার করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার প্রবৃত্তি কি পুরস্কারস্বরূপে যে ঐ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন এমত দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আপন পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে ঐ রাজাকে সাধারণমতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি কি পুরস্কারস্বরূপে ঐ সাহেব ঐ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন ইহা দৃষ্ট হয়। এ অবস্থাতেও ঐ সাহেব এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছেন।

(গ) আনন্দ নামে রাজকীয় এক জন কার্য্যকারক যদুর ভ্রম জন্মাইয়া তাহার এইরূপ বিশ্বাস করায় যে গবর্ণমেণ্টের নিকটে সেই আনন্দের অনুরোধে যদু উপাধি পাইয়াছে। এই কর্ম্মের পুরস্কার বলিয়া যদুর স্থানে আনন্দ কিছু টাকা লয়। ইহাতে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(দূষণীয় কি বেআইনীমতের উপায়ে রাজকীয় কার্য্যকারককে লওয়াইবার নিমিত্তে পারিতোষিক গ্রহণের কথা।)

১৬২ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি দূষণীয় কি বেআইনীমতের উপায়ে রাজকীয় কোন কার্য্যকারককে আপন পদের কোন কর্ম্ম করিবার কি করিতে ক্ষান্ত হইবার, কিম্বা সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণকালে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ কি নিগ্রহ করিবার, কিম্বা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কি কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টকে কি কোন প্রেসিডেন্সীর গবর্ণমেণ্টকে কি কোন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে কি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কোন কার্য্যকারককে অনুরোধ করিয়া কোন লোকের কিছু উপকার কি অপকার করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার প্রবৃত্তিজনকভাবে কিম্বা পুরস্কারস্বরূপে কিছু পারিতোষিক কোন ব্যক্তির স্থানে আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে গ্রহণ করে কি পায় কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করে কি পাইতে উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার অর্থদণ্ড হইবেক কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তিক্রমে কোন কার্য করিবার নিমিত্তে পারিতোষিক গ্রহণ করিবার কথা।)

১৬৩ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপত্তির বলে রাজকীয় কোন কার্য্যকারককে স্বীয় পদের কোন কর্ম্ম করিবার কি করিতে ক্ষান্ত হইবার, কিম্বা সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের পদের কর্ম্মনির্ব্বাহ করণকালে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ কি নিগ্রহ করিবার, কিম্বা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কি কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টকে কি কোন প্রেসিডেন্সীর গবর্ণমেণ্টকে কি কোন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে কি

রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কোন কর্য্যকারককে অনুরোধ করিয়া কোন ব্যক্তির কিছু উপকার কি অপকার করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার, প্রবর্ত্তকস্বরূপ-ভাবে কি পুরস্কারস্বরূপে কিছু পারিতোষিক কোন ব্যক্তির স্থানে আপনার কি অন্য কোন কাহার জন্যে গ্রহণ করে কি পায় কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করে কি পাইতে উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরি-শ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

বিচারকর্ত্তার সম্মুখে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিবার নিমিত্তে উকীল বেতন গ্রহণ করেন। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত দিতে চাহে তা-হাতে সেই দরখাস্তকারী যেং কর্ম্ম করিয়াছে ও তাহার যেং দাওয়া থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া সেই দরখাস্তের কথা শৃঙ্খলামতে লিখন এবং সংশোধন করণজন্যে কোন এক ব্যক্তিকে বেতন দেয়। কোন অপরাধির দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে ও ঐ দণ্ডে-র আজ্ঞা অন্যায়মতে হইয়াছে ইহা দর্শাইবার বিবরণ তাহার বেতনগ্রাহি মোক্তার গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে অর্পণ করে। ঐ সকল ব্যক্তি এই ধারার মধ্যে গণ্য হয় না, কেননা তাহারা স্বীয় প্রতিপত্তির বলে কার্য্য করায় নাই কি করাইবার কথা স্বীকা-রও করে নাই।

(রাজকীয় কার্য্যকারক পূর্ব্বোক্ত অপরাধের সহায়তা করিলে তাহার দণ্ডের কথা।)

১৬৪ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া যে ব্যক্তির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দুই ধারার লিখিত অপরাধ হয় এমত কর্য্যকারক যদি সেই অপরাধের সহায়তা করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

উদাহরণ।

আনন্দ সরকারী কার্য্যকারক। কোন বিশেষ লোককে কর্ম্ম দিতে ঐ আন-ন্দকে অনুরোধ করিবার জন্যে তাহারই স্ত্রী পুরস্কারস্বরূপ কি কোন বস্তু গ্রহণ করে। আনন্দ ও তাহার ঐ কর্ম্মে সহায়তা করে। ঐ স্ত্রী এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারিবেক কি তাহার অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইতে পারিবেক। আনন্দ তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারি-বে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইতে পারিবেক।

(রাজকীয় কার্য্যকারক যে মোকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য্য করেন তাহাতে যে ব্যক্তির কোন সম্পর্ক থাকে তাহাকে মূল্য না দিয়া তাহার স্থানে মূল্যবান কোন বস্তু গ্রহণ করিলে তাহার কথা।)

১৬৫ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক যে কোন মোকদ্দমা শুনেন কি যে কর্য্য করেন অথবা শুনিতে কি করিতে উদ্যত হন তাহাতে, কিম্বা তাঁহারই পদের কি-ম্বা তিনি যাঁহার অধীন থাকেন এমত কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের পদের কর্ম্মের সহিত যে মোকদ্দমার কি কর্ম্মের সম্পর্ক থাকে তাহাতে যে ব্যক্তির কোন সম্পর্ক

ছিল কি আছে কি হইবার সম্ভাবনা জানেন এমত ব্যক্তির স্থানে কিম্বা সেই ব্যক্তির সহিত যাহার লাভ ও ক্ষতি সম্পর্ক কি যাহার কুটুম্বতা থাকে এমত ব্যক্তির স্থানে যদি সরকারী কার্য্যকারক হইয়া কোন ব্যক্তি আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির জন্যে মূল্য না দিয়া কিম্বা যাহা উপযুক্ত মূল্য জানেন তাহার ন্যূন দিয়া মূল্যবান বস্তু গ্রহণ করেন কি প্রাপ্ত হন কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন কি পাইবার উদ্যোগ করেন, তবে সেই কার্য্যকারক দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেন কিম্বা তাঁহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

উদাহরণ।

(ক) এক জন কালেক্টর সাহেবের নিকটে যদুর বন্দোবস্তের মোকদ্দমা উপস্থিত আছে। কালেক্টর সাহেব ঐ যদুর এক বাটীতে বাস করিয়া ঐ বাটীর মাসের পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিবার করার করেন, কিন্তু সেই বাটীর ভাড়ার করার সরলভাবে হইলে দুই শত টাকা হয়। এই স্থলে কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত মূল্য না দিয়া যদুর স্থানে মূল্যবান বস্তু পাইয়াছেন।

(খ) জজ সাহেবের আদালতে যদুর এক মোকদ্দমা উপস্থিত আছে। ঐ জজ সাহেব সেই সময়ে ডিসকৌণ্ট লইয়া যদুর স্থানে কএকখান কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন। কিন্তু সেই সময়ে বাজারে কোম্পানির কাগজ প্রিমিয়মেতে বিক্রয় হয়। এই স্থলে জজ সাহেব উপযুক্ত মূল্য না দিয়া যদুর স্থানে মূল্যবান বস্তু পাইয়াছেন।

(গ) যদুর ভ্রাতা মিথ্যা শপথের নালিশে ধৃত হইয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আনীত হয়। কোন এক ব্যাঙ্কে মাজিস্ট্রেট সাহেবের কএক শ্যার ছিল তাহা তিনি প্রিমিয়ম লইয়া যদুকে বিক্রয় করেন কিন্তু সেই সময়ে ঐ ব্যাঙ্কের শ্যার বাজারে ডিসকৌণ্টে বিক্রয় হইতেছে। যদু ঐ শ্যারের মূল্য ও তাহার উপর প্রিমিয়ম দিয়া ঐ শ্যার লয়। মাজিস্ট্রেট সাহেব সেই প্রকারে যে টাকা লন তাহার বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্য না দিয়া মূল্যবান বস্তু লইয়াছেন।

(কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কার্য্যকারক আইনের বিধি অমান্য করিলে তাহার কথা।)

১৬৬ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া কোন ব্যক্তির যেরূপ কর্ম্ম করিতে হইবেক এই বিষয়ের আইনের কোন বিধি যদি সেই কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করে, কিম্বা সেইরূপে অমান্য করিলে কোন ব্যক্তির হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়াও অমান্য করে, তবে সেই কার্য্যকারক এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কোন আদালতে যদুর পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে। তাহাতে আনন্দনামক রাজকীয় কার্য্যকারক ঐ ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবার জন্যে ডিক্রী জারীক্রমে কিছু সম্পত্তি ক্রোক করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইয়াছে। কিন্তু আনন্দ ঐ আই-

নের বিধি অমান্য করিলে যত্নুর হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়াও ঐ ধ জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত দোষ করিয়াছে।

(রাজকীয় কার্য্যকারক হানি করিবার অভিপ্রায়ে দলীল অশুদ্ধ করিয়া লিখিয়া দিলে তাহার কথা।)

১৬৭ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হয় ও রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে তাহার প্রতি কোন দলীল প্রস্তুত করিবার কি তরজমা করিবার ভার থাকে, আর সে কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই দলীল অশুদ্ধ রূপে লেখা গেলে কি তরজমা হইলে কোন ব্যক্তির হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়াও যাহা অশুদ্ধ জানে কি বিশ্বাস করে এমতভাবে ঐ দলীল লেখে কি তরজমা করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারক আইনবিরুদ্ধে বাণিজ্যকার্য্য করিলে তাহার কথা।)

১৬৮ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্য করিতে আইনমতে নিষিদ্ধ হইয়াও যদি বাণিজ্য করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারক বেআইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করিলে কি নীলামে ডাকিলে তাহার কথা।)

১৬৯ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক যে কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হওয়াতে কোন বিশেষ সম্পত্তি ক্রয় করিতে কিম্বা তন্নিমিত্তে নীলামে ডাকিতে আইনমতে নিষিদ্ধ হয়, সে যদি আপনার কি অন্যের নামে কিম্বা অন্যেরদের সহযোগ কি অংশ করিয়া সেইরূপ সম্পত্তি ক্রয় করে কি তাহার নিমিত্তে নীলামে ডাকে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ও সেই সম্পত্তি যদি ক্রয় করিয়া থাকে তবে ঐ সম্পত্তি দণ্ড হইবেক ইতি।

(কোন ব্যক্তি আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাইলে তাহার কথা।)

১৭০ ধারা। কোন ব্যক্তির রাজকীয় বিশেষ কোন পদ নাই জানিয়াও যদি রাজকীয় কার্য্যকারকমতে তাহার সেই পদ থাকিবার ছল করে, কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির সেই পদ আছে সেই ব্যক্তি বলিয়া আপনাকে প্রকাশ করে ও সেই কল্পিত ভাবে সেই পদের ছলে কোন কার্য্য করে কি করিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(কেহ প্রতারণা ভাবে রাজকীয় কার্য্যকারকের পোশাক কি চিহ্ন পরিধান কি ধারণ করিলে তাহার কথা।)

১৭১ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজকীয় বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের কার্য্যকারক না

হইয়া আপনি সেই সম্প্রদায়ের কার্য্যকারক এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা এমত বিশ্বাস হইতে পারিবেক জানিয়া যদি সেই সম্প্রদায়ের রাজকীয় কার্য্যকারকের ব্যবহার্য্য কোন পোশাকের কি চিহ্নের সমান কোন পোশাক কি চিহ্ন পরিধান কি ধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার দুই শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

---

১০ অধ্যায়।

রাজকীয় কার্য্যকারকেরদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞার বিধান।

(রাজকীয় কার্য্যকারকের সমন কি অন্য পরওয়ানা জারী না হইবার জন্যে পলায়ন করিবার কথা।)

১৭২ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে যিনি সমন কি এত্তেলানামা কি হুকুম জারী করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন আছেন তদ্রূপ রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের জারীকরা কোন সমন কি এত্তেলানামা কি হুকুম জারী না হইবার জন্যে যদি কোন ব্যক্তি পলায়ন করে, তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবেক কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। যদি স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা হাজির হইবার কিম্বা কোন দলীল আদালতে উপস্থিত করিবার জন্যে সেই সমন কি এত্তেলানামা কি হুকুম হইয়া থাকে তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবেক কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(সমন কি অন্য পরওয়ানা জারীহওয়া কিম্বা তাহা প্রকাশকরা নিবারণ করিবার কথা।)

১৭৩ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে যিনি সমন কি এত্তেলানামা কি হুকুমজারী করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন আছেন তদ্রূপ রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের জারীকরা কোন সমন কি এত্তেলানামা কি হুকুম যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক আপনার কি অন্যের উপর জারী করিতে নিবারণ করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন সমন কি এত্তেলা কি হুকুম আইনসিদ্ধমতে কোন স্থানে লটকাইয়া দিতে জ্ঞানপূর্ব্বক নিবারণ করে; কিম্বা তদ্রূপ কোন সমন কি এত্তেলানামা কি হুকুম কোন স্থানে আইনসিদ্ধমতে লটকান গেলে তথা হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক উঠাইয়া দেয়, অথবা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে যিনি কোন কথা ঘোষণা করিবার আজ্ঞা করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞাক্রমে কোন কথা আইনসিদ্ধমতে ঘোষণা করিতে যে কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক নিবারণ করে, সে ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অ-

নধিক অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। অথবা যদি স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা হাজির হইবার কিম্বা কোন দলীল আদালতে উপস্থিত করিবার জন্যে ঐ সমন কি এত্তেলানামা কি হুকুম কি ঘোষণাপত্র হইয়া থাকে তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক অথবা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞা হইলেও হাজির না হইলে তাহার কথা।)

১৭৪ ধারা। কোন সময় কি এত্তেলানামা কি হুকুম কি ঘোষণাপত্র জারী করিতে আইনমতের ক্ষমতাপন্ন কোন রাজকীয় কার্য্যকারক ঐ রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে উক্ত প্রকারের সমন প্রভৃতি জারী করিলে যে কোন ব্যক্তি বিশেষ সময়ে ও স্থানে আপনি কি মোক্তারের দ্বারা হাজির হইতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া, সেই স্থানে কি সময়ে হাজির হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক ত্রুটি করে, কিম্বা যে স্থানে তাহার হাজির থাকিতে হয় সেই স্থান হইতে উপযুক্ত সময়ের অগ্রে চলিয়া যায় সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবেক কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। অথবা যদি সেই সমন কি এত্তেলানামা কি হুকুম কি ঘোষণাপত্র স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা কোন আদালতে উপস্থিত হইবার জন্যে হয়, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট হইতে আনন্দের নামে সফীনা জারী হয়। সেই সফীনা প্রমাণ আনন্দ সেই কোর্টে হাজির হইতে আইনমতে বদ্ধ আছে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক হাজির হইতে ত্রুটি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) জিলার জজ সাহেব আনন্দের নামে সাক্ষিস্বরূপে হাজির হইবার সমন জারী করেন। আনন্দ সেই সমন প্রমাণ হাজির হইতে আইনমতে বদ্ধ আছে কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক হাজির হইতে ত্রুটি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(যে কোন ব্যক্তি কোন দলীল উপস্থিত করিতে আইনমতে বদ্ধ হয় সে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে তদ্রূপ দলীল উপস্থিত করিতে ত্রুটি করিলে তাহার কথা।)

১৭৫ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন ব্যক্তির নিকটে যদি কেহ কোন দলীল উপস্থিত করিতে কি দাখিল করিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে কি দাখিল করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবেক কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। অথবা যদি সেই দলীল কোন আদালতে উপস্থিত করিতে কি দাখিল করিতে হয় তবে সে ছয় মাসের অনধিক

কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন জিলার আদালতে কোন দলীল উপস্থিত করিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক ত্রুটি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে এত্তেলা কি সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া সেই এত্তেলা কি সম্বাদ দেওনে ত্রুটি করিলে তাহার কথা।)

১৭৬ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন ব্যক্তিকে যদি কেহ কোন এত্তেলা দিতে কি কোন কথার সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া আইনের আজ্ঞামতে ও সময়ে সেইরূপ এত্তেলা কি সম্বাদ দিতে জ্ঞানপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে, অথবা যে এত্তেলা কি সম্বাদ দিবার আজ্ঞা থাকে তাহা যদি কোন অপরাধ করণের বিষয়ের হয়, কিম্বা যদি অপরাধ নিবারণের নিমিত্তে, কিম্বা অপরাধিকে ধৃত করিবার জন্যে প্রয়োজন হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(মিথ্যা সম্বাদ দিবার কথা।)

১৭৭ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারকের নিকটে কোন কথার সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি সেই বিষয়ের জানত মিথ্যা কিম্বা যাহা মিথ্যা জানিবার কারণ পাইয়াছে এমত সম্বাদ সত্য বলিয়া দেয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। আইনমতে তাহার যে সম্বাদ দিতে হয় তাহা যদি কোন অপরাধ করণের বিষয়ের হয়, কিম্বা যদি কোন অপরাধ নিবারণ নিমিত্তে, কিম্বা অপরাধিকে ধৃত করিবার নিমিত্তে সেই সম্বাদের প্রয়োজন হয়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কোন ভূম্যধিকারী জানে যে আপন মহালের মধ্যে কোন লোক হত্যা হইয়াছে, কিন্তু সে জ্ঞানপূর্ব্বক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মিথ্যা সম্বাদ দিয়া কহে যে সেই লোক সর্প ঘাতে অকস্মাৎ মরিয়াছে। সেই ভূম্যধিকারী এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

(খ) কোন গ্রামের নিকটে যদু নামে এক ধনাঢ্য মহাজন বাস করে। তাহার বাটীতে ডাকাইতী করিবার জন্যে বহু উদাসীন লোকের এক দল সেই গ্রাম দিয়া

যায়। গ্রামের চৌকীদার তাহা জানিয়াও বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৭ ধারার ৫ প্রকরণমতে ঐ কথার সম্বাদ বিহিত কালে ও অগৌণে নিকটস্থ পোলীসের থানার আমলাকে দেওয়া সেই চৌকীদারের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল কিন্তু চৌকীদার জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা সম্বাদ দিয়া ডাকাইতেরা যে দিগে গিয়াছিল তাহার অন্য দিগ দেখাইয়া, কহে যে অতিদূরবর্ত্তি অমুক গ্রামে ডাকাইতী করিবার জন্যে এক দল দুশ্চরিত্র লোক আমার গ্রাম দিয়া গেল। এই স্থলে ঐ চৌকীদার এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

(রাজকীয় কার্য্যকারক শপথ করিতে উপযুক্তমতে আজ্ঞা করিলেও শপথ না করিবার কথা।)

১৭৮ ধারা। রাজকীয় যে কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে সত্য কথা কহিতে শপথ করিবার আজ্ঞা করণে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন, তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে সেই প্রকারে শপথ করিতে আজ্ঞা করেন, তখন সেই ব্যক্তি সেই রূপে শপথ করিতে স্বীকার না করিলে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় যে কার্য্যকারকের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ক্ষমতা থাকে তাঁহাকে উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে তাহার কথা।)

১৭৯ ধারা। যদি কোন লোক কোন বিষয়ের সত্য কথা রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নিকটে কহিতে আইনমতে বদ্ধ থাকেও সেই রাজকীয় কার্য্যকারক আপনার আইনমতের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া সেই ব্যক্তিকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে যদি সেই ব্যক্তি উত্তর দিতে স্বীকার না করে তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(বিবরণপত্রে স্বাক্ষর করিতে স্বীকার না করিবার কথা।)

১৮০ ধারা। কোন বিবরণপত্রে স্বাক্ষর করিবার আজ্ঞা করিতে যে রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে ক্ষমতাপন্ন আছেন তিনি তাহাতে দস্তখৎ করিতে আজ্ঞা করিলে যদি কোন ব্যক্তি আপনার করা ঐ বিবরণপত্রে দস্তখৎ করিতে স্বীকার না করে, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে কিম্বা যাঁহার শপথ করাইবার ক্ষমতা থাকে তাঁহার নিকটে শপথ করিয়া মিথ্যা কহিবার কথা।)

১৮১ ধারা। কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির আইনমতে শপথ করাইবার ক্ষমতা থাকে তাঁহার নিকটে কোন বিষয়ের সত্য কথা কহিতে শপথক্রমে আইনমতে বদ্ধ হইয়া যদি কোন ব্যক্তি সেই রাজকীয়

কার্য্যকারিককে কিম্বা উক্ত প্রকারের অন্য ব্যক্তিকে সেই বিষয়ের মিথ্যা কথা কহে কিম্বা যাহা মিথ্যা জানে কি বোধ করে কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করে এমত কথা কহে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারককে অন্য ব্যক্তির হানিজনকরূপে আইনমতের ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা সম্বাদ দেওনের কথা।)

১৮২ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ আপন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তির হানি করেন কি ক্লেশ জন্মান্ এই অভিপ্রায়ে কিম্বা জন্মাইবেন এমত সম্ভাবনা জানিয়া যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্বাদ মিথ্যা জানিয়া কি বোধ করিয়া সেই রাজকীয় কার্য্যকারককে দেয়, কিম্বা যে বিষয়ের ঐ সম্বাদ দেওয়া যায় তাহার সত্য বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলে ঐ কার্য্যকারকের যেরূপ কর্ম্মকরা কি করিতে ক্ষান্ত হওয়া অনুচিত হইত, তিনি এমত কর্ম্ম করেন কি এমত কর্ম্মে ক্ষান্ত হন এই অভি-প্রায়ে, কিম্বা করিবেন কি ক্ষান্ত হইবেন এমত সম্ভাবনা জানিয়া যদি কোন ব্যক্তি তদ্রূপ সম্বাদ মিথ্যা জানিয়া কি বোধ করিয়া রাজকীয় কোন কার্য্যকারককে দেয়, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই সম্বাদ দেয় যে তাঁহার অধীন যদু নামে পোলীসের এক জন আমলা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি কিম্বা অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছে কিন্তু সেই আনন্দ জানে যে এই কথা মিথ্যা ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা শুনিয়া যদুকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন, তথাপি সেই কথা জানায়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) রাজকীয় কার্য্যকারককে আনন্দ এই মিথ্যা সম্বাদ দেয় যে যদু কোন গুপ্ত স্থানে বিনানুমতির কিছু লবণ রাখিয়াছে। সেই সম্বাদ মিথ্যা জানিয়া এবং সেই সম্বাদ দেওয়াতে যদুর খানাতলাশী হইয়া তাহার অত্যন্ত ক্লেশ জন্মিবেক এমত সম্ভাবনা জানিয়া ঐ সম্বাদ দেয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(রাজকীয় কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ ক্ষমতামতে সম্পত্তি লইবার বাধা বল-পূর্ব্বক দিলে তাহার কথা।)

১৮৩ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে কোন সম্পত্তি লইতে হইলে, যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাকে রাজকীয় কার্য্যকারক জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বাধা দেয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ের বাধা দিবার কথা।)

১৮৪ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপ কোন কার্য্যকারকের আইন সিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে উপস্থিত করা যায় তাহার কোন বিক্রয়ের বিষয়ে যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক বাধা করে, তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তির নীলাম হয় তাহা বেআইনী-মতে ক্রয় করিলে কি তন্নিমিত্তে ডাকিলে তাহার কথা।)

১৮৫ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপ কোন কার্য্যকারকের আইন সিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে যখন সম্পত্তি বিক্রয় হয়, তখন যদি কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি নীলাম ক্রয় করিতে আপনাকে আইন মতে অক্ষম জানিয়া আপনি তাহা ক্রয় করে কি তাহার নিমিত্তে নীলামে ডাকে, কিম্বা অন্য লোককে তদ্রূপে অক্ষম জানিয়া তাহার নিমিত্তে তাহা ক্রয় করে কি নীলামে ডাকে কিম্বা ডাকিয়া আপনার প্রতি দায় ঘটনা করে, কিন্তু উক্ত ডাক সফল করিবার মানস করে না, তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারক যে সময়ে আপন পদের কর্ম্ম করেন সেই সময়ে তাঁহার বাধা দিবার কথা।)

১৮৬ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক যে সময়ে আপন পদের কর্ম্ম করিতে-ছেন, এমত সময়ে যদি কেহ তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দেয় তবে সেই ব্যক্তি তিন মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়াও তাহা না করিলে তাহার কথা।)

১৮৭ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের স্বীয় পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণকালে তাঁহার সাহায্য করা কি সাহায্য করাইয়া দেওয়া যে ব্যক্তির আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই ব্যক্তি যদি জ্ঞানপূর্ব্বক সেইরূপ সাহায্য না করে কি সাহায্য না করাইয়া দেয়- তবে সে এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক এবং আইনমতে যিনি সাহায্য পাইবার অনুজ্ঞা করিতে পারেন এমত কোন রাজকীয় কার্য্যকারক যদি কোন আদালতের আইনমতে দেওয়া কোন পরওয়ানা জারী করিবার, কিম্বা কোন অপরাধ নিবারণ করিবার, কিম্বা দাঙ্গা কি হঙ্গামা নিবারণ করিবার জন্যে, কিম্বা যাহার নামে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে কি যে জন অপরাধে দোষী আছে কি আইনমতের কয়েদ হইতে যে পলাইয়াছে এমত কোন

লোককে ধরিবার জন্যে কোন ব্যক্তির তদ্রূপ সাহায্য পাইবার অনুজ্ঞা করেন, তবে সেই ব্যক্তি ঐ সাহায্য না করিলে ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনা, পরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারক যে হুকুম উচিতমতে জারী করেন তাহা অমান্য করিবার কথা।)

১৮৮ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক যদি কোন হুকুম করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া তদ্রূপ হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন কিম্বা আপনার অধিকৃত কি তত্ত্বাধীন কোন সম্পত্তির বিষয়ে বিশেষমতে কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি ইহা জানিয়াও যদি ঐ হুকুম অমান্য করে, তবে সেই হুকুম অমান্য করাতে যদি আইনসিদ্ধমতে ঐ কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তির বাধা কি ক্লেশ কি হানি হয় কি হইবার সম্ভাবনা থাকে কিম্বা বাধা কি ক্লেশ কি হানি হইবার আশঙ্কা জন্মে, তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। আর যদি সেই হুকুম অমান্য করাতে ব্যক্তিরদের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের ব্যাঘাত হয় কি হইবার সম্ভাবনা হয়, কিম্বা দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হয় কি হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা।—অপকার করিতে অপরাধির অভিপ্রায় না থাকিলেও কিম্বা সেই হুকুম অমান্য করিলে অপকার হইবার সম্ভাবনা এমত বিবেচনা না করিলেও, যে আজ্ঞা অমান্য করিয়াছে সেই আজ্ঞা হইবার কথা যদি জানে ও সেই আজ্ঞা অমান্য করাতে যদি অপকার হয় কি হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে তাহার ঐ দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

কোন পার্ব্বণ সময়ে লোকেরা কোন বিশেষ রাস্তা দিয়া যাইবেক না এমত হুকুম করিতে যে কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা থাকে তিনি সেই হুকুম করিয়াছেন, আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ হুকুম অমান্য করে ও তাহাতে হাঙ্গামা হইবার আশঙ্কা হয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(রাজকীয় কার্য্যকারকের হানি করিবার ভয় দর্শাইবার কথা।)

১৮৯ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি রাজকীয় কোন কার্য্যকারককে আপনার সরকারী পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম করাইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা কোন কর্ম্ম করিতে ক্ষান্ত করাইবার কি বিলম্ব করাইবার অভিপ্রায়ে তদ্রূপ কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের হানি করিবার, কিম্বা তাহার বিবেচনাতে যে ব্যক্তির ক্ষতিলাভেতে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় দর্শায়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের আশ্রয় না লয় এই জন্যে তাহার হানি করিবার ভয় দর্শাইবার কথা।)

১৯০ ধারা। কোন লোকের কিছু হানি হইবার সম্ভাবনা হইলে তাহাকে আশ্রয় দিবার কি দেওয়াইবার যে রাজকীয় কার্য্যকারকের আইনমতে ক্ষমতা থাকে এমত কোন কার্য্যকারকের নিকটে সেই ব্যক্তি আইনমতে আশ্রয় প্রার্থনা না করে কি প্রর্থনা করিতে ক্ষান্ত হয় এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ সেই ব্যক্তির হানি করিবার ভয় প্রদর্শন করে, তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

---

১১ অধ্যায়।

মিথ্যা প্রমাণের ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান।

(মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার দণ্ডের কথা।)

১৯১ ধারা। যে কেহ শপথপূর্ব্বক কিম্বা আইনের বিশেষ কোন বিধিক্রমে সত্য কথা কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া, কিম্বা কোন বিষয়ের বিবরণ করিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া, কোন মিথ্যা কথা কহে কিম্বা যাহা মিথ্যা জানে কি মিথ্যারূপে বিশ্বাস করে কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করে এমত কথা যে কহে সে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।

১ অর্থের কথা।—কোন বৃত্তান্ত বাচনিক কি অন্য প্রকারে করা গেলেও তাহা এই ধারার অর্থের মধ্যে গণনীয়।

২ অর্থের কথা।—কোন ব্যক্তি আপন বিশ্বাসের বিষয়ে যে মিথ্যা উক্তি করে তাহা এই ধারার অর্থের মধ্যে গণনীয়। কোন ব্যক্তি কোন কথা না জানিয়াও যদি বলে যে জানে, তবে সে যেমন মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার দোষী হয়, তদনুরূপ কোন ব্যক্তি কোন কথা বিশ্বাস না করিয়া যদি বলে যে বিশ্বাস করি, তবে সেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার দোষী হয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদুর স্থানে বলরামের এক হাজার টাকা যথার্থ পাওনা আছে। আনন্দ সেই দাওয়ার পোষকতায় বিচারের সময়ে শপথ করিয়া মিথ্যা কহে যে বলরামের দাওয়া ন্যায্য, যদুকে এই কথা কহিতে সে স্বয়ং শুনিয়াছি। আনন্দের মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয়।

(খ) আনন্দ সত্য কথা কহিতে শপথপূর্ব্বক বদ্ধ হইয়া কোন পত্রে কাহারি স্বাক্ষর দেখিয়া কহে যে এই অক্ষর যদুর হস্তলিখিত অক্ষর এমত বিশ্বাস করি। কিন্তু বাস্তব সে অক্ষর যদুর হস্তলিখিতরূপে বিশ্বাস করে না। এই স্থলে আনন্দ যাহা মিথ্যা জানিত তাহা সত্যরূপে কহিয়াছে অতএব সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

(গ) যদুর হাতের অক্ষর সাধারণমতে যে প্রকারের হয় তাহা জানিয়া আনন্দ

কোন স্বাক্ষর দেখিয়া বলে যে এই অক্ষর যদুর লিখিত অক্ষর আমার এমত বিশ্বাস হয় আর আনন্দ সরলভাবে তাহা বিশ্বাসও করে এই স্থলে আনন্দ যে কথা কহে তাহা কেবল আপন বিশ্বাসের কথা আর সেই বিশ্বাসপর্যন্ত সেই কথা সত্য। অতএব যদিও সেই অক্ষর যদুর হাতের অক্ষর না হয় তথাপি আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় নাই,

(ঘ) আনন্দ সত্য কথা কহিতে শপথপূর্ব্বক বদ্ধ হইয়া কহে যে যদু অমুক দিনে অমুক স্থানে ছিল এই বিষয় আমি জানি। বাস্তব সেই বিষয়ে কিছুই জানে না। ইহাতে যদু সেই স্থানে যদি ছিল কি নাও ছিল তথাপি আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

(চ) আনন্দ দোভাষী কি তরজমানবীস হইয়া, কোন বৃত্তান্তের কি দলীলের প্রকৃত অর্থ করিতে কি তাহা প্রকৃতভাবে তরজমা করিতে শপথপূর্ব্বক বদ্ধ হইয়া তাহার প্রকৃত অর্থ কি তরজমা যাহা নহে ও যাহা প্রকৃত অর্থ কি তরজমা বলিয়া বিশ্বাস না করে, ঐ দলীলের কি বৃত্তান্তের এমত অর্থ কি তরজমা প্রকৃত বলিয়া দেয় কি প্রকৃত বলিয়া তাহার নিদর্শন দেয়। এমত স্থলে আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

(মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিবার কথা।)

১৯২ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যাপার উপস্থিত করায় কিম্বা কোন বহীতে কি লিপিতে কোন মিথ্যা কথা লিখিয়া দেয়, কিম্বা মিথ্যা কথা যাহাতে থাকে এমত কোন দলীল প্রস্তুত করে, ও আদালতের কোন মোকদ্দমা প্রভৃতিতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে কি সালিসের সম্মুখে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্যেতে ঐ ঘটনা, কি ঐ বহীপ্রভৃতির লিখিত কথা প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা যায় ও সেইরূপ কোন মোকদ্দমা প্রভৃতির কার্য্যেতে যে ব্যক্তির প্রমাণদৃষ্টে বিচার করিতে হইবে তাঁহার নিকটে উক্ত প্রকারে প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা ঐ ব্যাপারের কি মিথ্যা কথার কি মিথ্যা বৃত্তান্তের দ্বারা ঐ মোকদ্দমাপ্রভৃতির ফলসম্পর্কীয় কোন মূল বিষয়ে তাঁহার ভ্রম জন্মে ঐ ব্যক্তির যদি এই অভিপ্রায় থাকে, তবে সেই ব্যক্তি "মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিয়াছে" ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদুর বাক্সের মধ্যে কিছু গহনা পাওয়া গেলে সে চোররূপে দোষী হইবেক এই অভিপ্রায়ে আনন্দ যদুর বাক্সেতে কিছু গহনা রাখে। ইহাতে আনন্দ মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিয়াছে।

(খ) আনন্দ কোন আদালতে কোন কথার প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইবার জন্যে আপন দোকানের খাতায় মিথ্যা কথা লেখে। আনন্দ মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিয়াছে।

(গ) যদুকে কোন অপরাধের ষড়যন্ত্র করিবার দোষী করাইবার অভিপ্রায়ে, আনন্দ যদুর হস্তাক্ষরের মত অক্ষর করিয়া ঐ অপরাধের ষড়যন্ত্রের সহকারি কোন লোকের নামে পত্র লিখিয়া, পোলীসের কার্য্যকারকেরা যে স্থানে সন্ধান লইতে যাইবে এমত স্থান জানিয়া তথায় সেই পত্র রাখে। আনন্দ মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিয়াছে।

(মিথ্যা প্রমাণের দণ্ডের কথা।)

১৯৩ ধারা। মোকদ্দমাপ্রভৃতির কার্য্য চলিবার কোন সময়ে, যে কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, কিম্বা মোকদ্দমাপ্রভৃতির কার্য্য চলিবার কোন সময়ে ব্যবহার হইবার জন্যে যে কেহ মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবেক। ও যে কেহ অন্য কোন স্থলে জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা প্রমাণ দেয় কিম্বা প্রস্তুত করে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

১ অর্থের কথা —কোর্ট মার্শ্যলে কিম্বা মিলিটারী কোর্ট রিকোয়েষ্টে যে বিচার হয় তাহাও আদালতের কার্য্যরূপে গণ্য হইবেক।

২ অর্থের কথা।—আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার অগ্রে আইনমতে কোন কথার যে বিচার করিবার আজ্ঞা হয় তাহা আদালতের সম্মুখে না করা গেলেও আদালতের কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইবেক।

উদাহরণ।

যদুকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে হয় কি না, ইহা নিশ্চয় মতে জানিবার জন্যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে বিচার হইতেছে। এমন সময়ে আনন্দ শপথ করিয়া মিথ্যা জানিয়া কোন কথা কহে। তদ্রূপ বিচারের কার্য্য আদালতের কার্য্যের মধ্যে হয়, অতএব আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

৩ অর্থের কথা। আদলতের আজ্ঞাক্রমে যে বিচার আইনমতে হয় ও আদালতের দত্ত ক্ষমতাক্রমে যে বিচারের কার্য্য চালান যায় তাহা আদালতের সম্মুখে না করা গেলেও মোকদ্দমার কার্য্যের মধ্যে হয় ইতি।

উদাহরণ।

কোন জমীর সীমানা নিরূপণ করিবার জন্যে কোন আদালত হইতে কার্য্যকারককে পাঠান যায়, তাহার সম্মুখে আনন্দ শপথপূর্ব্বক মিথ্যা জানিয়া কোন কথা কহে। ঐ বিচারের কার্য্য আদালতের কার্য্যের মধ্যে গণ্য হওয়া বিধায় আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিল।

(প্রাণদণ্ডের অপরাধ প্রমাণ হয় এই অভিপ্রায়ে মিথ্যা প্রমাণ দেওয়া কি প্রস্তুত করা হইলে এবং নির্দ্দোষি ব্যক্তির দোষ সাবুদ হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে তাহার কথা।)

১৯৪ ধারা। এই আইনমতে যে অপরাধের নিমিত্তে প্রাণদণ্ড হয় কোন ব্যক্তির এমত অপরাধ মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ হইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা প্রমাণ হইবার সম্ভাবনা জানিয়া যে কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবেক, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। আর যদি সেইরূপ মিথ্যা প্রমাণপ্রযুক্ত নির্দ্দোষি ব্যক্তির দোষ প্রমাণ

হইয়া প্রাণদণ্ড হয়, তবে যে ব্যক্তি ঐ মিথ্যা প্রমাণ দিয়াছিল তাহার প্রাণদণ্ড কিম্বা পূর্ব্ব লিখিত দণ্ড হইবেক।

(যে অপরাধের নিমিত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদের দণ্ড হইতে পারে, সেই অপরাধ নির্ণয় করাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা প্রমাণ দেওনের কি প্রস্তুত করণের কথা।)

১৯৫ ধারা। এই আইনমতে যে অপরাধের নিমিত্তে প্রাণদণ্ড হয় না কিন্তু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কিম্বা সাত বৎসর কি তাহার অধিক কাল কয়েদ হইবার দণ্ড হয়, কোন ব্যক্তির এমত অপরাধ মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ হইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা প্রমাণ হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ মিথ্যা প্রমাণ দেয় কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করে তবে ঐ অপরাধ যাহারসম্বন্ধে সপ্রমাণ হয় তাহার যে দণ্ড হইত ঐ ব্যক্তির তত্তুল্য দণ্ড হইবেক।

উদাহরণ।

যদুর ডাকাইতী অপরাধ প্রমাণ হইবার অভিপ্রায়ে আনন্দ আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। ডাকাইতী করিবার দণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কিম্বা অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ। অতএব আনন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা তাদৃক কয়েদ হওনের দণ্ড হইতে পারিবেক।

(যে প্রমাণ মিথ্যা জানা আছে তাহা ব্যবহার করিবার কথা।)

১৯৬ ধারা। যে কেহ কোন প্রমাণ মিথ্যা কি প্রস্তুত করা জানিয়া তাহা সত্য কি প্রকৃত প্রমাণস্বরূপে দুষ্টাভিপ্রায়ে ব্যবহার করে কি ব্যবহার করিতে উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি মিথ্যা প্রমাণ দেওনের কি প্রস্তুত করণের তুল্য দণ্ড পাইবেক।

(মিথ্যা সর্টিফিকট দিবার কি তাহাতে স্বাক্ষর করিবার কথা।)

১৯৭ ধারা। আইনমতে যে সর্টিফিকট দিবার কি দস্তখৎ করিবার আজ্ঞা হয়, কিম্বা যে কার্য্যের প্রমাণস্বরূপে ঐ রূপ সর্টিফিকট আইনমতে গ্রাহ্য হয়, এমত কোন সর্টিফিকট গুরুত কোন অংশে মিথ্যা জানিয়া কি মিথ্যারূপে বিশ্বাস করিয়া যে কেহ দেয় কি তাহাতে দস্তখৎ করে, সেই ব্যক্তি মিথ্যা প্রমাণ দেওনের তুল্য দণ্ড পাইবেক।

(কোন সর্টিফিকট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া সত্যরূপে ব্যবহার করণের কথা।)

১৯৮ ধারা। সেই রূপ কোন সর্টিফিকট গুরুতর কোন অংশে মিথ্যা জানিয়া যে কেহ দুষ্টভাবে সত্য সর্টিফিকটরূপে ব্যবহার করে, কি ব্যবহার করিবার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি মিথ্যা প্রমাণ দিবার তুল্য দণ্ড পাইবেক।

(আইনমতে যে বিবরণ প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় তাহাতে মিথ্যা উক্তি করিবার কথা।)

১৯৯ ধারা। যে বিবরণপত্র কোন আদালত কি রাজকীয় কোন কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি কোন কার্য্যের প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য করিতে আইনমতে বদ্ধ হন কি ক্ষম-

তা পার এমত কোন বিবরণপত্র যদি কোন ব্যক্তি করে কি ঐ বিবরণপত্রে স্বাক্ষর করে ও সেই বিবরণ যে অভিপ্রায়ে করা যায় কি ব্যবহার হয় সেই অভিপ্রায়ের গুরুতর কোন অংশে যাহা মিথ্যা জানে কি বিশ্বাস করে কিম্বা যাহা সত্য না জানে এমত কোন কথা যদি সত্য বলিয়া সেই বিবরণপত্রে প্রকাশ করে, তবে সেই ব্যক্তির মিথ্যা প্রমাণ দেওনের তুল্য দণ্ড হইবেক।

(সেইরূপ কোন বিবরণ মিথ্যা জানিয়া সত্যরূপে ব্যবহার করিবার কথা।)

২০০ ধারা। যে কেহ সেইরূপ কোন বিবরণ গুরুতর কোন অংশে মিথ্যা জানিয়া তাহা সত্য বলিয়া দুষ্টভাবে ব্যবহার করে কি ব্যবহার করিতে উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তির মিথ্যা প্রমাণ দেওনের তুল্য দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা। যে বিবরণ কেবল নিয়মের কোন ব্যতিক্রম প্রযুক্ত গ্রাহ্য হইতে না পারে তাহা ১৯৯ ও ২০০ ধারার অর্থের মধ্যে গণ্য হইবেক ইতি।

(প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কি দশ বৎসরের ন্যূন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধিকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করাইবার কিম্বা তদ্বিষয়ের মিথ্যা সম্বাদ দিবার কথা।)

২০১ ধারা। কোন অপরাধ হইয়াছে জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া কোন ব্যক্তি যদি অপরাধিকে আইনমতের দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধের কোন প্রমাণ অদৃশ্য করায়, কিম্বা সেই অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধের যাহা মিথ্যা জানে কি মিথ্যারূপে বিশ্বাস করে এমত কিছু সম্বাদ দেয়, তবে যে অপরাধ হইয়াছে জানে কি বিশ্বাস করে তাহা প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত হইলে ঐ ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। ও যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হয়, তবে সেই ব্যক্তি ৩ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। আর যদি সেই অপরাধের জন্যে দশ বৎসরের ন্যূন কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে তবে সেই অপরাধের জন্যে যে প্রকারে ও অত্যধিক যত কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার বিধি আছে সেই ব্যক্তি সেই প্রকারে তাহার চারি ভাগের এক ভাগের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইবেক।

উদাহরণ।

বলরাম যদুকে খুন করিয়াছে। আনন্দ ইহা জানিয়া বলরামকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্যে যদুর মৃতদেহ পুতিয়া রাখিতে বলরামের সাহায্য করে। ইহাতে আনন্দ সাত বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইতে পারিবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(অপরাধের সম্বাদ দেওয়া যাহার অবশ্য কর্ত্তব্য সে জ্ঞানপূর্ব্বক সেই সম্বাদ না দিলে তাহার কথা।)

২০২ ধারা। কোন অপরাধ হইয়াছে জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া যাহার সেই অপরাধের সম্বাদ দেওয়া আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য এমত ব্যক্তি যদি সেই সম্বাদ জ্ঞানপূর্ব্বক না দেয়, তবে সেই লোক ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(যে অপরাধ হইয়াছে তাহার মিথ্যা সম্বাদ দিবার কথা।)

২০৩ ধারা। কোন অপরাধ হইয়াছে জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া কোন ব্যক্তি ঐ অপরাধের যাহা মিথ্যা জানে কি মিথ্যারূপে বিশ্বাস করে এমত সম্বাদ যদি দেয়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইবেক।

(কোন দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা নষ্ট করিবার কথা।)

২০৪ ধারা। কোন আদালতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে যে কোন মোকদ্দমাপ্রভৃতি আইনমতে হয় তাহাতে যে ব্যক্তির দ্বারা কোন দলীল অবশ্য উপস্থিত করাইতে পারা যায় সেই ব্যক্তি যদি সেই আদালতে কি পূর্ব্বোক্তপ্রকারের রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে সেই দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত কি ব্যবহার না হয় এই অভিপ্রায়ে কিম্বা ঐ দলীল সেই কারণে উপস্থিত করিবার সমন কি আজ্ঞা আইনমতে পাইলে পর, যদি সেই ব্যক্তি তাহা গোপন কি নষ্ট করে, কিম্বা সেই দলীলের সমুদয় কি তাহার কোন অংশের অক্ষর মোচন করে কি তাহা পাঠের অযোগ্য করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(কোন মোকদ্দমায় কোন কার্য্য কি হুকুমনামাপ্রভৃতি হইবার জন্যে কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দিবার কথা।)

২০৫ ধারা। যদি কেহ আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দিয়া সেই ছদ্মবেশে দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন মোকদ্দমায় কোন কথা স্বীকার করে কি কোন বৃত্তান্ত কহে কি নালিশের আরজীর দাবী স্বীকার করে কিম্বা কোন পরওয়ানা জারী করায় কিম্বা হাজিরজামিন কি জামিন হয় কিম্বা অন্য কোন কার্য্য করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(সম্পত্তিদণ্ডের আজ্ঞামতে কি ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে তাহা প্রতারণা করিয়া স্থানান্তর করার কি গোপন করার কথা।)

২০৬ ধারা। কোন ব্যক্তি আদালতের কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারকের যে হুকুম হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা জানে সেই হুকুমমতে কোন সম্পত্তি কি তাহাতে কিছু স্বত্ব সম্বন্ধ দণ্ড না করা যায় কি অর্থদণ্ডের টাকা আদায়ের জন্যে

না লওয়া যায়, কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন আদালতের যে ডিক্রী, কি হুকুম হইয়াছে কি হইবার সম্ভাবনা জানে সেই ডিক্রী জারীক্রমে না লওয়া যায় এই অভিপ্রায়ে, যদি সেই ব্যক্তি কোন সম্পত্তি কি তাহাতে কোন স্বত্বসম্বন্ধ প্রতারণাপূর্ব্বক স্থানান্তর করে কি গোপন করে কি হস্তান্তর করে কিম্বা কোন কাহাকে দেয়, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(সম্পত্তিদণ্ডের আজ্ঞামতে কি ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া সেই সম্পত্তির দাওয়া করণের কথা।)

২০৭ ধারা। কোন ব্যক্তি আদালতের কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারকের যে হুকুম হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা জানে সেই হুকুমমতে কোন সম্পত্তি কি তাহাতে কোন স্বত্বসম্বন্ধ দণ্ড না হয় কি অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করিবার জন্যে না লওয়া যায়, কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন আদালতের যে ডিক্রী কি হুকুম হইয়াছে কি হইবার সম্ভাবনা জানে সেই ডিক্রী জারীক্রমে না লওয়া যায় এই অভিপ্রায়ে, সেই সম্পত্তিতে কি স্বত্বসম্বন্ধে সেই ব্যক্তির কোন অধিকার নাই কি ন্যায্য দাওয়া নাই জানিয়া যদি সে প্রতারণা করিয়া ঐ সম্পত্তি কি তাহাতে কিছু স্বত্বসম্বন্ধ গ্রহণ করে কি লয় কি তাহার দাওয়া করে, কিম্বা ঐ সম্পত্তিতে কি তাহার কোন স্বত্বসম্বন্ধে অধিকার বিষয়ে কোন প্রতারণার কার্য্য করে তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(যে টাকা দেনা নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া ডিক্রী লইবার কথা।)

২০৮ ধারা। কোন ব্যক্তির যে টাকা দেনা নহে তাহার জন্যে, কিম্বা যত টাকা দেনা হয় তাহার অধিক টাকার জন্যে, কিম্বা যে সম্পত্তিতে কি সম্পত্তির যে স্বত্বসম্বন্ধে তাহার কোন অধিকার নাই তাহার জন্যে, যদি সেই ব্যক্তি আপনার বিপক্ষে অন্য ব্যক্তির দরখাস্তমতে প্রতারণা করিয়া কোন ডিক্রী কি হুকুম জারী করায় কি জারী হইতে দেয়, কিম্বা কোন ডিক্রী কি হুকুম জারী হইলে পর তাহার টাকার নিমিত্তে, কিম্বা অন্যায়ে বিষয় লইয়া ঐ ডিক্রী জারী হইয়াছে তাহার নিমিত্তে যদি সেই ডিক্রী কি হুকুম প্রতারণা করিয়া আপনার উপর জারী করায় কি জারী হইতে দেয়, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

যদুর নামে আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করে। যদু জানে যে আনন্দের পক্ষে ডিক্রী হইতে পারে। সেই যদুর নামে বলরাম অধিক টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত করে কিন্তু বলরামের দাওয়া যথার্থ নহে, তথাপি আনন্দের প্রাপ্ত ডিক্রীমতে যদুর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে বলরামের নিজের কিম্বা যদুরও কিছু লাভ হইতে পারে এই কারণে যদু প্রতারণা যদু প্রতারণা করিয়া বলরামের মোকদ্দমা ডিক্রী হইতে দেয়। যদু এই ধারার লিখিত দোষ করিয়াছে।

(আদালতে মিথ্যা দাওয়া শঠতাক্রমে করিবার কথা।)

২০৯ ধারা। কোন ব্যক্তি যে দাওয়া আপনি মিথ্যা জানে এমত কোন দাওয়া যদি কোন আদালতে প্রতারণা কি শঠতাক্রমে কিম্বা অন্য ব্যক্তির হানি করিবার কি অন্য ব্যক্তিকে ক্লেশ দিবার জন্যে করে, তবে সেই ব্যক্তি ২ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(যে টাকা পাওনা নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া ডিক্রী পাওয়ার কথা।)

২১০ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে যে টাকা পাওনা নয় তাহার জন্যে, কি যত টাকা পাওনা আছে তাহার অধিক টাকার জন্যে, কিম্বা যে সম্পত্তিতে কি সম্পত্তির যে স্বত্বসম্বন্ধে তাহার কোন অধিকার না থাকে তাহা পাইবার জন্যে, যদি কেহ প্রতারণা করিয়া কোন ডিক্রী কি হুকুম পায়, কিম্বা কোন ব্যক্তির উপর কোন ডিক্রী কি হুকুম জারী হইলে পর কিম্বা যে বিষয় লইয়া ঐ ডিক্রী জারী হইয়াছে তাহার জন্যে যদি কেহ প্রতারণা করিয়া ডিক্রী কি হুকুম জারী করায়, কিম্বা আপনার নামে প্রতারণাপূর্ব্বক তদ্রূপ কোন কার্য্য হইতে দেয় কি হইবার অনুমতি দেয়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগের কথা।)

২১১ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা করিবার কি নালিশ করিবার যথার্থ কি ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া, সেই ব্যক্তির হানি করিবার মানসে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করে কি করায়, কিম্বা তাহার নামে অপরাধের মিথ্যা নালিশ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। ও যে অপরাধের প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কিম্বা সাত বৎসর কি তাহার অধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদের দণ্ড হইতে পারে এমত অপরাধের মিথ্যা নালিশ হইয়া যদি কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করায়, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি কয়েদ হইবার দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধিকে আশ্রয় দিবার কথা।)

২১২ ধারা। কোন অপরাধ করা গেলে, কোন ব্যক্তি যাহাকে অপরাধী জানে কি বিশ্বাস করিবার কারণ পায় তাহাকে আইনমতের দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যদি আশ্রয় দেয় কি গোপন করিয়া রাখে, তবে সেই অপরাধ প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে ঐ ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। ও যদি সেই অপরাধের জন্যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের অথবা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, তবে ঐ ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক

কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। ও যদি সেই অপরাধের জন্যে দশ বৎসরপর্য্যন্ত না হইয়া এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কদেয় হইবার দণ্ড হইতে পারে, তবে সেই অপরাধের জন্যে যে প্রকারের ও অত্যধিক যত কাল কয়েদ হইবার বিধি থাকে সেই ব্যক্তি সেই প্রকারে তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবেক, অথবা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

বর্জ্জিত কথা।—যদি অপরাধির স্বামী কি স্ত্রী তাহাকে আশ্রয় দেয় কি গোপন করিয়া রাখে তবে এই বিধি খাটিবেক না।

উদাহরণ।

বলরাম ডাকাইতী করিয়াছে। আনন্দ ইহা জানিয়া বলরামকে আইনমতের দণ্ডহইতে রক্ষা করিবার জন্যে তাহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক গোপন রাখে। এই স্থলে বলরাম যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হয়, অতএব আনন্দ তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার যোগ্য হয়, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(প্রাণদণ্ডের কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি কয়েদ হওনের দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধিকে দণ্ডহইতে রক্ষা করিবার জন্যে দানাদি গ্রহণের কথা।)

২১৩ ধারা। কোন অপরাধ গোপন রাখিবার জন্যে কিম্বা কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের আইনমতের দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্যে কিম্বা তাহার আইনমতের দণ্ড হইবার নিমিত্তে তাহার নামে নালিশ করিতে ক্ষান্ত থাকার জন্যে, যদি কেহ আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে কিছু পারিতোষিক, কিম্বা আপনার কি অন্য কোন কাহার নিমিত্তে কোন সম্পত্তি উদ্ধারস্বরূপে গ্রহণ করে কি গ্রহণ করিতে উদ্যোগ করে কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করে, তবে ঐ অপরাধ প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। আর যদি সেই অপরাধের জন্যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড অথবা দশ বৎসরপর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। যদি সেই অপরাধের জন্যে দশ বৎসরের ন্যূন কাল কয়েদ হইবার বিধি থাকে তবে সেই অপরাধের জন্যে অত্যধিক যত কালপর্য্যন্ত যে প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে সেই ব্যক্তি তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কালপর্য্যন্ত সেই প্রকারে কয়েদ হইবেক অথবা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি কয়েদের দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধিকে রক্ষা করিবার জন্যে কিছু দিতে কি সম্পত্তি উদ্ধারস্বরূপে দিতে প্রস্তাব করিবার কথা।)

২১৪ ধারা। কোন অপরাধ গোপন রাখিবার জন্যে, কিম্বা কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে আইনমতের দণ্ডহইতে রক্ষা করিবার জন্যে, কিম্বা তাহার আইনমতের দণ্ড হইবার নিমিত্তে তাহার নামে নালিশ করিতে ক্ষান্ত থাকার জন্যে

যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে কিছু পারিতোষিক দেয় কি দেওয়ায় কিম্বা দিতে কি দেওয়াইতে প্রস্তাব কি স্বীকার করে, কিম্বা সেই ব্যক্তিকে কিছু সম্পত্তি উদ্ধারস্বরূপে দিতে কি তাহা দেওয়াইতে প্রস্তাব কি স্বীকার করে, তবে সেই অপরাধের প্রাণদণ্ড হইতে পারিলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। ও সেই অপরাধের নিমিত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারিলে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক যদি সেই অপরাধের নিমিত্তে দশ বৎসরের ন্যূন কয়েদ হইবার বিধি থাকে, তবে সেই অপরাধের জন্যে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে সেই ব্যক্তি তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কালপর্য্যন্ত সেই প্রকারে কয়েদ হইবেক অথবা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

বর্জ্জিত কথা।—যদি অপরাধির অভিপ্রায়ের সংস্রব ব্যতিরেকে কোন কার্য্য হয় ও যদি সেই কার্য্যের নিমিত্তে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে, তবে এমত স্থলে ২১৩ ও ২১৪ ধারার বিধি সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি আক্রমণ করে। এই স্থলে আক্রমণস্বরূপ যে অপরাধ তাহা হত্যা করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন কেবল আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে ছিল না অতএব তাহা বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণনীয় নহে, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার আপোষ রফা হইতে পারে না।

(খ) আনন্দ বলরামের প্রতি আক্রমণ করে। এই স্থলে অপরাধির অভিপ্রায়ভিন্ন কেবল সেই আক্রমণ করণের ক্রিয়াতে অপরাধ হয় ও বলরাম সেই আক্রমণের নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিতে পারে। অতএব তাহা বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য ও তাহার আপোষ রফা হইতে পারে।

(গ) আনন্দের পত্নী বর্ত্তমানে সে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করে। ইহাতে যে অপরাধ হয় তাহার জন্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না অতএব তাহার আপোষ রফা হইতে পারে না।

(ঘ) বলরাম অন্যের বিবাহিত পত্নী গমন করে। এই পরদার গমনরূপ অপরাধের আপোষ রফা হইতে পারে।

(চোরাজিনিসপ্রভৃতি উদ্ধারের নিমিত্তে সাহায্য করিবার জন্যে দানাদি গ্রহণের কথা।)

২১৫ ধারা। এই আইনমতে যেং অপরাধের দণ্ড হইতে পারে এমত কোন অপরাধদ্বারা যাহার অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে, তাহার সেই সম্পত্তি উদ্ধার হওনের নিমিত্তে সাহায্য করিবার ছলনায় কি সাহায্য করিবার নিমিত্তে যদি কোন ব্যক্তি পারিতোষিক লয় কি লইতে স্বীকার করে কি সম্মত হয়, তবে সেই ব্যক্তি অপরাধিকে ধরাইয়া দিবার ও তাহার দোষ প্রমাণ হইবার সকল কার্য্য আপন সাধ্য-

মতে না করিলে, সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি কয়েদের দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধী কয়েদহইতে পলায়ন করিলে কিম্বা তাহাকে ধৃত করিবার হুকুম হইলে তাহাকে আশ্রয় দিবার কথা।)

২১৬ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে কিম্বা তাহার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে যদি সেই অপরাধের জন্যে ঐ ব্যক্তি আইনমতে কয়েদ হইয়া সেই কয়েদ হইতে পলায়ন করে, কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যকারক রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আইনমতের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া, যদি কোন অপরাধের জন্যে কোন ব্যক্তির ধৃত হইবার হুকুম করেন, তবে যে কেহ ঐ ব্যক্তির পলাইবার কি তাহার ধৃত হইবার হুকুমের কথা জানিয়া তাহার ধৃত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আশ্রয় দেয় কি গোপন করিয়া রাখে, সেই ব্যক্তির এইং প্রকারে দণ্ড হইবেক, অর্থাৎ যে অপরাধের জন্যে প্রতিবাদী কয়েদ হইয়াছিল, কি তাহার ধৃত হইবার হুকুম হয় তাহা যদি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হয়, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। যদি সেই অপরাধ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি দশ বৎসরপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হয়, তবে সে অর্থদণ্ডসহিত কি অর্থদণ্ড বিনা তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও সেই অপরাধের নিমিত্তে যদি দশ বৎসরপর্য্যন্ত না হইয়া এক বৎসরপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, তবে সেই অপরাধের জন্যে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে সেই ব্যক্তি তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত সেই প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

বর্জিত কথা।—যাহাকে ধৃত করিতে হয় তাহার স্বামী কি স্ত্রী যদি তাহাকে আশ্রয় দেয় কি গোপন করিয়া রাখে তবে তাহার উপর এই বিধির সম্পর্ক থাকিবে না ইতি।

(কোন ব্যক্তি দণ্ডহইতে রক্ষিত হয় কি সম্পত্তি দণ্ড না হয় এই অভিপ্রায়ে রাজকীয় কার্য্যকারক আইনের আজ্ঞা অমান্য করিলে তাহার কথা।)

২১৭ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনমতের দণ্ডহইতে রক্ষা করিবার, কিম্বা তাহার যত দণ্ড হইতে পারে তাহার ন্যূন দণ্ড দেওয়াইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা তাহার রক্ষা হইবার কি ন্যূন দণ্ড পাইবার সম্ভাবনা জানিয়া, কিম্বা কোন সম্পত্তি দণ্ড না হয় এই নিমিত্তে, কিম্বা আইনমতে ঐ সম্পত্তির উপর যে কোন দায় হইতে পারে তাহাহইতে ঐ সম্পত্তি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা সেই সম্পত্তির রক্ষা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার যেরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য হয় সেই বিষয়ে আইনের কোন বিধি অমান্য করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে

কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(কোন ব্যক্তি দণ্ডহইতে রক্ষিত হয় কি সম্পত্তি দণ্ড না হয় এই অভিপ্রায়ে রাজকীয় কার্য্যকারক অযথার্থ রিকার্ড কি লিপি করিলে তাহার কথা।)

২১৮ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কোন রিকার্ড কি অন্য লিপি প্রস্তুত করিবার ভার যাহার প্রতি থাকে, রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া এমত কোন ব্যক্তি যদি সর্ব্ব সাধারণের কি কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা ক্ষতি কি হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কিম্বা কোন ব্যক্তিকে আইনমতের দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহার রক্ষা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, কিম্বা কোন সম্পত্তি দণ্ড না হয় এই অভিপ্রায়ে কিম্বা আইনমতে ঐ সম্পত্তির উপর অন্য যে দায় হইতে পারে তাহাহইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা রক্ষা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া আপনি যাহা অযথার্থ জানে এমত ভাবে ঐ রিকার্ড কি লিপি করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারক মোকদ্দমাপ্রভৃতিতে কোন হুকুম কি রিপোর্ট প্রভৃতি আইনের বিপরীত জানিয়া দুষ্টভাবে করিলে তাহার কথা।)

২১৯ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া কোন ব্যক্তি যদি মোকদ্দমাপ্রভৃতির কার্য্য চলিবার কোন কালে আইনের বিপরীত যাহা জানে এমত কোন রিপোর্ট কি হুকুম কি ফয়সালা কি নিষ্পত্তি দুষ্টভাবে কি ঈর্ষভাবে করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক আইনের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া কোন লোককে বিচারার্থে সমর্পণ করিলে কি কয়েদ করিলে তাহার কথা।)

২২০ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কোন পদে থাকাপ্রযুক্ত আইনমতে লোকদিগকে বিচারার্থে সমর্পণ কি কয়েদ করিতে কি কয়েদ করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া আইনের বিপরীত জানিয়াও সেই ক্ষমতাক্রমে দুষ্টভাবে কি ঈর্ষভাবে কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করে কিম্বা কয়েদ করে কিম্বা কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করিয়া রাখে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা আইনমতে যাহার অবশ্য কর্ত্তব্য এমত রাজকীয় কার্য্যকারক ধৃত করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক ত্রুটি করিলে তাহার দণ্ডের কথা।)

২২১ ধারা। কোন অপরাধের অভিযোগ যাহার নামে হয়, কিম্বা কোন অপরাধের নিমিত্তে যে ব্যক্তি ধৃত হইবার যোগ্য হয়, তাহাকে ধৃত করা কি কয়েদ করিয়া রাখা যাহার রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য, এমত কোন রাজকীয় কার্য্যকারক যদি জ্ঞানপূর্ব্বক সেই প্রকারের ব্যক্তিকে ধৃত করিতে ত্রুটি করে, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক সেই প্রকারের ব্যক্তিকে তদ্রূপ কয়েদহইতে পলায়ন করিতে দেয়, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার পলায়ন করিবার কি পলাইতে উদ্যোগ করিবার

সাহায্য করে, তবে সেই কার্য্যকারকের এই এই দণ্ড হইবেক। অর্থাৎ।

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল তাহার নামে যে অপরাধের নালিস হয় কি যে অপরাধের জন্যে সে ধৃত হইবার যোগ্য হয় সেই অপরাধে যদি প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তবে সেই কার্য্যকারক অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা সাত বৎসরের অনোধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক। অথবা

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় কি যে অপরাধের জন্যে সে ধৃত হইবার যোগ্য হয়, সেই অপরাধে যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড কি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, তবে সেই কার্য্যকারক অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবেক। অথবা

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কিম্বা যাহাকে ধৃত করা উচিত হয় তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় কিম্বা যে অপরাধের জন্যে সে ধৃত হইবার যোগ্য হয় সেই অপরাধের যদি দশ বৎসরের ন্যূন কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে তবে সেই কার্য্যকারক অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক।

(আদালতের হুকুমমতে কোন ব্যক্তিকে ধৃতকরা যাহার আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্যএমত কোন রাজকীয় কার্য্যকারক ইচ্ছাপূর্ব্বক ধৃত করিতে ক্রুটী করিলে তাহারদণ্ডের কথা)

২২২ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে আদালতের হুকুমমতে কোন ব্যক্তিকে ধৃতকরা কি কয়েদ করিয়া রাখা রাজকীয় কার্য্যকারকরূপে যাহার আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য এমত কোন কার্য্যকারক যদি সেই প্রকারের ব্যক্তিকে ধৃত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রুটি করে কি তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই প্রকারের কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে দেয় কি তাহার পলায়নের কি পলাইবার উদ্যোগ করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক সাহায্য করে তবে সেই কার্য্যকারকের এই এই দণ্ড হইবেক। অর্থাৎ

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃতকরা উচিত ছিল তাহার যদি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে ঐ কার্য্যকারকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা কয়েদের দণ্ড হইবেক। অথবা

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃতকরা উচিৎ ছিল তাহার যদি আদালতের হুকুমমতে কিম্বা আদালতের হুকুম পরিবর্ত্তন হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কিম্বা যাবজ্জীবন দণ্ডরূপ পরিশ্রম করণের কিম্বা দশ বৎসর কি তাহার অধিক কালপর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করণের কি কয়েদ হইবার হুকুম হইয়া থাকে তবে সেই কার্য্যকারক সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোনএক প্রকারে অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা কয়েদ হইবেক। অথবা

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃতকরা উচিত ছিল তাহার যদি আদালতের হুকুমমতে দশ বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদে কয়েদ হইবার আজ্ঞা হইয়া থাকে তবে সেই কার্য্যকারক তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারক অনবধানতাতে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে দিলে তাহার কথা।)

২২৩ ধারা। যাহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হয় কিম্বা যাহার অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে এমত কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করিয়া রাখা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে যাহার আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য এমত কোন রাজকীয় কার্য্যকারক অনবধানতাতে যদি সেই ব্যক্তিকে কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে দেয়, তবে সেই কার্য্যকারক দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(কোন ব্যক্তি আইনমতে আপনার ধৃত হইবার বাধা বলপূর্ব্বক কি অন্য প্রকারে দিলে তাহার কথা।)

২২৪ ধারা। যাহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হয় কিম্বা যাহার কোন অপরাধ প্রমাণ হয় তাহার সেই অপরাধের নিমিত্তে আইনমতে ধৃত হইবার বাধা যদি সে স্বয়ং বলপূর্ব্বক কি বেআইনিমতে দেয়, কিম্বা সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহাকে আইনমতে যে কোন স্থানে কয়েদ করিয়া রাখা যায় তাহাহইতে যদি পলায়ন করে কি পলায়ন করিতে উদ্যোগকরে তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল-পর্য্যন্তকোন একপ্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয়দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা। যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে কি কয়েদ করিয়া রাখিতে হয় সেই ব্যক্তির নামে যে অপরাধের নালিশ হয় কি যে অপরাধ প্রমাণ হয় তাহার জন্যে সে যে দণ্ডের যোগ্য হয় তদতিরিক্ত তাহার এই ধারার লিখিত দণ্ড হইবেক।

(কোন ব্যক্তির আইনমতে কয়েদ হইবার বাধা বলপূর্ব্বক কি অন্য প্রকারে অন্য ব্যক্তি দিলে তাহার দণ্ডের কথা।)

২২৫ ধারা। কোন অপরাধের জন্যে কোন ব্যক্তির আইনমতে ধৃত হইবার বাধা যদি অন্য কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক বলদ্বারা কি বেআইনীমতে দেয়, অথবা কোন অপ-রাধের জন্যে কোন ব্যক্তি আইনমতে ধৃতথাকিলে যদি অন্য কেহ তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয় কি দিবার উদ্যোগ করে তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অথবা যাহাকে ধৃত করিতে হয়, কি যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায় কি মুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ হয় তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয় কি যে অপরাধের নিমিত্তে সে ধৃত হইবার যোগ্য হয়, সেই অপরাধের জন্যে যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে

পারে, তবে ঐ ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক।

অথবা যাহাকে ধৃত করিতে হয় কি যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায় কি মুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ হয় তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয় কি অপরাধের নিমিত্তে সে ধৃত হইবার যোগ্য হয়, সেই অপরাধের জন্যে যদি প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তবে ঐ ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

অথবা, যাহাকে ধৃত করিতে হয় কি যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায় কি মুক্ত করিয়া দিবার যোগ্য হয় সে যদি আদালতের হুকুমমতে কিম্বা সেই হুকুম পরিবর্ত্তন হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দশ বৎসর কি তাহার অধিক কোন কালপর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ হইবার কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করিবার কি কয়েদ হইবার যোগ্য হয় তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক।

অথবা যাহাকে ধৃত করিতে হয় কি যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায় কি মুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ হয় তাহার যদি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ হইবেক কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(দ্বীপান্তরে প্রেরণ হইলে পর বেআইনীমতে প্রত্যাগমনের কথা।)

২২৬ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনমতে দ্বীপান্তরে পাঠান গেলে যদি তাহার দ্বীপান্তরে থাকিবার কাল গত না হইতে এবং তাহার দণ্ড ক্ষমা না হইতেও সে দ্বীপান্তর হইতে প্রত্যাগমন করে তবে সে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ হইবেক ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক, ও সেই প্রকারে দ্বীপান্তরে প্রেরণ হইবার পূর্ব্বে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইতে পারিবেক।

(যে নিয়মমতে দণ্ডের ক্ষমা হয় সেই নিয়ম লংঘন করিলে তাহার কথা।)

২২৭ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কোন নিয়ম স্বীকারপূর্ব্বক দণ্ডের ক্ষমা গ্রহণ করিয়া থাকে ও যে নিয়মমতে ঐ ক্ষমা প্রাপ্ত হয় এমত কোন নিয়ম যদি জ্ঞানপূর্ব্বক লংঘন করে, তবে সেই ব্যক্তির প্রথমে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছিল তাহার কোন অংশ যদি পূর্ব্বে ভোগ না করিয়া থাকে, তবে তাহার সেই দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক। কিম্বা যদি তাহার কোন অংশ পূর্ব্বে ভোগ করিয়া থাকে, তবে তাহার যত ভোগ করিবার অবশিষ্ট ছিল তাহা ভোগ করিতে হইবেক।

(রাজকীয় কার্য্যকারক মোকদ্দমাপ্রভৃতির বিচার করিতেছেন এমত সময়ে তাঁহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করিলে কি তাঁহার কর্ম্মের ভঙ্গ দিলে তাহার কথা।)

২২৮ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক কোন মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কোন সময়ে রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে বিচারার্থে বসিয়াছেন এমত সময়ে যদি কেহ জ্ঞান-

পূর্ব্বক তাঁহাকে অপমান করে কি তাঁহার কর্ম্মের কোন ভঙ্গ দেয় তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার একহাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইবেক।

(কোন ব্যক্তি আপনাকর জুরি কি আসেসরের মত দেখাইলে তাহার কথা।)

২২৯ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন মোকদ্দমাতে আপনি জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে নির্দ্দিষ্ট কি নিযুক্ত হইতে কি শপথ করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও যদি আপনাকে অন্য মত দেখাইয়া কি অন্য কর্ম্ম করিয়া আপনাকে সেই পদে জ্ঞানপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট কি নিযুক্ত হইতে দেয় কি আপনাকে শপথ করাইতে দেয়, কিম্বা আইনের বিরুদ্ধমতে সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট কি নিযুক্ত হইয়াছে কি শপথ করান গিয়াছে জানিয়াও যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই জুরির কি সেই আসেসরের কর্ম্ম করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় হইবেক।

---

১২ অধ্যায়।

মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্পসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

(মুদ্রার কথা।)

২৩০ ধারা। ধাতু মুদ্রিত হইয়া কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রার ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্যে চলন হইলে, তাহা মুদ্রা বলা যায়।

(মহারাণীর মুদ্রার কথা।)

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞাক্রমে কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কি কোন প্রেসীডেন্সীর গবর্ণমেণ্টের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকৃত দেশের কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে যে মুদ্রা মুদ্রিত হইয়া চলন হয়, তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর মুদ্রা বলা যায়

উদাহরণ।

(ক) কড়ি মুদ্রা নহে।

(খ) মুদ্রাঙ্কিত না করা তামার চাক্তি প্রভৃতি মুদ্রারূপে ব্যবহার হইলেও মুদ্রা হয়না

(গ) পদক মুদ্রা নয়, যে হেতু মুদ্রারূপ তাহার ব্যবহার হইবার অভিপ্রায় নহে।

(ঘ) কোম্পানির টাকা নামে যে মুদ্রা চলিত আছে তাহা মহারাণীর মুদ্রা।

(মুদ্রা কৃত্রিম করণের কথা।)

২৩১ ধারা। যদি কেহ মুদ্রা কৃত্রিম করে কি কৃত্রিম করিবার কোন কার্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

অর্থের কথা। যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করিবার মানসে অকৃত্রিম এক প্রকারের মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত প্রকাশ করায়, কিম্বা তাহা করিলে কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করা যাইতে পারে জানিয়া তাহা করে, তবে সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধ করে।

(মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণের কথা।

২৩২ ধারা। যদি কেহ মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করে কি কৃত্রিম করিবার কোন কার্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক করে, তবে সে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড পাইবেক কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(মুদ্রা কৃত্রিক করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণের কি বিক্রয় করণের কথা।)

২৩৩ ধারা। মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যেতে ব্যবহার হইবার নিমিত্তে কি ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে কোন ছেনী কি যন্ত্র হয় জানিয়া কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া যদি কেহ ঐ ছেনী কি যন্ত্র নির্ম্মাণ কি জীর্ণোদ্ধার করে অর্থাৎ সারাইয়া দেয় কিম্বা নির্ম্মাণের কি সারাইবার কোন কার্য্য করে, কিম্বা তাহা ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণের কি বিক্রয় করণের কথা।)

২৩৪ ধারা। মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যেতে ব্যবহার হইবার নিমিত্তে কি ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে কোন ছেনী কি যন্ত্র হয় জানিয়া কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কেহ ঐ ছেনী কি যন্ত্র নির্ম্মাণ করে কি সারাইয়া দেয় কিম্বা নির্ম্মাণের কি সারাইবার কোন কার্য্য করে, কিম্বা তাহা ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যে ব্যবহার হইবার নিমিত্তে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখনের কথা।)

২৩৫ ধারা। মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যেতে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য ব্যবহার হইবার নিমিত্তে, কিম্বা সেই কর্ম্মেতে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায় থাকে জানিয়া, কিম্বা তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কোন ব্যক্তির নিকটে সেইরূপ কোন যন্ত্র কি দ্রব্য থাকে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। ও যে মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কল্পনা থাকে তাহা যদি মহারাণীর মুদ্রা হয়, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া সহায় হইবার কথা।)

২৩৬ ধারা। যদি কেহ ব্রিটনীয়েদের অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া, ব্রিটনীয়েদের অধিকৃত ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তা করে, তবে ব্রিটনীয়েদের অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ রূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তা করণের মত সেই ব্যক্তির দণ্ড হইবেক।

(কৃত্রিম মুদ্রা আমদানী কি রপ্তানী করণের কথা।)

২৩৭ ধারা। যদি কেহ কোন কৃত্রিম মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া কি বোধ করিবার কারণ পাইয়া সেই মুদ্রা ব্রিটনীয়েদের অধিকৃত ভারতবর্ষে আমদানী করে কি তথাহইতে রপ্তানী করে তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম মুদ্রা আমদানী কি রপ্তানী করণের কথা।)

২৩৮ ধারা। যদি কেহ কোন কৃত্রিম মুদ্রা মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম জানিয়া কিম্বা বোধ করিবার কারণ পাইয়া সেই মুদ্রা ব্রিটনীয়েদের অধিকৃত ভারতবর্ষে আমদানী করে, কিম্বা তথাহইতে রপ্তানী করে, তবে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কোনব্যক্তি প্রাপ্তিকালীন কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অন্য লোককে দিলে তাহারকথা।)

২৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকটে যদি কৃত্রিম মুদ্রা থাকে ও সে যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে যদি তাহা কৃত্রিম জানিত, তবে সেই ব্যক্তি সেই মুদ্রা প্রতারণাভাবে কি প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে দিলে কি কোন ব্যক্তিকে তাহা লইতে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করিলে, সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোন কাল, পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কোন ব্যক্তি প্রাপ্তিকালীন মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অন্য লোককে দিলে তাহার কথা।)

২৪০ ধারা। মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম মুদ্রা যদি কোন ব্যক্তির নিকটে থাকে ও সে যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম যদি জানিত, তবে সেই ব্যক্তি প্রতারণাভাবে কি প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে সেই মুদ্রা কোন ব্যক্তিকে দিলে কি কোন ব্যক্তিকে তাহা লইতে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করিলে সে ১০ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(যে ব্যক্তি মুদ্রা দেয় সে যখন মুদ্রা প্রথমে পাইয়াছিল তখন তাহা কৃত্রিম জানিত না, পরে সেই মুদ্রা কৃত্রিম বলিয়া অন্য লোককে দিলে তাহার কথা।

২৪১ ধারা। কোন ব্যক্তি কৃত্রিম মুদ্রা যে সময়ে পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিত না পরে তাহা কৃত্রিম জানিয়াও যদি অকৃত্রিম বলিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়, কিম্বা অকৃত্রিম বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি ২ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা ঐ কৃত্রিম করা মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ পর্য্যন্ত তাহার অর্থদণ্ডও হইবেক, কিম্বা তাহার ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

উদাহরণ।

আনন্দ মুদ্রা প্রস্তুতকারক, সে কোম্পানির কতক কৃত্রিম টাকা চালাইবার জন্যে

আপনার সহকারি বলরামকে দেয়। বলরাম কৃত্রিম টাকা চালাইবার ব্যবসায়ি চাঁদ-নামক অন্য ব্যক্তিকে সেই টাকা বেচে। চাঁদ তাহা কৃত্রিম জানিয়া ক্রয় করে ও দিনু-নামক এক ব্যক্তিকে কোন দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ঐ টাকা দেয়, দিনু কৃত্রিম না জানিয়া ঐ টাকা লয়, কিন্তু পারে তাহা কৃত্রিম দেখিয়া দিনু সেই টাকা অকৃত্রিমমতে কোন ব্যক্তিকে দেয়। এই স্থলে দিনু কেবল এই ধারামতে দণ্ড পাইবেক। কিন্তু বলরাম ও চাঁদ ২৩৯ কিম্বা বিষয়বিশেষে ২৪০ ধারামতে দণ্ড পাইবেক।

(কোন ব্যক্তি মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিলে তাহার নিকটে ঐ কৃত্রিম মুদ্রা থাকিবার কথা।)

২৪২ ধারা। যদি কোন ব্যক্তির নিকটে প্রতারণাভাবে কি প্রতারণা হইবার অভিপ্রায়ে কৃত্রিম মুদ্রা থাকে, ও সেই ব্যক্তি যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে যদি তাহা কৃত্রিম জানিত, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(যে ব্যক্তি মহারাণীর মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিয়াছিল তাহার নিকটে ঐ কৃত্রিম মুদ্রা থাকনের কথা।)

২৪৩ ধারা। যদি কোন ব্যক্তির নিকটে প্রতারণাভাবে কি প্রতারণা হইবার অভিপ্রায়ে মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম মুদ্রা থাকে, ও ঐ ব্যক্তি যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে যদি তাহা কৃত্রিম জানিত, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক।

(টাকশালে কর্ম্মকারি ব্যক্তি, মুদ্রা যে ওজনের ও যে ধাতুর যত দিয়া আইনমতে হইবেক, তদ্ব্যতিক্রমে অন্য ওজনের কি অন্য প্রকারে মুদ্রা প্রস্তুত করাইলে তাহার কথা।)

২৪৪ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে আইন মতের স্থাপিত কোন টাকশালে কর্ম্ম করিয়া আইনমতে যে মুদ্রার যত ওজন কি যে মুদ্রাতে যে ধাতুর যত থাকা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তদ্ব্যতিক্রমে অন্য ওজনের কি অন্যরূপে মিশ্রিত ধাতুর কোন মুদ্রা সেই টাকশালহইতে বাহির করিবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করে কিম্বা আইনমতে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা না করে, তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক।

(মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র টাকশালহইতে বেআইনমতে বাহির করিয়া লইবার কথা।)

২৪৫ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি আইনসিদ্ধ ক্ষমতা না পাইয়া ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে আইনমতের স্থাপিত কোন টাকশাল হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন অস্ত্র কি যন্ত্র বাহির করিয়া লয়, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কোন মুদ্রার ওজন প্রতারণাপূর্ব্বক কি শঠতাক্রমে ন্যূন করিলে, কিম্বা যে ধাতুর মত দিয়া করিতে হয় তাহা পরিবর্ত্তন করিলে তাহার কথা।)

২৪৬ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা কি শঠতাক্রমে কোন মুদ্রাতে এমত কোন কার্য্য করে যে তাহাতে সেই মুদ্রার ওজন ন্যূন হয়, কিম্বা যে ধাতুর মত দিয়া মুদ্রা প্রস্তুতকরা নির্দ্ধারিত আছে তাহার পরিবর্ত্তন হয়, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্য কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

অর্থের কথা। যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রায় ছিদ্র করত তাহার কিয়দংশ বাহির করিয়া ঐ ছিদ্রেতে অন্য কোন বস্তু দেয়, তবে ঐ মুদ্রা যে ধাতুর মত দিয়া করিতে হয় তাহা ঐ ব্যক্তি পরিবর্ত্তন করে।

(মহারাণীর মুদ্রার ওজন প্রতারণাপূর্ব্বক কি শঠতাভাবে ন্যূন করিবার কিম্বা যে ধাতুর মত দিয়া করিতে হয় তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কথা।)

২৪৭ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা কি শঠতাভাবে মহারাণীর কোন মুদ্রাতে এমত কোন কার্য্য করে যে তাহাতে সেই মুদ্রার ওজন ন্যূন হয়, কিম্বা যে ধাতুর মত দিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন হয়, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চলে এই অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিবার কথা।)

২৪৮ ধারা। এক প্রকারের কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রারমত চলে এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ সেই মুদ্রার রূপ পরিবর্ত্তনের কোন কার্য্য করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(মহারাণীর এক প্রকারের মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চলে এই অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিবার কথা।)

২৪৯ ধারা। মহারাণীর এক প্রকারের মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রারমত চলে এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ সেই মুদ্রার রূপ পরিবর্ত্তনের কোন কার্য্য করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থ দণ্ডও হইতে পারিবেক।

(মুদ্রা রূপান্তর করা গিয়াছে জানিয়া কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া অন্যকে দিলে তাহার কথা।)

২৫০ ধারা। যে মুদ্রাতে ২৪৬ কি ২৪৮ ধারার লিখিত অপরাধ হইয়াছে এমত কোন মুদ্রা যদি কোন ব্যক্তির নিকটে থাকে, ও সেই মুদ্রাতে ঐ অপরাধ করা গিয়াছে এই কথা যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে জানিয়া সেই ব্যক্তি যদি প্রতারণাভাবে কিম্বা প্রতারণার কার্য্য হয় এই অভিপ্রায়ে সেই মুদ্রা অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়, কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই

ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(মহারাণীর মুদ্রা রূপান্তর করাগিয়াছে জানিয় কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া অন্যকে দিবার কথা।)

২৫১ ধারা। যে মুদ্রাতে ২৪৭ কি ২৪৯ ধারার লিখিত অপরাধ হইয়াছে এমত কোন মুদ্রা যদি কোন ব্যক্তির নিকটে থাকে ও সেই মুদ্রাতে ঐ অপরাধ করা গিয়াছে এই কথা যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে জানিয়া সেই ব্যক্তি যদি সেই মুদ্রা প্রতারণাভাবে কি প্রতারণার কার্য্য হয় এই অভিপ্রায়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয় কি অন্য ব্যক্তিকে তাহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসর অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(যে লোক মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা রূপান্তর করা মুদ্রা জানে তাহার নিকটে ঐ রূপান্তর করা মুদ্রা থাকিবার কথা।)

২৫২ ধারা। যে মুদ্রাতে ২৪৬ কি ২৪৮ ধারার লিখিত অপরাধ হইয়াছে এমত কোন মুদ্রা যদি প্রতারণাভাবে কি প্রতারণার কার্য্য হয় এই অভিপ্রায়ে কোনব্যক্তির নিকটে থাকে ও সেই মুদ্রাতে ঐ অপরাধ করা গিয়াছে এই কথা সেই ব্যক্তি যে সময়ে ঐ মুদ্রা পাইয়াছিল সেই সময়ে যদি জানিত, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদহইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

যে ব্যক্তি মহারাণীর মুদ্রা পাইবার সময়ে তাহা রূপান্তরকরা মুদ্রা জানে তাহার নিকটে ঐ রূপান্তরকরা মুদ্রা থাকিবার কথা।)

২৫৩ ধারা। যে মুদ্রাতে ২৪৭ কি ২৪৯ ধারার লিখিত অপরাধ হইয়াছে এমত কোন মুদ্রা যদি প্রতারণাভাবে কি প্রতারণার কার্য্য হয় এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির নিকটে থাকে, ও সেই মুদ্রাতে ঐ অপরাধ করাগিয়াছে এই কথা ঐ ব্যক্তি যে সময়ে ঐ মুদ্রা পাইয়াছিল সেই সময়ে যদি জানিত তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কোন ব্যক্তি যেসময়ে মুদ্রা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা রূপান্তরকরা না জানিয়া পরে তাহা অকৃত্রিম মুদ্রা বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দিলে তাহার কথা।)

২৫৪ ধারা। যে মুদ্রাতে ২৪৬ কি ২৪৭ কি ২৪৮ কি ২৪৯ ধারার লিখিত কোন কার্য্য হইয়াছে এমত কোন মুদ্রা কোন লোক যে সময়ে পাইয়াছিল সেই সময়ে সেই মুদ্রাতে ঐ প্রকারের কার্য্য হইয়াছে ইহা যদি না জানিত, কিন্তু ঐ প্রকারের কার্য্য হইয়াছে পরে জানিয়াও সেই মুদ্রা অকৃত্রিম বলিয়া কিম্বা যে প্রকারের মুদ্রা আছে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের মুদ্রা বলিয়া তাহা অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়, কিম্বা অকৃত্রিম মুদ্রা বলিয়া কিম্বা অন্য প্রকারের মুদ্রা বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে কোন ব্যক্তিকে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা ঐ পরিবর্ত্তনকরা যে মুদ্রা বলিয়া চালান

যায় কি চালাইবার উদ্যোগ হয় তাহার মূল্যের দশগুণ পর্য্যন্ত তাহার অর্থদণ্ড হইবেক।

(গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কথা।

২৫৫ ধারা। রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে কোন ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন, তাহা যদি কোন ব্যক্তি কৃত্রিম করে কি কৃত্রিম করিবার কোন কার্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক করে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

অর্থের কথা। যদি কেহ অকৃত্রিম এক মূল্যের ইষ্টাম্প অন্য মূল্যের অকৃত্রিম ইষ্টাম্পের মত প্রকাশ করিয়া কৃত্রিম করে তবে সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধ করে।

(গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখিবার কথা।)

২৫৬ ধারা। রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে কোন ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহা কৃত্রিম করিবার কার্য্যে ব্যবহার করণার্থে কিম্বা সেই কর্ম্মেতে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য হইয়াছে জানিয়া কিম্বা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কোন ব্যক্তি সেই যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার কথা।।

২৫৭ ধারা। রাজস্বের কার্য্যে নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহা কৃত্রিম করিবার কার্য্যে ব্যবহার করণার্থে কিম্বা সেই কার্য্যে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে থাকে জানিয়া কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যে কেহ কোনযন্ত্র প্রস্তুত করে কি করিবার কোন কার্য্য করে কি ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কৃত্রিম করা গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবার কথা।)

২৫৮ ধারা। রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে কোন ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহার কৃত্রিমকরা ইষ্টাম্প যে কেহ জানিয়া কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া বিক্রয় করে কি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করে, সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কাল-পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কৃত্রিম করা গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প নিকটে রাখিবার কথা।)

২৫৯ ধারা। রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে কোন ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহার কৃত্রিম করা ইষ্টাম্প যে কেহ জানিয়া অকৃত্রিম ইষ্টাম্পের মত ব্যবহার করিবার কি হস্তান্তর করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা অকৃত্রিম ইষ্টাম্পের মত ব্যবহার হয় এই কারণে আপনার নিকটে রাখে, সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিমকরা জানিয়া অকৃত্রিম ইষ্টাম্পের মত ব্যবহার করিবার কথা।)

২৬০ ধারা। রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে কোন ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহার কৃত্রিমকরা ইষ্টাম্প জানিয়া যদি কেহ অকৃত্রিম ইষ্টাম্পের ন্যায় ব্যবহার করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(যে কাগজপ্রভৃতিতে গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প থাকে তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে কোন লিখন উঠাইয়া দিবার কি যে দলীলে ইষ্টাম্প দেওয়া গিয়াছে তাহাহইতে ইষ্টাম্প উঠাইয়া লইবার কথা।)

২৬১ ধারা। রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে কোন ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহা যে লিখন কি দলীলের নিমিত্তে ব্যবহার হইয়াছে এমত কোন লিখন কি দলীল যদি কেহ ঐ ইষ্টাম্পকরা কাগজ প্রভৃতি হইতে প্রতারণাভাবে কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে উঠাইয়া দেয় কি মোচন করে, কিম্বা কোন লিপিতে কি দলীলে যে ইষ্টাম্প দেওয়া গিয়াছে সেই ইষ্টাম্প অন্য লিপিতে কি দলীলে ব্যবহার করিবার জন্যে যদি কেহ তুলিয়া লয়, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা পুনর্বার ব্যবহার করিবার কথা।)

২৬২ ধারা। রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে কোন ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহা একবার ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণাভাবে কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্যের নিমিত্তে তাহা পুনরায় ব্যবহার করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(ইষ্টাম্প ব্যবহার হইয়াছে ইহা দেখাইবার চিহ্ন উঠাইয়া দিবার কথা।)

২৬৩ ধারা। রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে কোন ইষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহা ব্যবহার হইয়াছে ইহা দেখাইবার যে কোন চিহ্ন ঐ ইষ্টাম্পের উপর দেওয়া যায় কি মুদ্রিত হয়, তাহা যদি কেহ প্রতারণাভাবে কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে মোচন করে কি উঠাইয়া দেয়, কিম্বা ঐ চিহ্ন যে ইষ্টাম্প হইতে মোচন করা গিয়াছে কি উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে এমত ইষ্টাম্প যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক নিকটে রাখে কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন ইষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া যদি কেহ তাহা বিক্রয় কি হস্তান্তর করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

১৩ অধ্যায়।

ওজন ও পরিমাণ করণসম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

(ওজন করিবার অপকৃত যন্ত্র প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করিবার কথা।)

২৬৪ ধারা। ওজন করিবার কোন যন্ত্র অপ্রকৃত জানিয়া যদি কেহ প্রতারণা করিয়া তাহা ব্যবহার করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(অপ্রকৃত বাটখারা কি মাপিবার গজপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করিবার কথা।)

২৬৫ ধারা। যদি কেহ কোন অপ্রকৃত বাটখারা কি মাপিবার জন্যে কোন অপ্রকৃত গজ কাঠা পালিপ্রভৃতি ব্যবহার করে, কিম্বা যে বাটখারা যত ওজনের আছে কি যে গজপ্রভৃতি যে মাপের হয় তদ্ভিন্ন অন্য বাটখারার মত কি অন্য মাপ বলিয়া যে কেহ কোন বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করে, সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি নিকটে রাখিবার কথা।)

২৬৬ ধারা। ওজন করিবার কোন যন্ত্র কিম্বা কোন বাটখারা কি গজ কাঠা পালিপ্রভৃতি যদি কোন ব্যক্তির নিকটে থাকে ও সে তাহা অপ্রকৃতি জানে ও যদি তাহা প্রতারণাভাবে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায় থাকে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(অপ্রকৃত বাটখারা গজপ্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কি বিক্রয় করিবার কথা।)

২৬৭ ধারা। ওজন করিবার কোন যন্ত্র কি কোন বাটখারা কি গজ কাঠা পালি প্রভৃতি কেহ অপ্রকৃত জানিয়া, যদি তাহা প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার হইবার জন্যে, কিম্বা প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার হইতে পারিবে জানিয়া প্রস্তুত করে কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

---

১৪ অধ্যায়।

সাধারণ লোকেরদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি।

(সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্মের কথা।)

২৬৮। ধারা সাধারণ লোকেরদের কিম্বা নিকটনিবাসি লোকেরদের কি নিকটবর্ত্তি সম্পত্তি যাহারা ভোগ করে তাহারদের সাধারণের কোন ক্ষতি কি সঙ্কট, কি অনিষ্ট যাহাতে হয়, কিম্বা সাধারণের কোন অধিকারক্রমে কার্য্য করিতে যাহারদের প্রয়োজন থাকে তাহারদের ক্ষতি কি বাধা কি সঙ্কট কি ক্লেশ যাহাতে অবশ্য হয়, এমত

কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম যে কেহ করে কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বেআইনীমতে ত্রুটি করে, সে ব্যক্তি সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্ম করিবার দোষী হয়।

সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্ম কোন স্বচ্ছন্দতা কি উপকারজনক হয় এই কারণে ঐ অনিষ্ট কর্ম্মের ক্ষমা হয় না।

(সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার যাহাতে হইতে পারে এমত কর্ম্ম শৈথিল্যক্রমে করণের কথা।)

২৬৯ ধারা। প্রাণ সঙ্কটজনক কোন রোগ কোন কর্ম্মদ্বারা সঞ্চার হইতে পারে কি সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কেহ ঐ কর্ম্ম বেআইনীমতে কি শৈথিল্যক্রমে করে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কি তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(সাংঘাতিক কোন রোগের সঞ্চার যাহাতে হইতে পারে এমত কর্ম্ম দ্বেষপূর্ব্বক করণের কথা।)

২৭০ ধারা। প্রাণ সঙ্কটজনক কোন রোগ কোন কর্ম্মদ্বারা সঞ্চার হইতে পারে কি সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কেহ সেই কর্ম্ম দ্বেষপূর্ব্বক করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(করাণ্টাইন বিধি অমান্য করণের কথা।)

২৭১ ধারা। কোন জাহাজ করাণ্টাইন অবস্থায় (অর্থাৎ যে জাহাজহইতে কোন রোগ অথবা মারী সঞ্চার হইবার ভয় থাকে সেই জাহাজের লোকেরদের অবরোহণ করিবার নিষেধ অবস্থায়) রাখিবার, কিম্বা স্থলের লোকেরদের সঙ্গে কি অন্য জাহাজের লোকেরদের সঙ্গে সেই অবস্থার জাহাজের লোকেরদের গতিবিধি করিবার, কিম্বা যে২ স্থলে সঞ্চার রোগের প্রাদুর্ভাব থাকে তাহার ও অন্য২ দেশের পরস্পর গতিবিধি করিবার যে বিধান ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কিম্বা কোন গবর্ণমেণ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, এমত কোন বিধি যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ের নিমিত্তে থাকে তাহাতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিবার কথা।)

২৭২ ধারা। যদি আহারীয় কি পানীয় কোন দ্রব্য আহারীয় কি পানীয় বলিয়া বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে কি বিক্রয় হইতে পারিবেক জানিয়া, কেহ সেই দ্রব্যের সঙ্গে এমত কোন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দেয় যে তাহা আহার কি পান করা গেলে পীড়াজনক হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(পীড়াজনক আহার কি পানীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার কথা।)

২৭৩ ধারা। যে কোন দ্রব্য পীড়া জনক করা গিয়াছে কি হইয়াছে, কি আহার কি পান করিবার অনুপযুক্ত হইয়াছে, এমত কোন দ্রব্য আহার কি পান করিলে পীড়া জন্মিবে জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া যদি কেহ আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য বলিয়া তাহা বিক্রয় করে কি বিক্রয় হইবার জন্যে দর্শায় কি প্রকাশ করিয়া রাখে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার একহাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(ঔষধীয় বণিক দ্রব্যেতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিবার কথা।)

২৭৪ ধারা। যদি কেহ কোন ঔষধীয় বণিক দ্রব্যের কি ঔষধীয় প্রস্তুত দ্রব্যের মধ্যে অন্য দ্রব্য এমত মিশ্রিত করে যে তাহাতে সেই দ্রব্যের কি ঔষধের গুণ খর্ব্ব হয় কি তাহার ফল পরিবর্ত্তন হয় কি তাহা পীড়াজনক হয়, আর যদি ইহাতে তাহার এই অভিপ্রায় থাকে যে তাহা তদ্রূপ মিশ্রিত না হইবার মত কোন ঔষধের ন্যায় বিক্রয় কি ব্যবহার হয়, কি যদি সে জানে যে তাহা তদ্রূপে বিক্রয় কি ব্যবহার হইতে পারিবেক, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(অন্য দ্রব্য মিশ্রিত ঔষধীয় বণিক দ্রব্য বিক্রয় করিবার কথা।)

২৭৫ ধারা। কোন ঔষধীয় বণিক দ্রব্যে কি ঔষধের প্রস্তুতকরা দ্রব্যের মধ্যে অন্য দ্রব্য এমত মিশ্রিত হইয়াছে যে তাহাতে ঐ ঔষধীয় দ্রব্যের কি ঔষধের গুণ খর্ব্ব হইয়াছে কি ফল পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি তাহাপীড়া জনক হইতে পারে জানিয়া যদি কেহ তাহা মিশ্রিত না হইবার মত বিক্রয় করে, কি বিক্রয় করিবার জন্যে দর্শায় কি প্রকাশ করিয়া রাখে কিম্বা ঔষধস্বরূপে ব্যবহারার্থে তাহা কোন ঔষধালয় হইতে বাহির হইতে দেয়, কিম্বা যে ব্যক্তি তাহা মিশ্রিত হইবার কথা না জানে তাহারদ্বারা তাহা ঔষধস্বরূপে ব্যবহার করায়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কাল-পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(এক প্রকারের ঔষধীয় বণিকদ্রব্য কি প্রস্তুত ঔষধ অন্য প্রকারের ঔষধীয় বণিক দ্রব্য কি ঔষধ বলিয়া বিক্রয় করিবার কথা।)

২৭৬ ধারা। এক প্রকারের ঔষধীয় বণিক দ্রব্য কি প্রস্তুত ঔষধ অন্য প্রকারের ঔষধীয় বণিক দ্রব্য কি প্রস্তুত ঔষধ বলিয়া যদি কেহ ঔষধস্বরূপে ব্যবহারার্থে জ্ঞান-পূর্ব্বক বিক্রয় করে কি বিক্রয় হইবার জন্যে দর্শায় কি প্রকাশ করিয়া রাখে কি ঔষধালয় হইতে বাহির হইতে দেয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কাল-পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কি তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(সাধারণের ব্যবহার্য্য উনুইর কি জলাশয়ের জল নষ্ট করিবার কথা।)

২৭৭ ধারা। সাধারণের ব্যবহার্য্য কোন উনুইর কি জলাশয়ের জল যদি কেহ

ইচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট কি ময়লা করিয়া, যে কর্ম্মেতে ঐ জলের সামান্যতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে সেই কর্ম্মের তাদৃশ উপযুক্ত না হয় এমত করে, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকা-পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(বায়ু পীড়াজনক করিবার কথা।)

২৭৮ ধারা। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন স্থানের বায়ু এমত মন্দকরে যে তাহাতে সাধারণমতে নিকট নিবাসি কি নিকটস্থ ব্যবসায়ি লোকেরদের কি রাজপথে গমন-শীল লোকেরদের পীড়া হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইবেক।

(রাজপথে গাড়ি কি ঘোড়া প্রভৃতিকে অতিবেগে চালাইবার কথা।)

২৭৯ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি রাজপথে কোন গাড়ি কি ঘোড়াপ্রভৃতি এমত দুঃসাহসে কি অনবধানতারূপে চালায় যে মনুষ্যের প্রাণের হানি হইতে পারে কিম্বা অন্য কোন লোকের আঘাত কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(নৌকাদি দুঃসাহসরূপে চালাইবার কথা।)

২৮০ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কোন নৌকাদি এমত দুঃসাহসে কি অনবধানতা-রূপে চালায় যে মনুষ্যের প্রাণের হানি হইতে পারে কিম্বা অন্য কোন লোকের আঘাত কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(মিথ্যা আলো কি নিশানী কি বয়া দেখাইবার কথা।)

২৮১ ধারা। সমুদ্রাদি জলপথে কোন মিথ্যা আলো কি নিশানী কি বয়া দেখা-ইলে কোন কর্ণধারের বিপথে নৌকা চালাওন সম্ভাবনা জানিয়া কিম্বা বিপথে চালা-ইবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ সেইরূপ মিথ্যা আলোপ্রভৃতি দেখায়, তবে সে সাতবৎ-সরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(যে নৌকাপ্রভৃতিতে অতিরিক্ত বোঝাই হইয়াছে কি নির্ব্বিঘ্নে যাওয়া পক্ষে আশঙ্কা হয়, তাহাতে ভাড়া লইয়া লোকেরদিগকে জলপথে লইয়া যাইবার কথা।)

২৮২ ধারা। যদি কেহ ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে জলপথে কোন নৌকাপ্রভৃ-তিতে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতায় কোন স্থানে লইয়া যায় কি চালায়, অথচ সেই সময়ে সেই নৌকাপ্রভৃতির অবস্থানুসারে কি তাহাতে যত বোঝাই দ্রব্য আছে তাহা বোধে ঐ ব্যক্তির প্রাণহানির আশঙ্কা হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কি তাহার এক হাজার টাকা-পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(রাজপথে কি নৌকার পথে সঙ্কট কি বাধা জন্মাইবার কথা।)

২৮৩ ধারা। যদি কেহ কোন কার্য্য করাতে, কিম্বা আপনার নিকটে কি আপনার জিম্মায় থাকা কোন দ্রব্য সুনিয়মমতে না রাখাতে, কোন রাজপথে কি নৌকা যাইবার কোন সাধারণ পথে, কোন লোকের সঙ্কট কি বাধা কি হানি জন্মায়, তবে তাহার দুই শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবেক।

(বিষাল কোন দ্রব্য লইয়া অনবধানতার কর্ম্ম করণের কথা।)

২৮৪ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষাল দ্রব্য লইয়া কোন ক্রিয়া এমত দুঃসাহসে কি অনবধানতাপূর্ব্বক করে, যে মনুষ্যের প্রাণহানির আশঙ্কা কিম্বা অন্য কোন লোকের পীড়া কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয় কিম্বা কোন বিষাল দ্রব্য যাহার নিকটে থাকে সে যদি ঐ দ্রব্যেতে কোন ব্যক্তির প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(অগ্নি কিম্বা অনায়াসে প্রজ্বলনীয় কোন দ্রব্য লইয়া অনবধানতার কর্ম্ম করণের কথা।)

২৮৫ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি কিম্বা অনায়াসে যাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এমত কোন দ্রব্য লইয়া কোন কার্য্য এমত দুঃসাহসে কি অনবধানতাপূর্ব্বক করে, যে মনুষ্যের প্রাণহানির আশঙ্কা, কিম্বা অন্য কাহারো পীড়া কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয় কিম্বা যাহার নিকটে অগ্নি কি অনায়াসে প্রজ্বলনীয় কোন দ্রব্য থাকে সে যদি সেই দ্রব্যেতে মনুষ্যের প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সেই জন ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্য লইয়া অনবধানতার কর্ম্মের কথা।)

২৮৬ ধারা। যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্য লইয়া কেহ দুঃসাহসে কি অনবধানতাপূর্ব্বক কার্য্য করাতে যদি মনুষ্যের প্রাণহানির আশঙ্কা কিম্বা অন্য কাহারো পীড়া কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, কিম্বা শব্দ করিয়া যাহা জ্বলিয়া উঠে তাহার নিকটে থাকা এমত কোন দ্রব্যেতে প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে যদি সে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতায় ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(অপরাধির নিজের কি তাহার জিম্মায় যে কল থাকে তাহা লইয়া অনবধানতাপূর্ব্বক কর্ম্মের কথা।)

২৮৭ ধারা। যদি কেহ কোন কল লইয়া এমত দুঃসাহসে কি অনবধানতারূপে কোন কার্য্য করে, যে মনুষ্যের প্রাণহানির আশঙ্কা হয়, কিম্বা অন্য কাহারো পীড়া

কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, কিম্বা যাহার নিকটে কি যাহার জিম্মায় কোন কল থাকে সেই ব্যক্তি সেই কলহইতে মনুষ্যের প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(গৃহাদি ভগ্ন করিবার কি সারাইবার সম্পর্কে অনবধানতার কথা।)

২৮৮ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কোন গৃহাদি ভগ্ন করিবার কি সারাইবার সময়ে সেই ঘরের কি তাহার কোন অংশের পতনেতে মনুষ্যের প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতায় ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(কোন জীবজন্তুকে লইয়া অনবধানতাপূর্ব্বক কার্য্যের কথা।)

২৮৯ ধারা। যাহার নিকটে কোন জীবজন্তু থাকে সেই ব্যক্তি যদি সেই জীবজন্তু হইতে মনুষ্যের প্রাণহানির কোন সম্ভাবিত আশঙ্কা কিম্বা গুরুতরপীড়ার কোন সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(সাধারণ লোকেরদের অনিষ্ট কর্ম্মের কথা।)

২৯০ ধারা। যে কেহ সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্ম করে, ও এই আইনের অন্য বিধিতে যদি সেই কর্ম্মের কোন দণ্ড নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে তাহার দুই শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবেক।

(অনিষ্ট কর্ম্ম করিবার নিষেধ হইলে পর তাহা করিতে থাকিবার কথা।)

২৯১ ধারা। সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাপন্ন রাজকীয় কোন কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অনিষ্টকর্ম্ম পুনরায় করিতে কিম্বা করিয়া থাকিতে নিষেধ করিলে পর, যদি ঐ ব্যক্তি তাহা পুনর্ব্বার করে কি করিতে থাকে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(শৃঙ্গার রসঘটিত কুৎসিত পুস্তক বিক্রয়াদি করিবার কথা।)

২৯২ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি শৃঙ্গার রসঘটিত কুৎসিত পুস্তক কি পামফেলেট (অর্থাৎ কাগজে বাঁধা পুস্তক) কি কাগজ কি ছবি কি চিত্র কি আকৃতি কি প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয় কি বিতরণ করে, কি বিক্রয় করিবার কি ভাড়া দিবার জন্যে দেশান্তরহইতে আনীত করে কি ছাপায় কি ইচ্ছাপূর্ব্বক সাধারণের দৃষ্টিগোচর করে কি তাহা করিবার উদ্যোগ কি প্রস্তাব করে, তবে সেই ব্যক্তি তিনমাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

বর্জ্জিত কথা। কোন দেবমন্দিরে কি তাহার উপরে কিম্বা দেবপ্রতিমার যাত্রারজন্যে কি ধর্ম্মসম্পর্কীয় কোন কর্ম্মের জন্যে যে রথ থাকে কি ব্যবহার হয় তাহাতে যে কোন আকৃতি অঙ্কিত কি ক্ষোদিত কি চিত্র করা যায় কি অন্য প্রকারে প্রকাশ হয় তাহার সহিত এই ধারা সম্পর্ক রাখে না।

(শৃঙ্গার রসঘটিত কুৎসিত পুস্তক বিক্রয় করিবার কি দর্শাইবার জন্যে নিকটে রাখিবার কথা।

২৯৩ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত প্রকারের শৃঙ্গার রসঘটিত কোন কুৎসিত পুস্তক কি অন্য দ্রব্য বিক্রয় কি বিতরণ হইবার কি সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিবার জন্যে যাহার নিকটে থাকে, সেই ব্যক্তি ৩ মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(শৃঙ্গার রসঘটিত কুৎসিত গীতের কথা।)

২৯৪ ধারা। যে কেহ অন্য লোকেরদের অনিষ্টজনকভাবে কোন শৃঙ্গার রসের কুৎসিত গীত কি কথা কোন সাধারণস্থানে কি তাহার নিকটে গান করে কি কীর্ত্তন করে কি আবৃত্তি করে, সে তিন মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবেক কি তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

---

১৫ অধ্যায়।

ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

(কোন জাতির লোকেরদের ধর্ম্ম অবহেলা করিবার অভিপ্রায়ে ভজনালয়ের হানি করণের কি তাহা অশুচি করণের কথা।)

২৯৫ ধারা। যদি কেহ কোন জাতির লোকেরদের ধর্ম্মের অমর্য্যাদ করিবার অভিপ্রায়ে কোন ভজনালয় কি কোন জাতির লোক যাহা পবিত্র জ্ঞান করিয়া মানে এমত কোন দ্রব্য নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করে, কি সেইরূপে বিনাশ কি ক্ষতি কি অশুচি করিলে কোন জাতির লোকেরা তাহা আপনারদের ধর্ম্মের অবহেলাস্বরূপ জ্ঞান করিতে পারিবেক ইহা জানিয়াও যদি কেহ তাহা করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(ঈশ্বরভজনার্থ সংগৃহীত লোকদিগকে বাধা দেওনের কথা।)

২৯৬ ধারা। যাহারা আইনসিদ্ধরূপে সংগৃহীত হইয়া ঈশ্বরের ভজনা কিম্বা ধর্ম্ম সম্পর্কীয় ক্রিয়া করে, তাহাদিগকে যদি কেহ সেই সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দেয়, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

[গোরস্তান প্রভৃতি স্থানে গমন করিবার কথা।]

২৯৭ ধারা। কোন লোকের মনের দুঃখ দিবার কিম্বা কোন লোকের ধর্ম্মের অবহেলা করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন লোকের মনে দুঃখ হইতে পারে কিম্বা

কোন লোকের ধর্ম্মের অবহেলা হইতে পারে জানিয়া যদি কেহ কোন ভজনালয়ে কি কোন গোরস্থানে, কিম্বা দাহাদি ক্রিয়ার কি সমাধি ক্রিয়ার নিরূপিত কোন স্থানে প্রবেশ করে, কিম্বা মনুষ্যের কোন শবের প্রতি অবজ্ঞাভাবে কর্ম্ম করে, কিম্বা কবর দেওনপ্রভৃতি ক্রিয়া করিবার জন্যে সংগৃহীত ব্যক্তিদিগকে ক্লেশ দেয় তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(ধর্ম্মসম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখ দিবার জন্যে কোন কথা প্রভৃতি কহিবার কথা।)

২৯৮ ধারা। যদি কেহ কোন লোকের ধর্ম্মবিষয়ে মনস্তাপ দিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন বাক্য প্রয়োগ করে কি সেই লোক যাহা শুনিতে পায় এমন কোন শব্দ করে, কিম্বা সেই লোকের দৃষ্টিগোচরে কোন অঙ্গভঙ্গি করে, কিম্বা সেই লোকের দৃষ্টিগোচরে কোন দ্রব্য রাখে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

---

১৬ অধ্যায়।

মনুষ্যের শরীরসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

যাহাতে প্রাণের হানি হয় এমত অপরাধের কথা।

(অপরাধযুক্ত নরহত্যার কথা।)

২৯৯ ধারা। কোন কাহার প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে, কি যাহাতে প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয় শারীরিক এমন কোন হানি করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন কর্ম্মদ্বারা কোন লোকের প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়াও, যদি কেহ সেই কর্ম্ম করিয়া কোন লোকের মরণের কারণ হয়, তবে সে ব্যক্তি অপরাধযুক্ত নরহত্যা করে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কোন লোকের প্রাণনাশ করণের অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন লোকের প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়া, এক গর্ত্তের উপরে ডালপালা ও ঘাসের চাপড়া রাখিয়া সেই গর্ত্ত আবৃত করে। যদু শক্ত মৃত্তিকা জানিয়া তাহার উপরে পাদ দিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়া মরে, এই স্থলে আনন্দ অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

(খ) যদু কোন ঝোড়ের নীচে বসিয়া আছে। বলরাম তাহা জানে না। কিন্তু আনন্দ তাহা জানিয়া যদুর প্রাণনাশ করাইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা তাহার প্রাণনষ্ট হইতে পারে জানিয়া বলরামকে সেই ঝোড়ে বন্দুক ছুড়িতে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম তাহা করিয়া যদুকে হত্যা করে। এই স্থলে বলরামের প্রতি কোন অপরাধ না অর্শিতে পারে কিন্তু আনন্দ অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

(গ) আনন্দ কোন ব্যক্তির পক্ষী হত্যা করিয়া চুরি করিবার মানসে ঐ পক্ষিকে গুলি করে, কোন ঝোড়ের আড়ালে বলরাম বসিয়াছিল, গুলি তাহাকে লাগিয়া সে মরে, কিন্তু বলরাম সেই খানে ছিল ইহা আনন্দ জানিত না। এই স্থলে যদিও

আনন্দ বেআইনী কর্ম্ম করিয়াছে তথাপি অপরাধযুক্ত নরহত্যার দোষী হয় না, কারণ বলরামকে হত্যা করণে কিম্বা যে কর্ম্মেতে অন্যের মৃত্যু হইতে পারে এমত কর্ম্ম করিয়া কাহাকে হত্যা করণে আনন্দের মানস ছিল না।

১ অর্থের কথা।—কোন লোকের পীড়া কি রোগ কি শরীরের দুর্ব্বলতা থাকিতে অন্য লোক তাহার শারীরিক কোন হানি করিয়া তাহার শীঘ্র মরণ ঘটাইলে সেই ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে জ্ঞান হইবেক।

২ অর্থের কথা।—যদি শারীরিক হানি হইয়া কোন লোকের মৃত্যু হয় তবে উপযুক্ত উপায় এবং যথোচিত চিকিৎসা হইলে যদিও তাহার মরণ নিবারণ হইতে পারিত, তথাপি যে ব্যক্তি তাহার শারীরিক হানি করিয়াছে সেই ব্যক্তি তাহার মরণের কারণ হয় এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।

৩ অর্থের কথা।— গর্ভস্থ সন্তান নষ্টকরা নরহত্যা নয়। কিন্তু যদি সচেতন অপত্যের কোন ভাগ নির্গত হইয়া থাকে, তবে সেই অপত্য যদিও নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ না করে কি সম্পূর্ণমতে ভূমিষ্ঠ না হইয়া থাকে, তথাপি ঐ সচেতন অপত্য নষ্ট করা অপরাধযুক্ত নরহত্যার তুল্য হইতে পারে।

(জ্ঞানকৃত বধের কথা।)

৩০০ ধারা। এই ধারার নিম্নের লিখিত ধারার বর্জ্জিত অবস্থাভিন্ন যে কার্য্যেতে তাহার মৃত্যু হয় সেই কার্য্য যদি প্রাণ নাশ করিবার অভিপ্রায়ে করা যায়। অথবা

দ্বিতীয়। শরীরে কোন হানি দ্বারা কোন লোকের প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানিয়া যদি কেহ ঐরূপ শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ মৃত্যুজনক কার্য্য করে। অথবা

তৃতীয়। যদি সেই কার্য্য কোন লোকের শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে করা যায় ও শারীরিক যে হানি করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহাতে স্বভাবতঃ মরণ হইতে পারে। অথবা

চতুর্থ। যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য করে সে যদি জানে যে ঐ কার্য্য অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়াপ্রযুক্ত তাহাতে মৃত্যু হইতে পারে, কিম্বা যাহাতে মৃত্যু হয় শারীরিক এমত কোন হানি হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা, ও প্রাণ নাশের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের হানিজনক কার্য্য করিবার কোন কারণ না থাকিলেও যদি সেই কার্য্য করে, তবে সেই সকল স্থলে অপরাধযুক্ত যে হত্যা হয় তাহা জ্ঞানকৃত বধ হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে গুলি করে, তাহাতে যদু মরে। আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছে।

(খ) যদুর এরূপ কোন রোগ হইয়াছে যে মুষ্ট্যাঘাত হইলে তাহার মৃত্যু সম্ভাবনা আনন্দ ইহা জানিয়া তাঁহার শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে মরে। ঐ আঘাতে যদু মরে। যদ্যপি যদুর কোন রোগ না থাকিলে তাদৃশ আঘাতে তাহার মরিবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছে। পরন্তু যদুর রোগ আছে ইহা যদি আনন্দ না জানিয়া তাহাকে আঘাত করে ও সুস্থ ব্যক্তি

কে সেইরূপ আঘাত করিলে যদি মৃত্যুর সম্ভাবনা না থাকে তবে আনন্দ যদিও তাহার শারীরিক হানি করিবার মনস্থ করিয়া থাকে তথাপি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে কিম্বা শারীরিক যে হানিতে স্বভাবতঃ মরণ হইতে পারে তাহা করিতে মনস্থ করে নাই, ইহাতে জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয় না।

(গ) আনন্দ তলওয়ার অথবা যষ্ঠি লইয়া যদুকে এমত আঘাত করে যে সেই প্রকারের আঘাতে স্বভাবতঃ মনুষ্যে মরণ হয়। যদু তাহাতে মরে। এই স্থলে আনন্দ যদুকে মারিয়া ফেলিতে মনস্থ না করিলেও জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়।

(ঘ) আনন্দ কোন হেতু না থাকাতেও কোন জনতার প্রতি কামানের গুলি করে তাহাতে এক জন মরে। এই স্থলে যদিও আনন্দ কোন বিশেষ লোককে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছিল না, তথাপি জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়।

(অপরাধযুক্ত নরহত্যা যে স্থলে জ্ঞানকৃত বধ হয় না তাহার কথা।)

১ বর্জ্জিত কথা। কোন ব্যক্তি হঠাৎ রাগজনক কোন গুরুতর কার্য্যেতে অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া আত্মদমনে অসমর্থ হইয়া যে লোক তাহার রাগ জন্মাইয়াছিল তাহার প্রাণ নষ্ট করে, কিম্বা ভ্রান্তিক্রমে কি অকস্মাৎ অন্য কোন লোকের প্রাণনাশের কারণ হয়, এমন স্থলে যে অপরাধযুক্ত নরহত্যা তাহা জ্ঞানকৃত বধ হয় না।

কিন্তু উপরের বর্জ্জিত কথার মধ্যে নিম্নের বিধি গ্রহণ করিতে হইবেক।

প্রথম। কোন ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট কি ক্ষতি করিবার ওজরস্বরূপে অপরাধী আপনি ঐ রাগ জন্মাইবার কার্য্যের চেষ্টা না করে কিম্বা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক না ঘটায়।

দ্বিতীয়। আইনসম্মত কোন কার্য্য করণের দ্বারা, কি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আপনি আইনমতে ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করেন তদ্দ্বারা, ঐ রাগ না জন্মে।

তৃতীয়। আত্মারক্ষার অধিকারক্রমে যে কার্য্য আইনমতে করা যায় তদ্দ্বারা ঐ রাগ না জন্মে।

অর্থ। উক্ত অপরাধ যাহাতে জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ না হয়, ঐ রাগ জন্মাইবার কার্য্য এমত গুরুতর কিম্বা এমত হঠাৎ ঘটনা হয় এই কথা বৃত্তান্তদ্বারা মীমাংসা হইবেক

উদাহরণ।

(ক) যদু কোন কার্য্য করিয়া আনন্দের রাগ জন্মায়। তাহাতে আনন্দ রাগান্ধ হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর বালকের প্রাণ নষ্ট করে। ইহা জ্ঞানকৃত বধ হয়, যেহেতুক ঐ বালক আনন্দের রাগ জন্মায় নাই। আর রাগান্ধ হইয়া সেই কার্য্য কারণ কালে ঐ বালকের প্রাণ অকস্মাৎ কি দুর্ভাগ্যক্রমে নষ্ট হয় নাই।

(খ) অর্জ্জুন কোন গুরুতর কর্ম্ম করিয়া হঠাৎ আনন্দের রাগ জন্মায় তাহাতে আনন্দ অর্জ্জুনের প্রতি পিস্তল ছুড়ে যদু নিকটে দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু আনন্দ তাহাতে দেখিতে পায় নাই এবং তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে আনন্দের কোন অভিপ্রায় ছিল না ও গুলি তাহাকে লাগিবে এমত জানিত না, কিন্তু আনন্দ যদুর প্রাণ নষ্ট করিয়াছিল এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করে নাই, কিন্তু অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

(গ) যদু নামে এক জন পেয়াদা আনন্দকে আইনমতে গ্রেপ্তার করে। ইহাতে

আনন্দ হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া যন্ত্রুর প্রাণ নষ্ট করে। ইহা জ্ঞানকৃত বধ, যেহেতুক রাজকীয় কার্য্যকারক আপন ক্ষমতামতে যে কার্য্য করিতেছিল তাহাতে আনন্দের রাগ হইল।

(ঘ) আনন্দ কোন মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে সাক্ষিস্বরূপে উপস্থিত হয়। মাজিষ্ট্রেট কহেন যে আনন্দের জোবানবন্দীর এক কথায়ও আমার বিশ্বাস হয় না, সে মিথ্যাশপথ করিয়াছে। আনন্দ এই কথাতে হঠাৎ রাগ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের প্রাণ নষ্ট করে। এই জ্ঞানকৃত বধ।

(চ) আনন্দ যন্ত্রুর নাসিকা ধরিতে উদ্যোগ করে। যন্ত্রু আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে তাহার প্রতিবন্ধক হয়। আনন্দ ইহাতে হঠাৎ অত্যন্ত রাগ করিয়া যন্ত্রুকে বধ করে। ইহা জ্ঞানকৃত বধ, যেহেতুক আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে কার্য্য করা গিয়াছিল সেই কার্য্য রাগের কারণ হইয়াছে।

(ছ) যন্ত্রু বলরামকে মারে। ইহাতে বলরামের অত্যন্ত রাগ হয়। আনন্দ নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, ও বলরামকে রাগান্ধ দেখিয়া তাহার দ্বারা যন্ত্রুকে হত্যা করাইবার অভিপ্রায়ে সেই সময়ে বলরামের হাতে ছুরী দেয়। বলরাম সেই ছুরীর দ্বারা যন্ত্রুর প্রাণ নষ্ট করে। এই স্থলে বলরামের অপরাধযুক্ত নরহত্যা অপরাধ হইয়া থাকিবেক। কিন্তু আনন্দ জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী।

২ বর্জ্জিত কথা। সরলভাবে আত্মরক্ষার কি সম্পত্তি রক্ষার অধিকারক্রমে আইন মতে যেপর্য্যন্ত কার্য্য হইতে পারে তাহার অতিরিক্ত কার্য্য যদি কোন ব্যক্তি করে ও পূর্ব্ব মনস্থ না করিয়া ও আত্মরক্ষার নিমিত্তে যত হানি করা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত করিবার মানস না করিয়া, যাহার বিরুদ্ধে সেই অধিকারক্রমে কার্য্য করে তাহার মরণের কারণ হয়, তবে এমত স্থলে অপরাধযুক্ত যে নরহত্যা তাহা জ্ঞানকৃত বধ হয় না।

উদাহরণ।

যন্ত্রু চাবুক লইয়া আনন্দকে মারিতে উদ্যত হয় কিন্তু আনন্দের গুরুতর পীড়াজনকরূপে নহে। আনন্দ পিস্তল বাহির করে। তবু যন্ত্রু তাহাকে চাবুক মারিতে যায়। তাহাতে আনন্দের সরলভাবে বোধ হয় যে পিস্তল না ছুড়িলে আমার চাবুক খাওয়া হইতে অন্য কোন উপায়ে রক্ষা হয় না, অতএব পিস্তল ছুড়িয়া যন্ত্রুর প্রাণ নষ্টকরে। ইহাতে আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করে নাই, কিন্তু অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

৩ বর্জ্জিত কথা।—রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা রাজকয়ী কার্য্যকারকের সহায় ব্যক্তি, সর্ব্ব সাধারণের সুবিচার উত্তমরূপে হইবার নিমিত্তে আইনমতে যে ক্ষমতা পান তদতিরিক্ত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া কোন লোকের প্রাণ নষ্ট করেন। কিন্তু যে কার্য্যের দ্বারা ঐ লোকের প্রাণ নষ্ট হইল তাহা রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে আপন পদের কর্ম্ম উপযুক্তমতে নির্ব্বাহ করিবার জন্যে আইনসিদ্ধ ও আবশ্যক ইহা সরলভাবে বোধ করিয়া, যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার প্রতি কিছুমাত্র দ্বেষ না করিয়া, সেই কার্য্য করেন। এমত স্থলে অপরাধযুক্ত যে হত্যা তাহা জ্ঞানকৃত বধ হয় না।

৪ বর্জ্জিত কথা। হঠাৎ বিবাদ হওনকালে অত্যন্ত রাগ হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, এক জন পূর্ব্বে মনস্থ করিয়া কিম্বা অন্যকে অক্ষম দেখিয়া কোন অনুপযুক্ত কর্ম্ম না করিয়া ও নিষ্ঠুর কি রীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম না করিয়াও তাহার প্রাণ নষ্ট করে, এই স্থলে অপরাধযুক্ত যে হত্যা তাহা জ্ঞানকৃত বধ না।

অর্থের কথা—এমত স্থলে কে কাহার রাগ প্রথমে জন্মাইয়াছিল, কেবা প্রথমে আক্রমণ করিয়াছিল, এই কথা অপ্রয়োজনীয়।

৫ বর্জ্জিত কথা। যাহার মৃত্যু হয় সে যদি আঠারো বৎসরের অধিক বয়স্ক হইয়া আপন সম্মতিক্রমে হত্যা হয় কিম্বা হত হইবার সঙ্কট স্বীকার করে, তবে তদ্রূপ স্থলে অপরাধযুক্ত যে নরহত্যা তাহা জ্ঞানকৃত বধ হয় না। উদাহরণ।

(ক) যদু আঠারো বৎসরের ন্যূন বয়স্ক) আনন্দ তাহাকে প্রবৃত্তি দিয়া আত্মঘাতী করায়। এই স্থলে যদু অপ্রাপ্ত ব্যবহার হওয়াপ্রযুক্ত আপনার মরণে আপনি সম্মত হইতে অক্ষম বিধায়, আনন্দ বধের সহায়তা করিয়াছে।

(যাহার প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায় ছিল তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করণ দ্বারা অপরাধযুক্ত নরহত্যার কথা।)

৩০১ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাণ নাশ করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়া যে কার্য্য করে, তদ্দ্বারা যাহাকে বধ করিবার অভিপ্রায় না ছিল কিম্বা যাহার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা না জানিত এমত ব্যক্তিকে যদি বধ করিয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করে, তবে যাহাকে বধ করিবার অভিপ্রায় ছিল কিম্বা যাহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়াছিল, তাহার প্রাণনাশ করিলে যে প্রকারের অপরাধযুক্ত হত্যা হইতে, ঐ অপরাধির সেই প্রকারের নরহত্যার অপরাধ হয়।

(জ্ঞানকৃত বধের দণ্ডের কথা।)

৩০২ ধারা। যদি কেহ জ্ঞানকৃত বধ করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইবেক তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(যাবজ্জীবন কয়েদী জ্ঞানকৃত বধ করিলে তাহার দণ্ডের কথা।)

৩০৩ ধারা। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা যাহার প্রতি হইয়াছে এমত ব্যক্তি যদি জ্ঞানকৃত বধ করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবেক।

(অপরাধযুক্ত যে নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে তাহার দণ্ডের কথা।

৩০৪ ধারা। জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা কেহ করিলে, তাহার যে কার্য্যেতে অন্যের মরণ হইয়াছে সেই কার্য্য যদি সে প্রাণনাশের অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে, কিম্বা শারীরিক যে হানির দ্বারা প্রাণনাশ হইতে পারে তাহা করিবার অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ হইবে, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। কিন্তু ঐ কার্য্যেতে প্রাণনাশ হইতে পারে জানিয়াও যদি বধ করিবার কোন অভিপ্রায়ে কিম্বা যাহাতে প্রাণনাশ হইতে পারে শারীরিক এমত হানি করিবার অভিপ্রায়ে সেই কার্য্য না করা

যায়, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(বালকের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা করণের কথা।)

৩০৫ ধারা। যদি আঠারো বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন বালক কিম্বা কোন ক্ষিপ্ত কি বিকৃতচিত্ত কি জড় কিম্বা মদ্যাদিতে মত্ত কোন ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়, তবে যে কেহ সেই আত্মঘাত করিতে সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবেক।

(আত্মঘাতের সহায়তা করণের কথা।)

৩০৬ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়, তবে যে কেহ ঐ আত্মঘাত করিতে সহায়তা করে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবেক ইতি।

(বধ করিবার উদ্যোগের কথা।)

৩০৭ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি এমন অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানানুসারে ও এমন গতিকে কোন কর্ম্ম করে যে সেই কর্ম্মের দ্বারা কাহার মৃত্যু হইলে সেই ব্যক্তি জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হইত, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবেক। এবং যদি সেই কার্য্যদ্বারা কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, তবে অপরাধী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি। উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি গুলি করে, আর যে গতিকে গুলি করে তদ্বিবেচনায় যদুর মৃত্যু তাহাতে হইলে আনন্দ জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হইত, এই স্থলে আনন্দ এই ধারামতে দণ্ড পাইতে পারিবে।

(খ] আনন্দ কোন দুগ্ধপোষ্য বালককে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে কোন নির্জ্জন স্থানে রাখে, ইহাতে ঐ বালক না মরিলেও আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

[গ] আনন্দ যদুর প্রাণনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বন্দুক ক্রয় করিয়া তাহাতে বারুদ পুরিয়া রাখে। আনন্দ এই ধারামতের অপরাধ এ পর্য্যন্ত করে নাই। পরে আনন্দ যদুর উপর ঐ বন্দুক ছুড়ে। তখন এই ধারার লিখিত অপরাধ হয়। এবং সেই বন্দুক ছুড়িয়া যদি যদুকে ক্ষত করে, তবে এই ধারার শেষ ভাগের লিখিত দণ্ডের যোগ্য হয়।

[ঘ] আনন্দ বিষ দ্বারা যদুর প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ঐ বিষ ক্রয় করিয়া ভক্ষ্য দ্রব্যে মিশাইয়া আপনার নিকটে রাখে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ এপর্য্যন্ত করে নাই। পরে আনন্দ সেই ভক্ষ্যদ্রব্য যদুর সম্মুখে রাখে কিম্বা যদুর সম্মুখে রাখিবার জন্যে তাহার চাকরের হাতে দেয়, তখন এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্যোগের কথা।)

৩০৮ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি এমন অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানানুসারে ও এমন গতিকে কোন কার্য্য করে যে তদ্দ্বারা অন্যের মৃত্যু হইলে তাহার অপরাধযুক্ত নরহত্যা দোষ হইত, কিন্তু জ্ঞানকৃত বধ হইত না, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। ও যদি সেই কার্য্য দ্বারা কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

উদাহরণ।

আনন্দ হঠাৎ কোন গুরুতর কারণে রাগ করিয়া যদুর প্রতি পিস্তল ছুড়ে, ইহাতে যদি তাহাকে হত্যাও করে তবে গতিক বিবেচনায় আনন্দের অপরাধযুক্ত নরহত্যা হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত বধ হয় না। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(আত্মঘাতী হইবার উদ্যোগের কথা।)

৩০৯ ধারা। যদি কেহ আত্মঘাতী হইবার উদ্যোগ করে এবং সেই অপরাধ করিবার নিমিত্তে কোন কার্য্য করে, তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(ঠগের কথা।)

৩১০ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি এই আইন চলন হইবার পর কোন সময়ে বধ করণ পূর্ব্বক কিম্বা বধ সংযোগে দস্যুতা করিবার কি শিশু হরণ করিবার অভিপ্রায়ে কোন এক কি অধিক ব্যক্তির সঙ্গে নিয়ত সংসর্গ করে, তবে সে ঠগ ইতি।

(দণ্ডের কথা।)

৩১১ ধারা। যে কেহ ঠগ হয় তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক ও তাহার অর্থ দণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

গর্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশু পরিত্যাগ করণ ও জন্ম গুপ্ত রাখনের কথা।

(গর্ভপাত করণের কথা।)

৩১২ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক গর্ভিণী স্ত্রীর গর্ভপাত করায়, তবে সরলভাবে সেই স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার জন্যে ঐ গর্ভপাত না করাইলে, সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। এবং যদি তৎকালে গর্ভে জীব সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

অর্থের কথা।—স্ত্রী আপনার গর্ভপাত করাইলে এই ধারার অর্থমতের অপরাধ হয় ইতি।

(গর্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ভপাত করাওনের কথা।)

৩১৩ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি গর্ভিণীর অনুমতি না লইয়া ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত অপরাধ করে, তবে তৎকালে গর্ভস্থের জীব সঞ্চার হউক অথবা নাই হউক, সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(গর্ভপাত করাইবার অভিপ্রায়ের যে কার্য্য করাযায় তাহাতে গর্ভিণীর মৃত্যু হইলে তাহার দণ্ডের কথা ও সেই কার্য্য গর্ভিণীর অনুমতি বিনা করা গেলে তাহার কথা।)

৩১৪ ধারা। যদি গর্ভিণী স্ত্রীর গর্ভপাত করাইবার অভিপ্রায়ে কেহ কোন কার্য্য করিয়া ঐ স্ত্রীর প্রাণ নাশ করে তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। ও যদি সেই কার্য্য ঐ স্ত্রীর অনুমতি বিনা হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা।—ঐ কার্য্যেতে গর্ভিণীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা না জানিলেও অপরাধির এই অপরাধ হইতে পারে ইতি।

(অপত্য জীবিত না জন্মে কিম্বা ভূমিষ্ঠ হইলে মরে এই অভিপ্রায়ে যে কার্য্য করা যায় তাহার কথা।)

৩১৫ ধারা। অপত্য জীবিত জন্মে কি জন্মিলে পর মরে এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ কোন শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কোন কার্য্য করে, ও যদি সেই কার্য্য প্রযুক্ত শিশু জীবিত না জন্মে অথবা জন্মিবার পরে মরে, আর যদি সেই কার্য্য মাতার প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে সরল ভাবে না করা যায়, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্য কোন কার্য্য দ্বারা জীব সঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করণের কথা।)

৩১৬ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য যদি এমন গতিকে করে যে তদ্দ্বারা কোন কাহার মৃত্যু হইলে সেই ব্যক্তি অপরাধযুক্ত নরহত্যার অপরাধী হইত, তবে সেই কার্য্যদ্বারা জীবসঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট হইলে, সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

উদাহরণ।

যে কার্য্যেতে গর্ভবতী স্ত্রীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা জানে আনন্দ এরূপ কর্ম্ম করে সেই কার্য্যেতে যদি স্ত্রীর মৃত্যু হইত তবে আনন্দ অপরাধযুক্ত নরহত্যার অপরাধী

হইত। কিন্তু ঐ কার্য্যেতে ঐ স্ত্রীর কিছু হানি হইলেও সে মরে না, তাহার ঐদ্-রস্থ জীবিত অপত্য মরে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(পিতা মাতা কি রক্ষক বারো বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুকে ফেলিয়া গেলে কি পরিত্যাগ করিলে তাহার কথা।)

৩১৭ ধারা। বারো বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুর পিতা কি মাতা কি রক্ষক যদি সেই শিশুকে সংপূর্ণরূপে ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্থলে ফেলিয়া যায় কি পরিত্যাগ করে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা। যদি সেই প্রকারে ত্যাগ হওয়াপ্রযুক্ত শিশুর মরণ হয়, তবে অপরাধির জ্ঞানকৃত বধ কিম্বা বিষয় বিশেষে অপরাধযুক্ত নরহত্যা অপরাধের জন্যে বিচার না হয় এই ধারার এমত অভিপ্রায় নহে।

(শিশুর মৃত দেহ কোন স্থানে গুপ্ত করণের দ্বারা জন্ম লুকাইয়া রাখনের কথা।)

৩১৮ ধারা। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্ব্বে কি পরে কি ভূমিষ্ঠ হইবার কালেই মরিলে, যদি কেহ সেই শিশুর মৃত দেহ গুপ্তরূপে মৃত্তিকায় পুতিয়া কি অন্য প্রকারে স্থানান্তর করিয়া সেই শিশুর জন্ম হইবার কথা জ্ঞানপুর্ব্বক গোপন করে কি গোপন করিতে উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

পীড়ার বিধি।

(পীড়াজনক কার্য্যের কথা।)

৩১৯ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির শরীরের বেদনা কি রোগ কি দুর্ব্বলতা জন্মায় তবে সে পীড়া জন্মায় এমত বলা যায় ইতি।

(গুরুতর পীড়া জনক কার্য্যের কথা।)

৩২০ ধারা। কেবল নিম্নের লিখিত পীড়া গুরুতর পীড়া বলা যায় অর্থাৎ

প্রথম। মুষ্কচ্ছেদন।

দ্বিতীয়। কোন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির চির হানি করণ।

তৃতীয়। কোন কর্ণের শ্রবণশক্তির চির হানি করণ।

চতুর্থ। কোন অঙ্গ কি সন্ধিস্থান অকর্ম্মণ্য করণ।

পঞ্চম। কোন অঙ্গের কি সন্ধিস্থানের শক্তি নষ্ট কি চিরকাল খর্ব্ব করণ।

ষষ্ঠ। মস্তক কি মুখ চিরবিকৃতি করণ।

সপ্তম। কোন অস্থি কি দন্ত ভঙ্গ কি সন্ধিচ্যুত করণ।

অষ্টম। যে কোন পীড়াতে প্রাণের আশঙ্কা হয় কিম্বা যদ্দারা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি কুড়ি দিন পর্য্যন্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা পায় কিম্বা আপনার নিয়ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে অপারক হয় সেই পীড়া।

(ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩২১ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করে, কিম্বা যাহাতে কোন ব্যক্তির পীড়ার সম্ভাবনা জানে এমত কোন কর্ম্ম করে, ও তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, তবে সে "ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইয়াছে" এমত কহা যায়।

(ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩২২ ধারা। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহার পীড়া জন্মায় ও যে পীড়া জন্মাইতে চাহে কি আপনা হইতে যে পীড়া হইবার সম্ভাবনা জানে তাহা যদি গুরুতর পীড়া হয়, ও সে যে পীড়া জন্মায় তাহা যদি গুরুতর পীড়া হয় তবে সে "ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে" এমত বলা যায়।

অর্থের কথা। কেবল গুরুতর পীড়া জন্মাইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অপরাধ হয় না, কিন্তু গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায় করিয়া, কিম্বা গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি গুরুতর পীড়া জন্মায়, তবে ঐ অপরাধ হয়। পরন্তু যদি এক প্রকারের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে থাকে কি জন্মাইবার সম্ভাবনার জ্ঞান হয়, কিন্তু সে অন্য প্রকারের গুরুতর পীড়া নিতান্ত জন্মায়, তবে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

যদুর মুখ চিরকাল বিকৃত থাকে আনন্দ এই মানস করিয়া, কিম্বা তাহার মুখের বিকৃত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, তাহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করে। তাহাতে যদুর মুখের চিরকাল বিকৃতি হয় না কিন্তু সে কুড়ি দিন পর্য্যন্ত শরীরে অত্যন্ত যাতনা পায়। এই স্থলে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে।

(ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার দণ্ডের কথা।)

৩২৩ ধারা। ৩৩৪ ধারার লিখিত স্থলভিন্ন অন্য স্থলে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহার পীড়া জন্মায়, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(সঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য কোন উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩২৪ ধারা। ৩৩৪ ধারার লিখিত স্থলভিন্ন অন্য স্থলে, যদি কেহ গুলি মারিবার কি বিদ্ধ করিবার কি কাটিবার কোন অস্ত্রদ্বারা কিম্বা যে দ্রব্যেতে আঘাত করিলে কাহার মরণ সম্ভাবনা এমত কোন বস্তুদ্বারা, কিম্বা অগ্নি কি উত্তপ্ত কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা কোন বিষ, কি ক্ষয়কারক কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্যের আঘ্রাণ লইলে কি যে দ্রব্য গলাধঃকরণ হইলে কি রক্তে মিশ্রিত হইলে মনুষ্য শরীরের হানি হয় এমত কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা কোন জীবজন্তু দ্বারা কোন কাহার ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মায়, তবে

সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার দণ্ডের কথা।)

৩২৫ ধারা। ৩৩৫ ধারার লিখিত স্থলভিন্ন অন্য স্থলে, যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহার গুরুতর পীড়া জন্মায় তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(সঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩২৬ ধারা। ৩৩৫ ধারার লিখিত স্থলভিন্ন অন্য স্থলে, যদি কেহ গুলি মারিবার কি বিদ্ধ করিবার কি কাটিবার কোন অস্ত্রদ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্যেতে আঘাত করিলে কাহার মরণ সম্ভাবনা এমত কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা অগ্নি কি উত্তপ্ত কোন দ্রব্যদ্বারা কিম্বা কোন বিষ কি ক্ষয়কারক কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্যদ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্যের আঘ্রাণ লইলে কি যে দ্রব্য গলাধঃকরণ হইলে কি রক্তে মিশ্রিত হইলে মনুষ্য শরীরের হানি হয় এমত কোন দ্রব্যদ্বারা কিম্বা কোন জীবজন্তু দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মায়, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(দ্রব্য হরণ করিবার জন্যে কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম করাইবার জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩২৭ ধারা। যদি কেহ কোন লোকের ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মায়, ও তাহাতে তাহার এই অভিপ্রায় থাকে যে, পীড়িত ব্যক্তির স্থানে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রাদি হরণ করে, কিম্বা পীড়িত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে বেআইনী কোন কর্ম্ম করায়, কিম্বা যে কর্ম্ম দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় এমত কোন কর্ম্ম করায়, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে বিষাদির দ্বারা পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩২৮ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন অপরাধ করিবার কিম্বা অপরাধ করা সুগম হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা পীড়া জন্মাইবার সম্ভাবনা জানিয়া, কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকারের বিষ কি অচেতনকারক কি নেশাজনক কি অস্বাস্থ্যজনক কোন বণিক দ্রব্য কি অন্য দ্রব্য সেবন করায় কি খাওয়ায় তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(দ্রব্য হরণ করিবার জন্যে কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম করাইবার জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩২৯ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া এই অভিপ্রায়ে জন্মায় যে, ঐ পীড়িত ব্যক্তির স্থানে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে কিছু দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শন পত্রাদি হরণ করে, কিম্বা ঐ পীড়িত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে বেআ-ইনী কোন কর্ম্ম করায়, কিম্বা যে কর্ম্ম দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় এমত কোন কর্ম্ম করায়, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(দোষ স্বীকার করাইবার কিম্বা দ্রব্য বলপূর্ব্বক উদ্ধার করাইবার নিমিত্তে ইচ্ছা-পূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩৩০ ধারা। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির পীড়া এই অভিপ্রায়ে জন্মায় যে, ঐ পীড়িত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে কোন দোষ কি অপরাধ স্বীকার করায়, কিম্বা অপরাধ কি দোষ যাহাতে ধরা পড়ে এমত কথা প্রকাশ করায়, কিম্বা উক্ত ব্যক্তির স্থানে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শন-পত্রাদি বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া লয় কিম্বা তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক উদ্ধার করায়, কিম্বা কোন দাওয়ার পরিশোধ করায়, কিম্বা কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শন-পত্রাদি যাহাতে উদ্ধার হয় এমত কথা প্রকাশ করায়, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন প্রকারে কয়েদ হইবেক তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

উদাহরণ।

(ক) যদুকে কোন অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্যে পোলীসের আমলা তাহাকে যন্ত্রণা দেয়। ঐ আমলা এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

(খ) কোন চোরা জিনিস যে স্থানে লুকায়িত আছে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্যে পোলীসের কোন আমলা বলরামকে যন্ত্রণা দেয়। ঐ আমলা এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

(গ) যদুর কিছু খাজনা বাকী পড়িয়াছে। রাজস্বের কোন আমলা সেই বাকী আদায় করিবার জন্যে যদুকে যন্ত্রণা দেয়। ঐ আমলা এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

(ঘ) আনন্দ নামক কোন জমীদার রায়তের স্থানে খাজানা বলপূর্ব্বক আদায় করিবার জন্যে তাহাকে যন্ত্রণা দেয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

(দোষ স্বীকার করাইবার কিম্বা দ্রব্য বলপূর্ব্বক উদ্ধার করাইবার জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩৩১ ধারা। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কাহার গুরুতর পীড়া এই অভিপ্রায়ে

জন্মায় যে, পীড়িত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে কোন দোষ কি অপরাধ স্বীকার করায়, কিম্বা অপরাধ কি দোষ যাহাতে ধরা পড়ে এমত কথা প্রকাশ করায়, কিম্বা পীড়িত ব্যক্তির স্থানে কি তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রাদি বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া লয় কিম্বা তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক উদ্ধার করায়, কিম্বা কোন দাওয়ার পরিশোধ করায়, কিম্বা কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শন পত্রাদি যাহাতে উদ্ধার হয় এমত কথা প্রকাশ করায়, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিবার জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩৩২ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমত সময়ে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার পীড়া জন্মায়, কিম্বা তাঁহাকে কি রাজকীয় অন্য কোন কার্য্যকারককে রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিবারণ করিবার কি বাধা দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তিনি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আইনসিদ্ধমতে নির্ব্বাহ করণ কালে যাহা করিয়াছেন কি করিতে উদ্যত হন তৎপ্রযুক্ত, যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার পীড়া জন্মায়, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বাধা দিবার জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩৩৩ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক, রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমত সময়ে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মায়, কিম্বা তাঁহাকে কি রাজকীয় অন্য কোন কার্য্যকারককে রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিবারণ করিবার কি বাধা দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তিনি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য আইনসিদ্ধমতে নির্ব্বাহ করণ কালে যাহা করিয়াছেন কি করিতে উদ্যত হন তৎপ্রযুক্ত যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মায়, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(যাহাতে রাগ জন্মে এমত কর্ম্ম হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩৩৪ ধারা। যাহাতে রাগ জন্মে এমত গুরুতর কোন কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, কিন্তু সে জন ঐ রাগ জন্মাইবার কার্য্য করিয়াছিল তদ্ভিন্ন যদি অন্য কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইতে তাহার অভিপ্রায় না থাকে ও অন্য কোন ব্যক্তির পীড়া হইবার সম্ভাবনাও না জানে, তবে সে এক মা-

সের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(যাহাতে রাগ জন্মে এমত কর্ম্ম হইলে গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩৩৫ ধারা। যাহাতে রাগ জন্মে এমত গুরুতর কোন কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যদি, কেহ গুরুতর পীড়া জন্মায়, কিন্তু যে জন ঐ রাগ জন্মাইবার কর্ম্ম করিয়াছিল সেই জন ভিন্ন যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া জন্মাইতে তাহার অভিপ্রায় না থাকে ও অন্য কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনাও না জানে, তবে সে চারি বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার দুই হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা। ৩৩৪ ও ৩৩৫ ধারার সঙ্গে ৩০০ ধারার ১ বর্জ্জিত কথার বিধি সম্পর্ক রাখে।

(যে ক্রিয়াতে কোন কাহার প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত হয় তাহার দণ্ডের কথা।)

৩৩৬ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি দুঃসাহসে কি অনবধানতায় কোন ক্রিয়া করিয়া অন্যের প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত জন্মায়, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার দুই শত পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(যে ক্রিয়াতে কোন কাহার প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত হয়, এমত ক্রিয়ার দ্বারা পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩৩৭ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত যাহাতে হয় এমত কোন কর্ম্ম যদি কেহ দুঃসাহসে কি অনবধানে করিয়া কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, তবে সে ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার পাঁচশত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(যে ক্রিয়াতে কোন কাহার প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত হয়, এমত ক্রিয়াদ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাইবার কথা।)

৩৩৮ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত যাহাতে হয় এমত কোন কর্ম্ম যদি কেহ দুঃসাহসে কি অনবধানে করিয়া কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া জন্মায়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অন্যায়মতে অবরোধ ও অন্যায়মতে কয়েদ করিবার কথা।

(অন্যায়মতে অবরোধ করণের কথা।)

৩৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তির যে দিকে যাইবার অধিকার থাকে সেই দিকে তাহার

যাওয়ার নিবারণ যাহাতে হয়, এরূপে যে কেহ তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দেয়, সে তাহাকে অন্যায়মতে অবরোধ করে এমত বলা যায়।

বর্জ্জিত কথা। জলের কি স্থলের কোন বিশেষ পথ অবরোধ করিতে আইনসিদ্ধ ক্ষমতা আছে এমত বিশ্বাস যাহার সরলভাবে থাকে সেই ব্যক্তি সেই পথ অবরোধ করিলে, এই ধারার অপরাধ তাহার প্রতি বর্ত্তে না। উদাহরণ।

(ক) কোন পথ অবরোধ করিতে আনন্দের ক্ষমতা আছে ইহা সরলভাবে বিশ্বাস না করিয়াও সে ঐ পথ অবরোধ করে। যদু সেই পথে যাইবার অধিকার আছে কিন্তু সেই অবরোধ প্রযুক্ত তাহার যাওয়া নিবারণ হয়। এই স্থলে আনন্দ যদুকে অন্যায়মতে অবরোধ করে।

(অন্যায়মতে কয়েদের কথা।)

৩৪০ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে এমত অবরোধ করে যে সে চতুর্দ্দিকের নির্দ্ধারিত সীমার বাহিরে যাইতে পারে না তবে সে ঐ ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে এমত বলা যায় ইতি। উদাহরণ।

(ক) আনন্দ প্রাচীরে বেষ্টিত কোন স্থানে যদুকে প্রবেশ করাইয়া সেই স্থানচাবি দিয়া বন্ধ করে ইহাতে যদু চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের বাহিরে কোন দিকে যাইতে পারে না। এ স্থলে আনন্দ অন্যায়মতে যদুকে কয়েদ করে।

(খ) গৃহের যে সকল দ্বার দিয়া লোকেরা বাহির হইতে পারে সেই সকল দ্বারে আনন্দ বন্দুকধারি লোকদিগকে রাখিয়া যদুকে বলে যে তুমি যদি গৃহ হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ কর তবে এই লোকেরা তোমাকে গুলি করিয়া মারিবেক। এমত স্থলে আনন্দ অন্যায় মতে যদুকে কয়েদ করিয়াছে।

(অন্যায়মতে অবরোধ করিবার দণ্ডের কথা।)

৩৪১ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরোধ করে, তবে সে এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(অন্যায়মতে কয়েদ করিবার দণ্ডের কথা।)

৩৪২ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(তিন দিবস কি তাহার অধিক কাল অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার কথা।)

৩৪৩ ধারা। যদি কেহ তিন দিন কি তাহার অধিক কাল কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করিয়া রাখে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(দশ দিবস কি তাহার অধিক কাল অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার কথা।)

৩৪৪ ধারা। যদি কেহ দশ দিন কি তাহার অধিক কাল কোন ব্যক্তিকে অন্যায়-

মতে কয়েদ করিয়া রাখে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবেক।

(যাহার মুক্ত হইবার পরওয়ানা বাহির হইয়াছে তাহাকে অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার কথা।)

৩৪৫ ধারা। কোন ব্যক্তিকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিবার পরওয়ানা উপযুক্ত-মতে বাহির হইয়াছে জানিয়াও যদি কেহ সেই ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করিয়া রাখে, তবে এই আইনের অন্য কোন ধারামতে ঐ ব্যক্তি যত কাল কয়েদ হইতে পারিবেক তদতিরিক্ত সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক।

[অন্যায়মতে গোপনে কয়েদ করিবার কথা।]

৩৪৬ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে এমত কয়েদ করে যে ঐ কয়েদকরা লোকের সুখ দুঃখে যাহারদের সম্পর্ক থাকে তাহারা কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যকারক তাহার কয়েদ হইবার কথা জানিতে না পায় কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন ব্যক্তি কি রাজকীয় কার্য কারক তাহার কয়েদ হইবার স্থান জানিতে না পায় কি ঐ স্থানের সন্ধান না পায় এমত অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় তবে সে অন্যায়মতে কয়েদ করিবার জন্যে অন্য যে কোন দণ্ড পাইতে পারিবে তদতিরিক্ত দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক।

[কোন দ্রব্য হরণ করিবার জন্যে কিম্বা কোন বেআইনী কর্ম্ম করাইবার জন্যে অন্যায়মতের কয়েদের কথা।]

৩৪৭ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে যদি কেহ কোন সম্পত্তি কি মুল্যবান নিদর্শনপত্রাদি লইবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে, কিম্বা ঐ কয়েদ করা ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে কোন বেআইনী কর্ম্ম করাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন অপরাধ করা যাহাতে সুগম হয় এমত কোন সন্ধান জানিবার অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবে।

[কোন অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্যে কিম্বা সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্যে অন্যায়মতে কয়েদের কথা।]

৩৪৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্যে, কিম্বা দোষ কি অপরাধ যাহাতে ধরা যায় এমত কোন কথার সন্ধান জানিয়া লইবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে অথবা ঐ কয়েদ করা ব্যক্তির স্থানে কি তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে কোন সম্পত্তি কি মুল্যবান নিদর্শনপত্রাদি উদ্ধার করিবার কিম্বা করাইবার জন্যে, কিম্বা কোন দাওয়া পরিশোধ করাইবার জন্যে, কিম্বা কোন সম্পত্তি কি মুল্যবান নিদর্শনপত্রাদি

যাহাতে উদ্ধার হয় এমত কোন সন্ধান জানিবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক তাহার অর্থদণ্ড ও হইতে পারিবেক।

অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশের ও আক্রমণের কথা।

(বল প্রকাশের কথা।)

৩৪৯ ধারা। কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন লোককে গতি করায় কি তাহার গতির ব্যতিক্রম করে, কি গতি রহিত করে, কিম্বা যদি অন্য কোন বস্তুকে গতি করাইয়া কি সেই বস্তুর গতির ব্যতিক্রম করাইয়া কি গতি রহিত করাইয়া সেই বস্তু ঐ অন্য ব্যক্তির শরীরের কোন স্থানে কি তাহার পরিহিত কি বাহিত কোন দ্রব্যাদিতে স্পর্শ করায়, কিম্বা অন্য যে বস্তুতে স্পর্শ হইলে ঐ ব্যক্তির বোধ জনকরূপে তাহার গাত্রে লাগে এমত বস্তুতে স্পর্শ করায়, তবে সেই ব্যক্তি ঐ অন্যের প্রতি বল প্রকাশ করে এমত কহা যায়। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, ঐ গতি করায় কি ঐ গতির ব্যতিক্রম কি গতি রহিত করায় যে ব্যক্তি, সে নিম্নের লিখিত তিন প্রকারের কোন এক প্রকারে ঐ গতি করায় কি গতির ব্যতিক্রম করে কি গতি রহিত করে। অর্থাৎ

প্রথম, আপন শরীরের বলে তাহা করে। অথবা

দ্বিতীয়, কোন বস্তু এমত ভাবে রাখে যে স্বকীয় কিম্বা অন্য ব্যক্তির অন্য কোন কার্য্য বিনা ঐ গতি হয় কি গতির ব্যতিক্রম হয় কি গতি রহিত হয়। অথবা

তৃতীয়, কোন পশু প্রভৃতিকে চালাইয়া কি তাহার গতির ব্যতিক্রম কি গতি রহিত করাইয়া ঐ কার্য্য করে।

(অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের কথা।)

৩৫০ ধারা। যদি কেহ কোন অপরাধ করিবার জন্যে অন্য ব্যক্তির সম্মতি বিনা তাহার প্রতি ইচ্ছাপূর্ব্বক বলপ্রকাশ করে, কিম্বা যাহার প্রতি বলপ্রকাশ হয় তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ সেই বল প্রকাশের দ্বারা জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই বল প্রকাশ হইলে জন্মিবার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি সেই অন্য ব্যক্তির প্রতি বল প্রকাশ করে, তবে সেই ব্যক্তি ঐ অন্যের প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) নদীর ধারে নৌকা বাঁধা আছে সেই নৌকাতে যদু বসিয়া আছে। আনন্দ সেই বন্ধন খুলিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক নৌকা ভাসাইয়া দেয়। এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক যদুকে গতি করাইয়াছে। অর্থাৎ কতক বস্তু এমত ভাবে রাখিল যে কোন কাহার অন্য কোন কার্য্য না হইয়াও তাহার গতি করাইল। অতএব আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে। যদি যদুর অনুমতি না পাইয়া আনন্দ কোন অপরাধ করিবার জন্যে কিম্বা যদুর হানি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভি-

প্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া ঐ রূপ বলপ্রকাশ করিয়া থাকে তবে যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(খ) যদু শকটে আরোহণ করিয়া যাইতেছে আনন্দ যদুর ঘোড়াকে মারিয়া অধিক বেগে দৌড়ায়। এই স্থলে আনন্দ পশুরদের গতির ব্যতিক্রম করাইয়া যদুর গতির ব্যতিক্রম করিয়াছে। অতএব আনন্দ যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে। যদি যদুর অনুমতি না পাইয়া আনন্দ তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া ঐ কর্ম্ম করিয়া থাকে তবে যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(গ) যদু পালকীতে আরোহণ করিয়া যাইতেছে। আনন্দ তাহার টাকা অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে পালকীর বাঁট ধরিয়া বেহারাদিগকে থামায়। এই স্থলে আনন্দ যদুর গতি রহিত করিয়াছে। তাহা আপন শরীরের বলেও করিয়াছে। অতএব আনন্দ যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে। ও যদুর অনুমতি বিনা এবং অপরাধ করিবার জন্যে ঐ কার্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক করিয়াছে। অতএব আনন্দ যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(ঘ) যদু পথে যাইতেছে। আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাকে ধাক্কা দেয় এই স্থলে আনন্দ আপন শরীরের বলেতে আপনার গাত্র গতি করাইয়া যদুর গাত্রে সংলগ্ন করিয়াছে, অতএব যদুর প্রতি জ্ঞানপূর্ব্বক বল প্রকাশ করিয়াছে। ও যদুর অনুমতি না পাইয়া তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া যদি ঐ কার্য্য করিয়া থাকে তবে অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(চ) আনন্দ ইষ্টক নিক্ষেপ করে ও ইহাতে তাহার এই অভিপ্রায় যে সেই ইষ্টক যদুর গাত্রে লাগে কি তাহার কাপড়ে কি তাহার হাতে যে বস্তু থাকে সে বস্তুতে লাগে, কিম্বা ইষ্টক জলে পড়িলে জলের ছিটা যদুর বস্ত্রে লাগে, কি যদুর হাতে যে বস্তু থাকে তাহাতে লাগে, কিম্বা লাগিতে পারে ইহা জানে। এই স্থলে যদি সেই ইষ্টক নিক্ষেপ করাতে কোন দ্রব্য যদুর গাত্রে লাগে কি যদুর কাপড়ে লাগে তবে আনন্দ যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে। আর যদুর অনুমতি না পাইয়া তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে যদি সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(ছ) কোন স্ত্রীলোকের মুখের আচ্ছাদন আনন্দ বিমোচন করে। এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার প্রতি বল প্রকাশ করে, ও যদি স্ত্রীর অনুমতি না পাইয়া তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া সেই কর্ম্ম করে, তবে আনন্দ তাহার প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(জ) যদু যে জলে স্নান করিতেছে আনন্দ সেই জলে অতি উত্তপ্ত জল জ্ঞানপূর্ব্বক ঢালিয়া দেয়। এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক আপন শরীরের বলেতে উত্তপ্ত জলের এমত গতি করাইল যে তাহা যদুর গায়ে সংলগ্ন হয় কিম্বা তাহা অন্য জলেতে এমত সংলগ্ন করে যে যদুর গাত্রে উত্তাপ লাগে। আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে, আর যদি যদুর অনুমতি না পাইয়া তাহার হানি কি ভয় কি

ক্লেশ জন্ম ইবার অভিপ্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে আনন্দ অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

[ঝ] আনন্দ যজ্ঞর অনুমতি বিনা তাহার প্রতি কুকুর লেলাইয়া দেয়। এই স্থলে যদি আনন্দ যজ্ঞর হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ কার্য্য করে, তবে যজ্ঞর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(আক্রমণের কথা।)

৩৫১ ধারা। কোন ব্যক্তি অঙ্গভঙ্গি করে কি কোন কার্য্যের উদ্যোগ করে, ইহাতে উপস্থিত কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিতে উদ্যত আছে ঐ ব্যক্তির এমত জ্ঞান জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি এমত জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা জানিয়া যদি তদ্রূপ অঙ্গভঙ্গি করে কি কার্য্যের উদ্যোগ করে, তবে সে আক্রমণ করে বলা যায়।

অর্থের কথা।—কেবল বাক্যদ্বারা আক্রমণ হয় না। কিন্তু কোন লোক যে বাক্য উচ্চারণ করে তাহাতে তাহার অঙ্গভঙ্গির কি ঐ উদ্যোগের এমন ভাব হইতে পারে যে তাহার ঐ অঙ্গভঙ্গি কি উদ্যোগ আক্রমণের তুল্য হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যজ্ঞকে মারিবে তাহার এমত জ্ঞান জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি জন্মাইবার সম্ভাবনা জানিয়া যজ্ঞর মুখের প্রতি মুষ্টি দর্শায়, ইহাতে আনন্দ আক্রমণ করে।

(খ) আনন্দ অতি রাগাল কুকুরকে যজ্ঞর প্রতি আক্রমণ করাইবে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া আনন্দ ঐ কুকুরের মুখাবরণ মুক্ত করণের উদ্যোগী হয়, ইহাতে আনন্দ যজ্ঞকে আক্রমণ করে।

(গ) আনন্দ যষ্টি তুলিয়া যজ্ঞকে বলে তোকে মারিব। এই স্থলে আনন্দের কেবল সেই কথাতে কোন প্রকারে আক্রমণ হয় না, আর অন্য ভাব প্রকাশ না হইলে কেবল যষ্টি তোলাতে আক্রমণ হইতে পারে না। কিন্তু ঐ কথার দ্বারা ঐ কর্ম্মের যে ভাব প্রকাশ হইল তাহাতে আক্রমণ হয়।

(রাগ জন্মইবার গুরুতর বিষয় না হইলে অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের দণ্ডের কথা।)

৩৫২ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্য লোক হইতে হঠাৎ রাগ জন্মিবার কোন গুরুতর কারণ না পাইলেও যদি তাহার প্রতি আক্রমণ করে, কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা। অপরাধী যদি অপরাধের ওজর পাইবার জন্যে রাগ জন্মাইতে চেষ্টা করে কি ইচ্ছাপূর্ব্বক রাগ জন্মায়,

অথবা আইন অনুসারে কোন কার্য্যকরণ দ্বারা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে

কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করে তদ্দ্বারা যদি ঐ রাগ জন্মে,

অথবা আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে আইনমতে যে কার্য্য হইতে পারে এমত কার্য্য হওয়াতে যদি ঐ রাগ জন্মে, তবে উক্ত সকল স্থলে ঐ গুরুতর রাগ হঠাৎ হইলেও এই ধারামতের অপরাধের যে দণ্ড তাহা লঘু হইবে না।

অপরাধের লাঘব যাহাতে হয় ঐ রাগ এমত উপযুক্ত গুরুতর কারণে হইয়াছে কি অকস্মাৎ হইয়াছে কি না, এই কথা বৃত্তান্তদ্বারা নির্ণয় হইবেক।

(রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিবার জন্যে অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।)

৩১৩ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন এমত সময়ে যদি কেহ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে তাঁহার যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় তাহা নিবারণ করিবার কি বাধা দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তিনি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম আইনসিদ্ধরূপে করত যে কোন কার্য্য করিয়াছেন কি করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত যদি কেহ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(কোন স্ত্রীকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করণের কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।)

৩১৪ ধারা। যদি কেহ স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা করিবার সম্ভাবনা জানিয়া তাহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(রাগ জন্মিবার কোন গুরুতর বিষয় না হইলেও কোন ব্যক্তিকে অপমান করিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।)

৩১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি হইতে হঠাৎ রাগ জন্মিবার গুরুতর কারণ না হইলেও যদি কেহ তাহার অপমান করিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(কোন ব্যক্তির পরিহিত দ্রব্য চুরী করিবার উদ্যোগে তাহার উপর আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।)

৩১৬ ধারা। কোন ব্যক্তি যে দ্রব্য গাত্রে পরিধান কি বহন করিয়া যাইতেছে তাহা চুরী করিবার উদ্যোগ করিয়া যদি কেহ তাহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করিবার উদ্যোগে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।)

৩৫৭ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করিবার উদ্যোগেতে তাহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(রাগ জন্মিবার গুরুতর কারণে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণের কথা।)

৩৫৮ ধারা। কোন ব্যক্তি হইতে হঠাৎ রাগ জন্মিবার গুরুতর কারণ হইলে যদি কেহ তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে, তবে সে এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার দুই শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা।—এই ধারার সঙ্গে ৩৫২ ধারার অর্থের কথা সম্পর্ক রাখে।

মনুষ্য চুরী ও হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

(মনুষ্য চুরীর কথা।)

৩৫৯ ধারা। মনুষ্য চুরী দুই প্রকার হয়, অর্থাৎ ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে মনুষ্যকে চুরী করিয়া লওয়া, ও আইনসিদ্ধ রক্ষক হইতে মনুষ্য চুরী করিয়া লওয়া ইতি।

(ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে মনুষ্যকে চুরী করিয়া লওয়ার কথা।)

৩৬০ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির অনুমতি বিনা, কিম্বা সেই ব্যক্তির নিমিত্তে যাহার অনুমতি দিবার ক্ষমতা আইনমতে থাকে তাহার অনুমতি বিনা, সেই ব্যক্তিকে ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে প্রেরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি তাহাকে ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে চুরী করে এমত কহা যায় ইতি।

(আইনমতের রক্ষক হইতে মনুষ্যকে চুরী করিয়া লইবার কথা।)

৩৬১ ধারা। যদি কেহ চৌদ্দবৎসরের ন্যূন বয়সের কোন নাবালগকে কিম্বা ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন স্ত্রীলোককে কিম্বা বিকৃতমনা লোককে, ঐ অপ্রাপ্ত ব্যবহারের কিম্বা ঐ বিকৃতমনা লোকের আইনমতের রক্ষকের অনুমতি বিনা ঐ রক্ষকের জিম্মা হইতে লইয়া যায় কি প্রবোচনা করিয়া লয়, তবে সে ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারকে কি ঐ লোককে আইনমতের রক্ষক হইতে চুরী করে বলা যায়।

অর্থের কথা।—যে কোন ব্যক্তির প্রতি নাবালগ প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণের ভার আইনমতে দেওয়া যায় তাহাকে এই ধারার লিখিত "আইনমতের রক্ষক" শব্দেতে বুঝায়।

বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তি সরলভাবে এমত বিশ্বাস করে যে আমি অমুক জারজ সন্তানের জনক, কিম্বা যদি সরলভাবে বিশ্বাস করে যে আইনমতে অমুক বালকের রক্ষক হইবার আমার অধিকার আছে, তবে তাহার তদ্রূপ কার্য্যের প্রতি এই ধারার সম্পর্ক নাই। কিন্তু যদি সেই কার্য্য নীতি বিরুদ্ধ কি অবৈধ কর্ম্মের নিমিত্তে করা যায়, তবে এই ধারার সম্পর্ক থাকিবে।

(হরণ করণের কথা।)

৩৬২ ধারা। যদি কেহ বলপূর্ব্বক, কিম্বা কোন প্রতারণার দ্বারা প্রবৃত্তি দিয়া কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান হইতে গমন করায় তবে সে ঐ লোককে হরণ করে বলা যায় ইতি।

(মনুষ্য চুরী করিবার দণ্ডের কথা।)

৩৬৩ ধারা। যদি কেহ ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে, কিম্বা আইনমতের রক্ষক হইতে কোন ব্যক্তিকে চুরী করিয়া লয়, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

[বধ করিবার জন্যে লোককে চুরী করিবার কি হরণ করিবার কথা।]

৩৬৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে বধ করা যায়, কিম্বা যাহাতে তাহার বধ হইবার আশঙ্কা হয় এমত অবস্থায় রাখা যায়, এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ সেই ব্যক্তিকে চুরী করে কি হরণ করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

উদাহরণ।

[ক] যদুকে কোন দেবতার উদ্দেশে নরবলি দিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা দিবার সম্ভাবনা জানিয়া, আনন্দ সেই যদুকে ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে চুরী করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) বলরামকে বধ করা যায় এই কারণে আনন্দ তাহাকে ঘর হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যায় কি প্রবৃত্তি দিয়া লয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে চুরী কি হরণ করিবার কথা।)

৩৬৫ ধারা। কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ সেই ব্যক্তি চুরী করে কি হরণ করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কোন স্ত্রীলোককে বলদ্বারা বিবাহ দেওয়া প্রভৃতির কারণে হরণ করিবার কি চুরী করিবার কথা।]

৩৬৬ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছামতে তাহাকে বলদ্বারা কোন লোকের সঙ্গে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন লোকের সঙ্গে বলদ্বারা বিবাহ দেওয়া

যাইবার সম্ভাবনা জানিয়া, কিম্বা তাহাকে বলপূর্ব্বক কোন পুরুষের সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ করাইবার কি সংসর্গ করিতে লওয়াইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা বলপূর্ব্বক তাহার সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ হইবেক কি সংসর্গ করিতে তাহাকে লওয়ান যাইবেক এমত সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ স্ত্রীকে হরণ করে কি চুরী করে, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাসপ্রভৃতি করিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করিবার কথা।)

৩৬৭ ধারা। কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস করিবার কিম্বা কোন লোকের অস্বাভাবিক অভিগমনের নিমিত্তে কিম্বা যাহাতে তাহার গুরুতর পীড়াপ্রভৃতির আশঙ্কা হয় তাহাকে এমত অবস্থায় রাখিবার জন্যে, কিম্বা তাহার সেই গুরুতর পীড়াপ্রভৃতি হইবেক কি তাহার সেই অবস্থা হইবেক এমত সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ তাহাকে চুরী কি হরণ করে, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কোন চুরিকরা ব্যক্তিকে অন্যায়মতে গোপনে রাখিবার কি কয়েদ করিয়া রাখিবার কথা।)

৩৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে চুরী কিম্বা হরণ করাগিয়াছে জানিয়া যদি কেহ সেই ব্যক্তিকে অন্যায়মতে গোপনে রাখে কিম্বা কয়েদ করিয়া রাখে, তবে সে অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানমতে কিম্বা যে মানসে তাহাকে গোপন করে কি কয়েদ করিয়া রাখে, সেই অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানে কি মানসে সে আপনি তাহাকে চুরী করিলে কি হরণ করিলে, তাহার যেরূপ দণ্ড হইত সেইরূপ দণ্ড হইবেক ইতি।

(দশ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালকের গাত্রে যে গহনা, প্রভৃতি থাকে, তাহা চুরী করিবার অভিপ্রায়ে ঐ বালককে চুরী করিবার কি হরণ করিবার কথা।)

৩৬৯ ধারা। দশ বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন বালকের গাত্রে যে গহনাপ্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা অসৎভাক্রমে লইবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ ঐ বালককে চুরী করে কি হরণ করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(কোন লোককে দাসস্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করিবার কথা।)

৩৭০ ধারা। যদি কেহ কোন লোককে দাসরূপে দেশান্তর হইতে আনয়ন কিম্বা দেশান্তরে প্রেরণ করে, কি স্থানান্তর করে, কি ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করে কিম্বা কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছাবিরুদ্ধে দাসস্বরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকার করে কি গ্রহণ করে কি রাখে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(দাসদিগকে লইয়া নিত্যব্যবসায় করিবার কথা।)

৩৭১ ধারা। যদি কেহ দাসদিগকে নিয়ত দেশান্তরহইতে আনয়ন কি দেশা-

ন্তরে প্রেরণ করে, কি স্থানান্তর করে, কি ক্রয় কি বিক্রয় করে, কি দাসের বাণিজ্য ব্যবসায় করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(ব্যভিচারাদি কার্য্যের জন্যে কোন নাবালগকে বিক্রয় করিবার কথা।)

৩৭২ ধারা। ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিকে ব্যভিচারাদি কার্য্যার্থে কিম্বা কোন বেআইনীমতের কি নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার কি ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি তদ্রূপ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে কি ব্যবহার হইতে পারিবে জানিয়া, যদি কেহ তদ্রূপ অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিকে বিক্রয় করে, কি পণ গ্রহণপূর্ব্বক সাময়িক ব্যবহারার্থে দেয়, কি প্রকারান্তরে হস্তান্তর করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

(ব্যভিচারাদি কার্য্যের জন্যে কোন অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিকে ক্রয় করিবার কথা।)

৩৭৩ ধারা। ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিকে ব্যভিচারাদি কর্ম্মে কিম্বা বেআইনমতের ও নীতিবিরুদ্ধ কোন কর্ম্মে নিয়োজিত কি ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা তদ্রূপ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে কি ব্যবহার হইতে পারিবে জানিয়া, যদি কেহ তদ্রূপ অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিকে ক্রয় করে, কি পণ দিয়া সময়িক ব্যবহারার্থে লয়, কিম্বা প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাইবার কথা।)

৩৭৪ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করায়, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারি- পারিবেক।

বলাৎকারের কথা।

(বলাৎকারের অর্থের কথা।)

৩৭৫ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন নিম্নের লিখিত পাঁচ অবস্থার মধ্যে কোন অবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ করে, তবে সে বলাৎকার করে বলা যায় অর্থাৎ—

প্রথম। স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাতে

দ্বিতীয়। স্ত্রীলোকের বিনা সম্মতিতে

তৃতীয়। স্ত্রীলোককে বধ করিবার কি পীড়া দিবার ভয় প্রদর্শনদ্বারা তাহার সম্মতি পাইলেও

চতুর্থ। কোন ব্যক্তি যদি জানে যে সে ঐ স্ত্রীর স্বামী নহে, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক তাহাকে চিনিতে না পারিয়া যাহার সঙ্গে আইনসিদ্ধমতে বিবাহ হইয়াছে ঐ ব্যক্তিকে সেই স্বামী বোধ করিয়া সম্মতা হয়, তবে স্ত্রীলোকের সম্মতি হইলেও

পঞ্চম। স্ত্রীলোকের দশ বৎসরের ন্যূন বয়স যদি হয়, তবে তাহার সম্মতি হইলে কি না হইলেও—ঐ স্ত্রীসংসর্গ বলাৎকার হয়।

অর্থের কথা।—যে সংসর্গতে বলাৎকার অপরাধ হয় তাহা পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট হইলেই হয়।

বর্জ্জিত কথা। স্ত্রীলোকের বয়স দশ বৎসরের ন্যূন না হইলে, তাহার সঙ্গে স্বীয় স্বামির যে সংসর্গ তাহা বলাৎকার নহে।

(বলাৎকারের দণ্ডের কথা।)

৩৭৬ ধারা। যদি কেহ বলাৎকার করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধের কথা।

(অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধের কথা।)

৩৭৭ ধারা। যদি কেহ স্বভাবের নিয়মের বৈপরীত্যে কোন পুরুষে কি স্ত্রীতে কি পশুতে ইচ্ছাপূর্ব্বক উপগত হয়, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

অর্থের কথা।—তদ্রূপে উপগত হওয়াতে পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট হইলেই এই ধারার লিখিত অপরাধ হয়।

---

১৭ অধ্যায়।

সম্পত্তির উপর অপরাধের কথা।

চৌর্য্যের কথা।

(চৌর্য্য অপরাধের কথা।)

৩৭৮ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির সম্মতি বিনা কোন অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে তাহারই অধিকার হইতে লইবার অভিপ্রায়ে ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করে, তবে তাহার চৌর্য্য অপরাধ হয় এমত বলা যায়।

১ অর্থের কথা। অস্থাবর দ্রব্য ভিন্ন কোন বিষয় যত কাল ভূমিতে সংলগ্ন থাকে

তত কাল তাহাতে চৌর্য্য অপরাধ হইতে পারে না। কিন্তু ভূমিহইতে পৃথক করা গেলেই তাহাতে চৌর্য্য অপরাধ হইতে পারে।

২ অর্থের কথা। যে কার্য্যের দ্বারা বস্তু ভূমিহইতে পৃথক করা যায় সেই কার্য্যেতে তাহা অন্তর করা গেলে, সেই অন্তর করা চৌর্য্য হইতে পারে।

৩ অর্থের কথা। কোন ব্যক্তি কোন বস্তু বাস্তবিক স্থানান্তর করিলে তাহা অন্তর করিয়াছে ইহা যেমন বলা যায়, তেমনি সেই বস্তু অন্তর করিবার বাধাজনক দ্রব্য স্থানান্তর করিলে কিম্বা তাহা অন্য দ্রব্য হইতে পৃথক করিলে তাহা অন্তর করিয়াছে ইহা বলা যায়।

৪ অর্থের কথা। যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে কোন জন্তুকে চালায়, তবে সেই জন্তুকে চালাইবাতে ঐ জন্তু যে সকল বিষয় অন্তর করে, তাহা ঐ জন্তুসমেত সেই ব্যক্তি অন্তর করে এমত বলা যায়।

৫ অর্থের কথা। ৩৭৮ ধারার মূল পাঠে যে সম্মতির কথা আছে তাহা স্পষ্টরূপে কিম্বা কথার ভাবেতেই প্রকাশ হইতে পারে। এবং বস্তু যাহার অধিকারে থাকে তাহারই দ্বারা ঐ সম্মতি প্রকাশ হইতে পারে, কিম্বা সম্মতি জানাইবার যাহার স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ ক্ষমতা থাকে এমত ব্যক্তির দ্বারা ঐ সম্মতি প্রকাশ হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) যদুর জমীতে বৃক্ষ আছে। আনন্দ শঠতাক্রমে সেই বৃক্ষ অধিকারহইতে লইবার অভিপ্রায়ে যদুর অনুমতি না পাইয়া ঐ বৃক্ষ ছেদন করে, এই স্থলে আনন্দ ঐ বৃক্ষ লইবার জন্যে যে সময়ে বৃক্ষ ছেদন করিল সেই সময়েই চুরী করিয়াছে।

(খ) আনন্দ কুকুরকে ভুলাইয়া লইবার জন্যে আপন কাপড়ে কিছু আহার বাঁধিয়া রাখে, এই প্রকারে যদুর কুকুরকে ভুলাইয়া লয়। এই স্থলে যদি আনন্দ যদুর অনুমতি না পাইয়া শঠতাক্রমে যদুর কুকুরকে তাহার অধিকার হইতে লইয়া যাইবার মনস্থ করিয়া থাকে, তবে যে সময়ে যদুর কুকুর তাহার পশ্চাদ্গমন করিতে আরম্ভ করে সেই সময়েই আনন্দ চুরী করিয়াছে।

(গ) বলদ মালের বাক্স বহন করিয়া যাইতেছে আনন্দ সেই বলদকে দেখিয়া শঠতাক্রমে ঐ মাল লইবার অভিপ্রায়ে, ঐ বলদকে এক দিকে চালায়। বলদ যে সময়ে সেই দিগে যাইতে আরম্ভ করে, সেই সময়েই আনন্দ ঐ মাল চুরী করিয়াছে।

(ঘ) আনন্দ যদুর চাকর, যদুর তাবৎ রূপার পাত্র তাহার জিম্মায় থাকে। সে যদুর অনুমতি না পাইয়া তাহার রূপার পাত্র লইয়া শঠতাক্রমে পলায়। আনন্দ এই স্থলে চুরী করিয়াছে।

(চ) যদুর কোন বিদেশে যাইতে উদ্যত হইয়া আপনার রূপার পাত্র আনন্দ নামে এক আড়ৎদারের নিকটে রাখিয়া যায়। আনন্দ সেই রূপার পাত্র লইয়া এক জন সুবর্ণবণিকের নিকটে বিক্রয় করে। এই স্থলে ঐ সকল পাত্র যদুর অধি-

কারে ছিল না, অতএব তাহারই অধিকারহইতে হরণ হইতে পারে নাই এই কারণে চোর্য্য অপরাধ হয় নাই, কিন্তু অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতা হইয়া থাকিবে।

(ছ) যদু যে ঘরে থাকে সেই ঘরে এক মেজের উপর আনন্দ যদুর একটা অঙ্গুরী পায়। এমত স্থলে সেই অঙ্গুরী যদুর অধিকারে থাকা বিধায়, আনন্দ যদি শঠতাক্রমে তাহা অন্তর করে, তবে চুরী করিয়াছে।

(জ) আনন্দ পথিমধ্যে পতিত একটা অঙ্গুরী প্রাপ্ত হয়, তাহা কোন ব্যক্তির অধিকারে নাই, অতএব তাহা লইলেও আনন্দের চুরী করা হয় না, কিন্তু ইহাতে সম্পত্তি অপরাধভাবে আত্মসাৎ করার দোষ হইতে পারে।

(ঝ) আনন্দ যদুর ঘরের কোন মেজের উপর তাহার একটা অঙ্গুরী দেখিতে পায়। সেই অঙ্গুরীর অন্বেষণ হইয়া তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে এই ভয়ে আনন্দ সেই সময়ে তাহা আত্মসাৎ না করিয়া, যে স্থানে তাহার সন্ধান লওয়া অসম্ভব এমত কোন স্থানে তাহা গোপন করিয়া রাখে। তাহার অভিপ্রায় এই যে, কিছু দিন পরে ঐ অঙ্গুরী হারাইবার কথা মনে না থাকিলে সেই গুপ্ত স্থান হইতে তাহা লইয়া বিক্রয় করিব। এই স্থলে আনন্দ যে সময়ে ঐ অঙ্গুরী প্রথমে অন্তর করিয়াছিল সেই সময়েই চুরী করিয়াছে।

(ট) আনন্দ আপনার ঘড়ি সুধারামতে চালাইবার জন্যে যদুকে দেয়। যদু আপন দোকানে লইয়া যায়। আনন্দ ঐ ঘড়িওয়ালারনিকটে ঋণগ্রস্ত নহে, অতএব ঘড়িওয়ালা আইনমতে কর্জ্জশোধের জামিনী স্বরূপে ঐ ঘড়ি রাখিতে পারে না। ইহাতে আনন্দ প্রকাশরূপে দোকানে গিয়া যদুর হাতহইতে ঐ ঘড়ি বলপূর্ব্বক লইয়া চলিয়া যায়। এই স্থলে আনন্দ অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়া থাকিবেক, আক্রমণও করিয়া থাকিবেক, কিন্তু চুরী করে নাই, কেননা যাহা করিয়াছিল শঠতাক্রমে করে নাই।

(ঠ) যদি ঘড়ি মেরামৎ করিবার জন্যে আনন্দ যদুর নিকটে ঋণগ্রস্ত হয়, ও যদু ঐ ঋণশোধের জামিনীস্বরূপে ঐ ঘড়ি আইনসিদ্ধরূপে রাখে ও দেনা টাকার জামিনী স্বরূপ ঐ দ্রব্য যদুর নিকটহইতে লইবার অভিপ্রায়ে যদি আনন্দ ঐ ঘড়ি তাহার অধিকারহইতে লয়, তবে সে চুরী করে কেননা শঠতাক্রমে ঘড়ি লয়।

(ড) যদি আনন্দ ঐ ঘড়ি যদুর নিকটে বন্ধক দিয়া থাকে ও সেই বন্ধকের উপর যে টাকা লইয়াছিল তাহা যদি শোধ না করিয়া যদুর অনুমতিবিনা ঐ ঘড়ি তাহার নিকটহইতে লইয়া যায়, তবে ঘড়ি তাহার নিজের হইলেও সে শঠতাক্রমে তাহা লইয়াছে, ইহাতে চুরী করা হয়।

(ঢ) আনন্দ যদুর অনুমতিবিনা তাহার অধিকারহইতে তাহার কোন দ্রব্য লয়, ও তাহার স্থানে কিছু পারিতোষিক না পাইলে সেই দ্রব্য দিবে না এমত অভিপ্রায় করে। এই স্থলে আনন্দ শঠতাক্রমে হরন করিয়াছে। অতএব চুরী করা হয়।

(ণ) যদুর সহিত আনন্দের প্রণয় আছে। তাহাতে যদুর পুস্তকালয়ে গিয়া যদুর অনুপস্থিতকালে ও তাহার স্পষ্ট অনুমতি না পাইয়া আনন্দ এক খান পুস্তক

পাঠানন্তর দিবার মানসে বাহির করিয়া লইয়া যায়। এই স্থলে যদুর পুস্তক লইয়া পাঠ করিলে যদু তাহাতে অসম্মত হইবেক না, আনন্দ এমত জানিয়া থাকিবেক। তাহা হইলে চুরী করা হইল না।

(ত) আনন্দ যদুর স্ত্রীর কাছে কিছু ভিক্ষা চাহে। ঐ স্ত্রী তাহাকে কিছু টাকা ও আহার ও বস্ত্র দেয়। আনন্দ জানে যে সেই বস্ত্র যদুর বস্ত্র কিন্তু ঐ সকল বিষয় দান করিতে স্ত্রীর ক্ষমতা আছে সে এমত জানিয়া থাকিবেক। যদি আনন্দের এই মত জ্ঞান থাকে, তবে তাহার চুরী করা হয় না।

(থ) আনন্দ যদুর স্ত্রীর উপপতি। সেই স্ত্রী আনন্দকে কিছু বহুমূল্যের সম্পত্তি দেয়। আনন্দ জানে যে তাহা যদুর সম্পত্তি, ও যদু তাহা অন্যকে দিতে আপন স্ত্রীকে কখন অনুমতি করে নাই। এমত স্থলে যদি আনন্দ তাহা শঠতাক্রমে লয়, তবে তাহার চুরী করা হয়।

(দ) আনন্দ যদুর কোন দ্রব্য সরলভাবে আপনার দ্রব্য জানিয়া বলরামের অধিকার হইতে লয়, এই স্থলে আনন্দ শঠতাক্রমে লয় নাই, ইহাতে চুরী করা হয় না।

(চৌর্য্যের দণ্ডের কথা।)

৩৭৯ ধারা। যে কেহ চুরী করে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(বসতবাটী প্রভৃতিতে চৌর্য্যের কথা।)

৩৮০ ধারা। কোন ঘর কি তাম্বু কি নৌকাদি লোকেরদের আবাসরূপে কি কোন দ্রব্যাদি রাখিবার স্থানস্বরূপে ব্যবহার হইলে, যদি কেহ সেই ঘরে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে কিছু চুরী করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কেরাণী কি চাকর আপন প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তি চুরি করিলে তাহার কথা।)

৩৮১ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কেরাণী কি চাকর হইয়া, কিম্বা কেরাণী কি চাকর স্বরূপে কর্ম্ম পাইয়া, আপন কর্ত্তার কি প্রভুর অধিকারস্থিত কোন দ্রব্য চুরী করে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(চুরী করিবার জন্যে হত্যা করিবার কি পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগ প্রথমে করিয়া চুরী করিলে তাহার কথা।)

৩৮২ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি চুরী করিতে পারে, কি চুরী করিলে পর পলায়ন করিতে পারে, কি চুরী করিয়া যে দ্রব্য লয় তাহা রাখিতে পারে এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্যোগ, কিম্বা মৃত্যুর কি পীড়ার কি অবরোধ করিবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ

প্রথমে করিয়া চুরী করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

উদাহরণ।

(ক) যদুর অধিকৃত কোন সম্পত্তি আনন্দ চুরী করে। যে সময়ে চুরী করে সেই সময়ে আপনার বস্ত্রাচ্ছাদিত গুলিভরা পিস্তল থাকে, যদু তাহার বাধা দিতে গেলে সে যদুকে পীড়া দিবে এই জন্যে ঐ পিস্তল সঙ্গে লইয়াছিল। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) আনন্দ যদুর জেবহইতে কিছু চুরী করিতে চাহে, কিন্তু যদু তাহা জানিতে পারিয়া বাধা দিলে কি আনন্দকে ধরিতে উদ্যোগ করিলে, তাহাকে অবরুদ্ধ করিবার জন্যে আনন্দ আপনার সঙ্গি কএক জনকে নিকটে রাখিয়া ঐ কর্ম্ম করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

অপহরণের কথা।

[অপহরণের অর্থের কথা।]

৩৮৩ ধারা। যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির হানি করিবার কিম্বা অন্য ব্যক্তির কোন হানি হইবার ভয় জন্মায়, ও তদ্দ্বারা যাহার ভয় জন্মে তাহা হইতে কিছু দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র, কিম্বা দস্তখৎকরা কি মোহরকরা যে কোন বস্তু লইয়া মূল্যবান নিদর্শনপত্র করা যাইতে পারে তাহা, শঠতাক্রমে কোন ব্যক্তিকে দেওয়ায়, তবে সেই ব্যক্তি অপহরণ করে।

উদাহরণ।

[ক) আনন্দ যদুকে বলে যে, তুমি যদি আমাকে কিছু টাকা না দেও তবে তোমার কোন অপবাদ রাষ্ট্র করাইব। ইহা বলিয়া যদুর স্থানে টাকা লয়। আনন্দ এই স্থলে অপহরণ করিয়াছে।

[খ] আনন্দ যদুকে বলে যে, তুমি আমাকে কতক টাকা দিবার এক করারপত্র লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া না দিলে, আমি তোমার বালককে অন্যায়রূপে কয়েদ করিয়া রাখিব। যদু সেই করারপত্র লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দেয়। আনন্দ এই স্থলে অপহরণ করিয়াছে।

[গ] আনন্দ যদুকে বলে যে, তুমি আপন ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্য বলরামকে দিব বলিয়া কতক টাকার এক করারপত্র লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া বলরামকে না দিলে, আমি লাঠিয়ালদিগকে পাঠাইয়া তোমার ক্ষেত্র লাঙ্গলদ্বারা চাষ দিয়া শস্য নষ্ট করিব, ইহাতে যদু সেইরূপ করারপত্রে দস্তখৎ করিয়া দেয়। আনন্দ এই স্থলে অপহরণ করিয়াছে।

[ঘ] আনন্দ যদুর গুরুতর পীড়া জন্মাইবার ভয় দেখাইয়া তাহাকে শঠতাক্রমে শাদা কাগজে দস্তখৎ ও মোহর করাইয়া, সেই কাগজ আপনাকে দিতে তাহাকে

প্রবৃত্তি দেয়। যদু তাহাতে দস্তখৎ করিয়া আনন্দকে সেই কাগজ লইয়া মূল্যবান নিদর্শনপত্র করা যাইতে পারে। ইহাতে আনন্দ অপহরণ করিয়াছে।

[অপহরণ করিবার দণ্ডের কথা।]

৩৮৪ ধারা। যদি কেহ অপহরণ করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কি তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

[অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানির ভয় জন্মাইবার কথা।]

৩৮৫ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অপহরণ করিবার জন্যে কোন কাহার হানি করিবার ভয় জন্মায় কি ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

[প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করিবার কথা।]

৩৮৬ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রাণনাশের কি তাহার কি অন্য কাহার গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করে, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

[অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইবার কথা।]

৩৮৭ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে অন্য লোকের প্রাণনাশের কিম্বা তাহার কি অন্য কাহার গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মায়, কি ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

[প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণপ্রভৃতি দণ্ডযোগ্য অপরাধের নালিশ করিবার ভয় দর্শাইয়া অপহরণ করিবার কথা।]

৩৮৮ ধারা। যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হওনের দণ্ড হয়, এমত অপরাধ করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করার নালিশ কোন ব্যক্তির নামে করিব বলিয়া, যদি কেহ তাহার কিম্বা অন্য কোন লোকের ভয় জন্মাইয়া কিছু অপহরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক, এবং সেই অপরাধের দণ্ড যদি ৩৭৭ ধারামতে হইতে পারে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিবেক।

(অপহরণ করিবার জন্যে কাহারো নামে অপরাধ করিবার নালিশ করণের ভয় জন্মাইবার কথা।)

৩৮৯ ধারা। যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হওনের দণ্ড হয় এমত অপরাধ

করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার নালিশ কোন কাহার নামে করির বলিয়া, যদি কোন ব্যক্তি অপহরণ করিবার জন্যে তাহার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির ভয় জন্মায় কিম্বা জন্মাইবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। এবং সেই অপরাধের দণ্ড যদি ৩৭৭ ধারামতে হইতে পারে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিবেক।

দস্যুতা ও ডাকাইতীর কথা।

(দস্যুতার কথা।)

৩৯০ ধারা। যখন দস্যুতা হয়, তখন চৌর্য্য কিম্বা অপহরণ দোষ হয়।

(যে স্থলে চৌর্য্যেতে দস্যুতা অপরাধ হয় তাহার কথা।)

যদি চুরী করিবার জন্যে কিম্বা চুরীকরণ কালে কি চৌর্য্যের দ্বারা প্রাপ্ত কোন বস্তু লইয়া যাওনেতে, কি লইয়া যাইবার উদ্যোগ করণেতে, অপরাধী সেই কর্ম্ম করিবার জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশ করে, কি তাহাকে পীড়া দেয়, কি অন্যায়মতে অবরোধ করিয়া রাখে, কিম্বা হত্যা করিতে কি পীড়া দিতে কিম্বা অবরোধ করিয়া রাখিতে উদ্যোগ করে, কিম্বা কোন ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের কি তৎক্ষণাৎ পীড়ার কি তৎক্ষণাৎ অন্যায়মতে অবরুদ্ধ হইবার ভয় জন্মায় কি জন্মাইবার উদ্যোগ করে, তবে এমত স্থলে ঐ চৌর্য্য দস্যুতা হয়।

(যে স্থলে অপহরণে দস্যুতা অপরাধ হয়, তাহার কথা।)

ভয় জন্মাইয়া কিছু অপহরণ করিবার সময়ে, অপরাধী যাহার ভয় জন্মায় তাহার সাক্ষাতে যদি থাকে, ও সেই ব্যক্তির কিম্বা অন্য ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের কি তৎক্ষণাৎ পীড়া দিবার কি তৎক্ষণাৎ অন্যায়মতে অবরোধ করিবার ভয় জন্মাইয়া কিছু অপহরণ করে, ও তদ্রূপে তাহার এমন ভয় জন্মায় যে সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই ঐ দ্রব্য আপনি দেয়, তবে এমত স্থলে ঐ অপহরণ করা দস্যুতা হয়।

অর্থের কথা।—অপরাধী যদি উপযুক্তমতে নিকটে থাকাতে অন্য ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের কি তৎক্ষণাৎ পীড়া পাইবার কি তৎক্ষণাৎ অন্যায়মতে অবরুদ্ধ হইবার ভয় জন্মে, তবে সেই অপরাধী সাক্ষাতে থাকে বলা যায়।

উদাহরণ।

[ক] আনন্দ যদুকে ধরিয়া তাহার অনুমতিবিনা তাহার বস্ত্রহইতে তাহার টাকা ও গহনা প্রতারণাপূর্ব্বক লয়, এই স্থলে আনন্দ চুরী করিয়াছে ও চুরী করিবার জন্যে জ্ঞানপূর্ব্বক যদুকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিয়াছে। অতএব আনন্দ দস্যুতা করিয়াছে।

(খ) যদু রাজপথ দিয়া যাইতেছে, আনন্দ তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে পিস্তল দেখাইয় কহে যে তোমার নিকটে যত টাকা থাকে তাহা দেও। যদু ঐ টাকা সমার্পণ করে। এই স্থলে আনন্দ যদুর তৎক্ষণাৎ পীড়া দিবার ভয় জন্মাইয়া তাহার

স্থানহইতে তাহার টাকা অপহরণ করিয়াছে, ও সেই অপহরণ করিবার সময়ে তাহার সাক্ষাতে ছিল, অতএব আনন্দ দস্যুতা করিয়াছে।

(গ) যদু আপনার বালককে লইয়া পাহাড়ের উপর রাজপথ দিয়া যায়। আনন্দ ঐ বালককে ধরিয়া যদুকে বলে তুমি এক্ষণে টাকা না দিলে আমি এই বালককে এই পর্ব্বত শৃঙ্গহইতে নিক্ষেপ করিব। তাহাতে যদু আপনার টাকা। এই স্থলে যে বালক বর্ত্তমান ছিল তাহার তৎক্ষণাৎ পীড়া দিবার বিষয়ে যদুর ভয় জন্মাইয়া আনন্দ যদুর স্থানহইতে টাকা লইয়াছে। অতএব আনন্দ যদুর উপর দস্যুতা করিয়াছে।

(ঘ) আনন্দ যদুকে বলে যে, তোমার বালক আমার দলের হাতে পড়িয়াছে, তুমি দশ হাজার টাকা না পাঠাইলে ঐ বালককে হত্যা করা যাইবেক, ইহা বলাতে যদুর স্থানে টাকা পায়। এই অপহরণ করার অপরাধ হয়, এবং তদনুসারে তাহার দণ্ড হইতে পারিবেক। কিন্তু বালকের তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে যদুর এমত ভয় না জন্মাইবাতে দস্যুতা অপরাধ হয় না।

(ডাকাইতীর অর্থের কথা।)

৩৯১ ধারা। যদি পাঁচ কি ততোধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া দস্যুতা করে কি করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা যাহারা একত্র হইয়া দস্যুতা করে কি করিবার উদ্যোগ করে ও যাহারা বিদ্যমান থাকিয়া সেই অপরাধের কি সেই উদ্যোগের সাহায্য করে তাহারা সর্ব্বসুদ্ধ যদি পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তি হয়, তবে যে প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ কার্য্য করে কি করিবার উদ্যোগ করে কি সাহায্য করে সে "ডাকাইতী" করে কহা যায়।

(দস্যুতা করণের দণ্ডের কথা।)

৩৯২ ধারা। যে কেহ দস্যুতা করে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। এবং যদি সূর্য্য অস্ত হইবার কালাবধি উদয় হইবার কালপর্য্যন্ত কোন সময়ে রাজপথে ঐ দস্যুতা অপরাধ করা যায়, তবে চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত ঐরূপ কয়েদ হইতে পারিবেক।

(দস্যুতা করিবার উদ্যোগের কথা।)

৩৯৩ ধারা। যদি কেহ দস্যুতা করিবার উদ্যোগ করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(দস্যুতা করিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দিবার কথা।)

৩৯৪ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি দস্যুতা করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবারকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেয়, তবে সেই ব্যক্তি ও তাহার সঙ্গে অন্য যে কোন ব্যক্তি ঐ দস্যুতা করিবার কি, করিতে উদ্যোগ করিবার কার্য্যেতে লিপ্ত থাকে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(ডাকাইতী করিবার দণ্ডের কথা।)

৩৯৫ ধারা। যদি কেহ ডাকাইতী করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

[ডাকাইতী করণ সময়ে হত্যা করিবার কথা।]

৩৯৬ ধারা। পাঁচ কি ততোধিক যে ব্যক্তিরা একত্র হইয়া ডাকাইতী করিতেছে, তাহারদের মধ্যে যদি কোন এক ব্যক্তি সেইরূপ ডাকাইতী করিবার সময়ে কাহাকে বধ করে, তবে তাহারদের প্রত্যেক জনের প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা তাহারা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবেক, তাহারদের অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবারকালে হত্যা করিবার কি গুরুতর পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগের কথা।)

৩৯৭ ধারা। যদি দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার সময়ে অপরাধী কোন সাংঘাতিক অস্ত্র ব্যবহার করে, কিম্বা কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া জন্মায়, কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিবার কি গুরুতর পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগ করে, তবে সেই অপরাধির কয়েদ হইবার কাল সাত বৎসরের ন্যূন হইবেক না।

[সাংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগের কথা।]

৩৯৮ ধারা। যদি দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ সময়ে অপরাধির নিকটে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকে, তবে সেই অপরাধির কয়েদ হইবারকাল সাত বৎসরের ন্যূন হইবেক না।

(ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণের কথা।)

৩৯৯ ধারা। যদি কেহ ডাকাইতী করিবার কোন প্রকারের উদ্যোগ করে, তবে, সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(ডাকাইতের দলভুক্ত হইবার দণ্ডের কথা।)

৪০০ ধারা। যাহারা নিয়ত ডাকাইতী করিবার জন্যে দলবদ্ধ থাকে তাহারদের মধ্যে, এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে, যে কেহ তাহারদিগের দলভুক্ত হয়, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(ভ্রমণকারি চোরেরদের দলভুক্ত হইবার দণ্ডের কথা।)

৪০১ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে, যদি কেহ ঠগের কি ডাকাইতের দলব্যতিরিক্ত নিয়ত চুরী কি দস্যুতা করিবার জন্যে দলভুক্ত কোন ভ্রমণকারি কি অন্য লোকেরদের দলে প্রবিষ্ট হয়, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন।

(ডাকাইতী করিবার জন্যে একত্রিত হইবার কথা।)

৪৬২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে, পাঁচ কি তাহার অধিক যে ব্যক্তিরা ডাকাইতী করিবার জন্যে একত্রিত হয়, তাহারদের মধ্যগত ব্যক্তি যে কেহ হয়, সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

অপরাধভাবে অন্যের দ্রব্য অবিহিতরূপে ব্যবহার করিবার কথা।

(শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে দ্রব্য ব্যবহার করণের কথা।)

৪০৩ ধারা। যদি কেহ কাহার অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

উদাহরণ।

(ক) যদুর নিকটে কিছু ধন ছিল, আনন্দ সরলভাবে সেই ধন আপনার জানিয়া যদুর স্থানহইতে লয়। ইহাতে আনন্দ চুরী করে নাই। পরে তাহাতে ভ্রম হইয়াছে ও সেই ধন আপনার নয়, আনন্দ ইহা জানিতে পারিয়াও যদি শঠতাক্রমে ঐ ধন আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে সে এই ধারামতে দোষী হয়।

(খ) আনন্দ ও যদুর পরস্পর প্রণয় আছে। যদু ঘরে না থাকিতে আনন্দ তাহার পুস্তকালয়ে গিয়া তাহার স্পষ্ট অনুমতি না পাইয়াও একখান পুস্তক লইয়া যায়। কিন্তু ঐ পুস্তক পাঠ করিবার জন্যে লইয়া গেলেও যদুর কোন আপত্তি হইবেক না, আনন্দ যদি ইহা নিশ্চয়রূপে জানে, তবে তাহার চৌর্য্য অপরাধ হয় না। পরে যদি আপনার লাভের জন্যে সেই পুস্তক বিক্রয় করে, তবে তাহার এই ধারামতে অপরাধ হয়।

(গ) আনন্দ ও বলরাম দুই জনের সাধারণ এক ঘোড়া আছে। আনন্দ সেই ঘোড়া স্বকীয় ব্যবহারের নিমিত্তে বলরামের নিকটহইতে লয়। ঐ ঘোড়া ব্যবহার করিতে আনন্দেরও অধিকার আছে, অতএব সে শঠতাক্রমে তাহা অবিহিতরূপে ব্যবহার করে নাই। পরে যদি আনন্দ ঐ ঘোড়া বিক্রয় করিয়া সমুদয় মূল্য আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

১ অর্থের কথা। কোন দ্রব্য কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তেও শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার হইলে, তাহা এই ধারাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহারের অপরাধ হয়।

উদাহরণ।

যদুর এক খণ্ড কোম্পানির কাগজ আনন্দ কুড়িয়া পায় তাহার পৃষ্ঠে যদুর দস্তখৎ আছে সেই কাগজ যদুর জানিয়া আনন্দ কিছু দিন পরে যদুকে প্রত্যর্পণ করিবার কল্পনা করিয়া প্রথমতঃ কোন বণিকের নিকটে তাহা বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ লয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

২ অর্থের কথা। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য পাইয়াছে, তাহা তৎকালে কাহারো অধিকারে নাই। অতএব ঐ দ্রব্য স্বামির জন্যে রক্ষা কিম্বা তাঁহাকে অর্পণ করিবার নিমিত্তে আপনি রাখে, কিন্তু তাহা শঠতাভাবে লয় না, এবং অবিহিতরূপে ব্যবহার করে না। সেই ব্যক্তির কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু ঐ দ্রব্যের স্বামির পরিচয় পাইলে কি পাইতে পারিলে, কিম্বা স্বামির পরিচয় পাইবার ও তাহাকে ঐ কথা জানাইবার উপযুক্তমতে উদ্যোগ না করিয়া, এবং ঐ স্বামী যে কালের মধ্যে তাহার দাওয়া করিতে পারে এমত উপযুক্ত কালপর্য্যন্ত ঐ দ্রব্য না রাখিয়া, যদি সেই দ্রব্য আপন কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে উক্ত অপরাধের দোষী হয়।

এমত স্থলে উপযুক্ত উদ্যোগ কাহাকে বলে ও কত কাল হইলে উপযুক্ত কাল হয় এই দুই কথা বৃত্তান্তক্রমে নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে।

যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য পায় ঐ দ্রব্যের স্বামির পরিচয় না পাইলেও, কিম্বা ঐ দ্রব্যের স্বামী বলিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে না জানিলেও যদি আপনার দ্রব্য নহে জানিতে পারে, কিম্বা প্রকৃত স্বামির সন্ধান পাওয়া যায় না ইহা সরলভাবে বিশ্বাস না করে, তবে সেই দ্রব্য আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করিলে সে অপরাধী হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ রাজপথে একটি টাকা কুড়িয়া পায়, কিন্তু ঐ টাকা কাহার তাহা জানে না। এই স্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে না।

(খ) আনন্দ পথে একখানি পত্র পায়, তাহার মধ্যে এককেতা ব্যাঙ্ক নোট থাকে। পত্রের শিরনামা দেখিয়া এবং তৎপত্রের লিখিত কথা পাঠ করিয়া জ্ঞাত হয় যে এই নোট অমুকের, তথাপি তাহা আপনি লয়। এই স্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(গ) আনন্দ এক কেতা বরাতচিঠী কুড়িয়া পায়। সেই বরাতচিঠীতে যে ব্যক্তি তাহা দাখিল করিবেক তাহাকে টাকা দিবার কথা লেখা আছে। ঐ বরাতচিঠী কে হারাইয়াছে তাহা অনুমান করিতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ চিঠী দিয়াছিল তাহার নাম তাহাতে আছে, এবং আনন্দ জানে যে উহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ চিঠী কাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতে পারিবেক। তথাপি স্বামির সন্ধান লইবার উদ্যোগ না করিয়া, সে আপনি ঐ বরাতচিঠীর টাকা আনিয়া ব্যবহার করে, ইহাতে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

(ঘ) পথে যাইতে যাইতে যদুর টাকার গেঁজে পড়িয়া গেল, তাহাতে টাকা ছিল। আনন্দ তাহা যদুকে অর্পণ করিবার নিমিত্তে কুড়িয়া লয়, কিন্তু পরে আপনিই তাহা ব্যবহার করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(চ) আনন্দ টাকার গেঁজে কুড়িয়া পায়, কিন্তু কাহার জানে না। পরে তাহা যদুর জানিতে পাইলেও আপনিই ঐ টাকা ব্যবহার করে। আনন্দ এই ধারামতে অপরাধী হয়।

(ছ) আনন্দ বহুমূল্য এক আঙ্গটি কুড়িয়া পায়, কিন্তু কাহার না জানিয়া ও তৎ

স্বামির সন্ধান লইবার কিছু মাত্র উদ্যোগ না করিয়া তাহা অগৌণেই বিক্রয় করে। আনন্দ এই ধারামতে অপরাধী হয়।

(মৃত্যুকালে কোন ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে তাহা শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার করিবার কথা।)

৪০৪ ধারা। কোন ব্যক্তির মরণ কালে তাহার অধিকারে কিছু সম্পত্তি ছিল ও আইনমতে যাহার ঐ সম্পত্তি পাইবার অধিকার আছে এমত কোন ব্যক্তির হস্তগত তাহা এপর্য্যন্ত হয় নাই, ইহা জানিয়া যদি কেহ শঠতাক্রমে সেই সম্পত্তি অবিহিতরূপে কি আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে সে ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। ঐ মৃত ব্যক্তির মরণ কালে ঐ অপহারক যদি তাহার নিকটে কেরাণী কি চাকরস্বরূপে কর্ম্ম করিত এমত হয়, তবে সেই কয়েদের কাল সাত বৎসরপর্য্যন্ত হইতে পারিবেক।

উদাহরণ।

যদু গৃহসামগ্রী ও টাকা রাখিয়া মরে, সেই সম্পত্তি পাইবার স্বত্ব যাহার আইন মতে থাকে এমত ব্যক্তির হস্তগত হওনের পূর্ব্বে আনন্দ নামে তাহার চাকর ঐ টাকা শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কার্য্যের কথা।

(অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার অর্থের কথা।)

৪০৫ ধারা। কাহারো নিকট কিছু সম্পত্তি কোন প্রকারে সমর্পিত থাকিলে, কিম্বা সম্পত্তির উপর তাহার কোন প্রকারের প্রভুত্ব থাকিলে, যদি সেই ব্যক্তি শঠতাক্রমে ঐ সম্পত্তি অবিহিতরূপে কি আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, কিম্বা ঐ সমর্পণক্রমে আইনমতে যে প্রকারে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার নির্দ্দিষ্ট বিধি লঙ্ঘন করিয়া, কিম্বা ঐ সমর্পণক্রমে কার্য্য করিবার বিষয়ে আইনমতের যে কোন করার স্পষ্টরূপে কি ভাবত করিয়া থাকে তাহা লংঘন করিয়া, যদি শঠতাক্রমে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার কি হস্তান্তর করে, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে দেয়, তবে সে ব্যক্তি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কোন মৃত ব্যক্তির উইলের অছি হয়। আইনেতে তাহার প্রতি ঐ উইল অনুসারে সম্পত্তি বিভাগ করিবার আজ্ঞা আছে, কিন্তু আনন্দ সেই আইন শঠতাক্রমে অমান্য করিয়া আপনি ঐ সম্পত্তি লয়। আনন্দ অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(খ) আনন্দ আড়তদারী করে। যদু দেশে যাইবার কালে তাহার হাতে আপনার তাবৎ গৃহসামগ্রী রাখিয়া তাহার সঙ্গে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করে যে, তোমার আড়তে আমার এই সকল দ্রব্য থাকিস, আমি পরে জায়গার ভাড়া বলিয়া এত টাকা তোমাকে দিয়া ঐ সকল দ্রব্য পুনরায় লইব। আনন্দ শঠতাক্রমে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহাতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(গ) যদু দিল্লীতে থাকে। কলিকাতায় আনন্দ তাহার গোমাশ্তা। যদুর সঙ্গে আনন্দের স্পষ্টরূপে কি ভাবক্রমে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, যদু যত টাকা আনন্দের নিকটে পাঠায় আনন্দ সেই সকল টাকা লইয়া যদুর আদেশমতে কার্য্য করিবেক। যদু এক লক্ষ টাকা আনন্দের নিকটে পাঠাইয়া কহে যে, ঐ টাকাতে কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিবা। কিন্তু আনন্দ শঠতাক্রমে ঐ আদেশ না মানিয়া আপনার ব্যবসায়ে ঐ টাকা ব্যয় করে। আনন্দ অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাকতা করে।

(ঘ) কিন্তু উক্ত স্থলে যদি আনন্দ শঠতা না করিয়া সরলভাবে বোধ করে যে, ঐ সকল টাকা লইয়া বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের শ্যার ক্রয় করিলে যদুর অধিক লভ্য হইবেক, ও এমত জ্ঞানে যদি যদুর আদেশ অমান্য করিয়া কোম্পানির কাগজ ক্রয় না করিয়া যদুর নামে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের শ্যার ক্রয় করে, তবে তাহাতে যদুর ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতির নিমিত্তে আনন্দের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক, কিন্তু আনন্দ শঠতাক্রমে কর্ম্ম করে নাই, অতএব অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই।

(চ) আনন্দ কালেক্টরীর এক জন আমলা। তাহার হস্তে গবর্ণমেণ্টের টাকা থাকে। আইনমতে আদেশ হইয়াছে, অথবা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাহার স্পষ্টরূপে কি ভাবক্রমে এমত করার হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের যত টাকা তাহার হস্তে আইসে সে সকল টাকা কোন খাজানাখানাতে দাখিল করিতে হইবেক। আনন্দ শঠতাক্রমে আপনি ঐ টাকা লয়। অতএব অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(ছ) আনন্দ এক জন বাহক। যদু জলপথে কি স্থলপথে পাঠাইবার নিমিত্তে কোন দ্রব্য ঐ বাহককে সমর্পণ করে, সে শঠতাক্রমে আপনি ঐ দ্রব্য লয়। সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ডের কথা।)

৪০৬ ধারা। যদি কেহ অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(বাহকপ্রভৃতি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকা করিলে তাহার কথা।)

৪০৭ ধারা। মুটিয়া কি মালতুলিবার ঘাটরক্ষক কি আড়তদারের জিম্মায় যদি দ্রব্য রাখা যায়, ও সে যদি ঐ দ্রব্য লইয়া অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(কেরাণী কি চাকর অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহার কথা।)

৪০৮ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কেরাণী কি চাকর হয় কিম্বা কেরাণী কি চাকরের কর্ম্ম পায়, ও সেই কর্ম্মপ্রযুক্ত যদি কিছু দ্রব্য কোন প্রকারে তাহার জিম্মায় সমর্পণ করা যায়, কিম্বা কিছু দ্রব্যের উপর তাহাকে কোন প্রকারের প্রভুত্ব দেওয়া যায়, তবে সেই দ্রব্যের বিষয়ে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, সে সাত বৎসরের

অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বণিক কি বাণিজ্যব্যবসায়ী কি গোমাশ্‌তা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহার কথা।)

৪০৯ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকের পদোপলক্ষে, কিম্বা বণিক, কি বাণিজ্যব্যবসায়ী কি কার্য্যকারক কি দালাল কি টর্ণি কি গোমাশতা বলিয়া কোন ব্যক্তির ব্যবসায়ের উপলক্ষে যে কিছু দ্রব্য কোন প্রকারে তাহার জিম্মায় সমর্পণ করা যায়, কিম্বা যে কিছু দ্রব্যের উপর তাহাকে কোন প্রকারের প্রভুত্ব দেওয়া যায়, তাহা লইয়া যদি সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

চোরা জিনিস গ্রহণ করিবার কথা।

(চোরা জিনিসের কথা।)

৪১০ ধারা। চৌর্য্য কিম্বা বলপুর্ব্বক অপহরণ কি দস্যুতার দ্বারা যে দ্রব্য অন্যের হস্তগত হয়, ও যে দ্রব্য অপরাধভাবে অবিহিতরূপে ব্যবহার করা যায়, ও যে দ্রব্য লইয়া অপরাভাবে বিশ্বাসঘাতকতা দোষ হয়, তাহা " চোরা জিনিস ,, বলা যায়। কিন্তু আইনমতে যাহার সেই দ্রব্য পাইবার অধিকার থাকে, এমত ব্যক্তির অধিকারে যদি সেই দ্রব্য পরে আইসে, তবে তখন তাহা আর চোরা জিনিস নহে।

(চোরা জিনিস শঠতাভাবে গ্রহণ করিবার কথা।)

৪১১ ধারা। কোন দ্রব্য চোরা জিনিস জানিয়া কিম্বা জানিবার কারণ পাইয়া যদি কেহ শঠতাক্রমে গ্রহণ করে কি রাখে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(ডাকাইতী দ্বারা যে দ্রব্য চুরী করা যায় তাহা শঠতাক্রমে গ্রহণ করিবার কথা।)

৪১২ ধারা। ডাকাইতী করণের দ্বারা কোন দ্রব্য অন্যের স্থানহইতে গৃহীত হইয়াছে জানিয়া কিম্বা জানিবার কারণ পাইয়া, যদি কেহ শঠতাক্রমে সেই চোরা জিনিস গ্রহণ করে কি রাখে, কিম্বা যেব্যক্তি ডাকাইতেরদের দলভুক্ত আছে কি ছিল জানিয়া কিম্বা জানিবার কারণ পাইয়া তাহার স্থানে যদি কেহ কোন দ্রব্য চোরা জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া শঠতাক্রমে গ্রহণ করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন প্রকারে কয়েদ হইবেক তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(চোরা জিনিস লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করিবার কথা।)

৪১৩ ধারা। যদি কেহ কোন দ্রব্য চোরা জানিয়া কি জানিবার কারণ পাইয়া তাহা নিয়ত গ্রহণ করে কি তাহার ব্যবসায় করে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপা

স্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(চোরা জিনিস লুকাইবার সাহায্য করণের কথা।)

৪১৪ ধারা। যদি কেহ কোন দ্রব্য চোরা জানিয়া কি এমত জানিবার কারণ পাইয়া তাহা লুকাইবার কি হস্তান্তর করিবার কি নষ্ট করিবার কার্য্যেতে ইচ্ছাপূর্ব্বক সাহায্য করে, তবে সে ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

বঞ্চনা করণের কথা।

(বঞ্চনা করণের অর্থের কথা।)

৪১৫ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া কোন দ্রব্য কোন ব্যক্তিকে দিতে, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে রাখিবার অনুমতি দিতে প্রতারণাভাবে কি শঠতাক্রমে সেই বঞ্চিতব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মায়, কিম্বা সেই বঞ্চিতব্যক্তির ভ্রান্তি না হইলে সে অকর্ত্তব্য যে কর্ম্ম করিত না কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিত, এমত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কিম্বা এমত কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিতে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার প্রবৃত্তি জন্মায়, ও তদ্রূপে যে কার্য্য করা যায় কি যে কার্য্যের ত্রুটি হয় তাহাতে যদি ঐ বঞ্চিত ব্যক্তির শরীরের কি মনের কি সুখ্যাতির কি সম্পত্তির হানিকি ক্ষতি হয় কি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বঞ্চনা করে এমত বলা যায়।

অর্থের কথা।—কোন ব্যাপারের বৃত্তান্ত শঠতাক্রমে গোপনে রাখিলেও এই ধারার অর্থমতে বঞ্চনা করা হয়।

উদাহরণ।

(ক) কোন সাহেব ছল করিয়া আপনাকে সিবিল সম্পর্কীয় রাজকার্য্যকারক জানাইয়া, জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রম জন্মাইয়া তাহার কোন দ্রব্যের মূল্য পরে দিব বলিয়া তাহা গ্রহণ করে। ঐ সাহেব বঞ্চনা করে।

(খ) আনন্দ কোন দ্রব্যেতে কোন কৃত্রিম চিহ্ন বসাইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর এমত ভ্রান্তি জন্মায় যে সেই দ্রব্য কোন প্রসিদ্ধ কর্ম্মকারকের প্রস্তুত করা। তাহাতে যদুকে দ্রব্য ক্রয় করিতে ও তাহার মূল্য দিতে শঠতাক্রমে লওয়ায়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(গ) আনন্দ কোন দ্রব্যের উত্তম নমুনা যদুকে দেখাইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাবৎ দ্রব্য ঐ নমুনার সমান তাহার এমত বিশ্বাস জন্মায়। এমতে যদুকে সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে ও তাহার মূল্য দিতে শঠতাক্রমে লওয়ায়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(ঘ) আনন্দ যদুর নিকটে কিছু দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহে, কিন্তু তাহার মূল্য দিতে না চাহিয়া যদুকে কোন কুঠীওয়ালার উপর টাকার হুণ্ডী দেয়, কিন্তু সে কুঠীও-য়ালার নিকটে আনন্দের টাকা নাই। সুতরাং আনন্দ জানে যে যদু ঐ হুণ্ডী দিলে

তাহা অগ্রাহ্য হইবেক, তথাপি জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া যাহাতে যদু সেই দ্রব্য দেয়, তাহার এমত প্রবৃত্তি শঠতাক্রমে জন্মায়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(চ) আনন্দ হীরা বলিয়া কএকটা পাতর বন্ধক দেয় কিন্তু বাস্তবিক তাহা হীরা নয়। আনন্দ ইহা জানিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহার স্থানে শঠতাক্রমে কর্জ্জ লয়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(ছ) আনন্দ যদুর স্থানে কিছু কর্জ্জ লইতে চাহিয়া ছলপূর্ব্বক তাহার এমত বিশ্বাস জন্মায় যে ঐ কর্জ্জা টাকা পরিশোধ করিবেক এবং যদু তাহাকে কর্জ্জ যাহাতে দেয় তাহার এমত প্রবৃত্তি শঠতাক্রমে জন্মায়, ফলতঃ ঐ টাকা পরিশোধ করা আনন্দের অভিপ্রেত নহে। এ স্থলে আনন্দ বঞ্চনা করে।

(জ) আনন্দ যদুকে কতক নীলের গাছ দিব বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু তাহার ঐ গাছ দিবার অভিপ্রায় নাই। তথাপি যদুর সেইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া যাহাতে যদু তাহাকে টাকা দেয় আনন্দ শঠতাক্রমে তাহার এমত প্রবৃত্তি জন্মায়। আনন্দ বঞ্চনা করে। কিন্তু যদি আনন্দ ঐ টাকা পাইবার সময়ে ঐ নীলের গাছ তাহাকে দিতে মনস্থ করিয়া থাকে ও পরে চুক্তিভঙ্গ করিয়া ঐ গাছ না দেয়, তবে আনন্দের বঞ্চনা করা হয় না। চুক্তিভঙ্গের অপরাধে তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে।

(ঝ) আনন্দ যদুর সঙ্গে কোন করার করিয়াছে ও সেই করারমতে কার্য্যও করিয়াছে যদুর এমত বিশ্বাস জ্ঞানপূর্ব্বক জন্মায়, বস্তুতঃ সেই করারমতে কার্য্য করে নাই। এই প্রকারে যাহাতে যদু তাহাকে টাকা দেয় তাহার এমত প্রবৃত্তি শঠতাক্রমে জন্মায়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(ট) আনন্দ বলরামের নিকটে এক জমীদারী বিক্রয় করিয়া লিখিত পঠিত করিয়া দেয়। আনন্দ জানে যে তাহা বিক্রয় করাতে ঐ জমীতে তাহার আর স্বত্ব নাই, তথাপি বলরামের নিকটে ঐ জমী বিক্রয়ের ও হস্তান্তর করণের কোন কথা যদুকে না কহিয়া যদুর নিকটে তাহা পুনরায় বিক্রয় করে কি বন্ধক দেয়, ও যদুর কাছে ঐ বিক্রয়ের কি বন্ধকের টাকা লয়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(ছদ্মবেশে বঞ্চনার কথা।)

৪১৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ছল করিয়া যদি আপনাকে অন্য ব্যক্তি জানাইয়া কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির ন্যায়, কিম্বা সে কি অন্য ব্যক্তি যথার্থ যে ব্যক্তি হয় তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিস্বরূপ দেখাইয়া বঞ্চনা করে, তবে সে "ছদ্মবেশে বঞ্চনা করে," এমত কহা যায়।

অর্থের কথা।—কোন ব্যক্তি আপনাকে যে ব্যক্তি বলিয়া দেখায় সে প্রকৃত কি কল্পিত ব্যক্তি হইলেও ঐ অপরাধ হয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামে এক জন ধনাঢ্য বণিক আছে, সেই নামের অন্য এক সামান্য ব্যক্তি আপনাকে সেই বণিক বলিয়া জানায়। সে ছদ্মবেশে বঞ্চনা করে।

(খ) বলরাম মরিয়াছে। আনন্দ আপনাকে বলরাম বলিয়া জানায়। আনন্দ ছদ্মবেশে বঞ্চনা করে।

(বঞ্চনা করিবার দণ্ডের কথা।)

৪১৭ ধারা। যে কেহ বঞ্চনা করে, সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হই-বেক ইতি।

(যাহার স্বত্ব রক্ষা করা কোন ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার অন্যায়মতে ক্ষতি হইবেক জানিয়া বঞ্চনা করিলে তাহার কথা।)

৪১৮ ধারা। যে ব্যাপারেতে বঞ্চনা করা হয় সেই ব্যাপার সম্পর্কে কোন লোকের স্বত্ব রক্ষা করা যাহার আইনমতে কি আইনসিদ্ধ করারমতে অবশ্য কর্ত্তব্য, সে যদি ঐ ব্যাপারে বঞ্চনা করিলে ঐ ব্যক্তির অন্যায়মতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া বঞ্চনা করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(ছদ্মবেশে বঞ্চনা করিবার দণ্ডের কথা।)

৪১৯ ধারা। যে কেহ ছদ্মবেশে বঞ্চনা করে, সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

[বঞ্চনা করিবার ও শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।]

৪২০ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তিকে দিতে, কিম্বা কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্রের সমুদয় কি কোন অংশ করিতে, কি পরিবর্ত্তন করিতে কি নষ্ট করিতে, কিম্বা যে কোন কাগজাদিতে দস্তখৎ ও মোহর থাকাতে মূল্যবান নিদর্শনপত্র করা যাইতে পারে এমত কাগজপ্রভৃতি করিতে, কি পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করিতে শঠতাক্রমে ঐ বঞ্চিত ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মায়, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার কথা।

[মহাজনেরদের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ না হয় এই নিমিত্তে শঠতা কি প্রতারণা-ক্রমে তাহা গোপন কি স্থানান্তর করিবার কথা।]

৪২১ ধারা। কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির মহাজনেরদের মধ্যে আইনমতে বিভাগ না হইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা বিভাগ নিবারণ হওয়ার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ সেই সম্পত্তি শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া স্থানান্তর কি গোপন করে, কিম্বা তাহার উপযুক্ত মূল্য না লইয়া কোন ব্যক্তিকে দেয়, কি হস্তান্তর করে, কি করাইয়া দেয়, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

[পাওনা অথবা কোন দাওয়ার টাকা মহাজনেরা না পায় এমত কর্ম্ম শঠতাক্রমে কি প্রতারণাপূর্ব্বক করিবার কথা।]

৪২২ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি আপনার কি অন্য ব্যক্তির কোন পাওনা কি দাওয়ার টাকা আপনার কি ঐ অন্য ব্যক্তির ঋণ আইনমতে পরিশোধ হইবার জন্যে শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া আদায়ের পক্ষে বাধা জন্মায়, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

[মূল্যের টাকা যাহাতে অযথার্থরূপে লেখা থাকে এমত কোন হস্তান্তর করণপত্র শঠতাক্রমে কি প্রতারণাপূর্ব্বক করিবার কথা।]

৪২৩ ধারা। কোন সম্পত্তি কি তাহাতে যে কোন প্রকার সম্পর্ক থাকে তাহা হস্তান্তর করিবার কি তাহাহইতে কোন ব্যয় নিরূপণ করিবার দলীলে কি দস্তাবেজে সেই হস্তান্তর করণ কি ব্যয় নিরূপণের জন্যে যত টাকা উল্লেখ হয় তদ্বিষয়ে, কিম্বা যে ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের ব্যবহারের কি উপকারের জন্যে ঐ হস্তান্তর কার্য্য অথবা ব্যয় নিরূপণ বস্তুতঃ অভিপ্রেত হয় তাহার বিষয়ে যদি কোন অযথার্থ বিবরণ লিখিত থাকে তবে যে কেহ তাহাতে শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া স্বাক্ষর করে কি তাহা নিষ্পন্ন করে কি তাহার সম্পর্কীয় এক পক্ষ হয়, সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

[শঠতা কি প্রতারণাক্রমে সম্পত্তি স্থানান্তর কি গোপন করিবার দণ্ডের কথা।]

৪২৪ ধারা। যদি কেহ আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া গোপন কি স্থানান্তর করে, কিম্বা তাহা গোপন কি স্থানান্তর করিবার কার্য্যেতে শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া সাহায্য করে, কিম্বা যথার্থ যে দাওয়া কি দাবী থাকে তাহা যদি শঠতাক্রমে ত্যাগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অপকারের কথা।

[অপকারের অর্থের কথা।]

৪২৫ ধারা। যদি কেহ সাধারণ লোকেরদের কি বিশেষ কোন ব্যক্তির অন্যায়মতে ক্ষতি কি অপচয় করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা করিবার সম্ভাবনা জানিয়া, কোন সম্পত্তির নাশ করায়, কিম্বা যাহাতে সম্পত্তির মূল্য কি কর্ম্মণ্যতা নষ্ট কি ন্যূন হয় কিম্বা সম্পত্তি যাহাতে মন্দ হইতে পারে এমতে তাহা পরিবর্ত্তন কি স্থানান্তর করে, তবে সে " অপকার করে "।

১ অর্থের কথা।—ক্ষতি করা কি নষ্ট করা সম্পত্তির স্বামির ক্ষতি কি অপচয় করিতে অপরাধির অভিপ্রায় না থাকিলেও, ঐ অপকার করিবার দোষ হইতে পারে। যদি সম্পত্তির ক্ষতি করণ দ্বারা কোন ব্যক্তির অন্যায়মতে ক্ষতি কি অপচয় করিবার

অভিপ্রায় কিম্বা করিবার সম্ভাবনার জ্ঞান থাকে, তবে সেই সম্পত্তি যাহার হউক এই দোষ হইবেক।

২ অর্থের কথা।—কোন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তি লইয়া, কিম্বা অন্য ব্যক্তিরদের ও আপনার যে সাধারণ সম্পত্তি থাকে তাহা লইয়া যে কার্য্য করে, এমত কার্য্যতেও সে অপকার করিতে পারে ইতি।

উদাহরণ।

[ক] যদুর অন্যায়মতে ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার মূল্যবান নিদর্শনপত্র পোড়ায়। সে অপকার করে।

[খ] যদুর অন্যায়মতে ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার বরফ রাখিবার ঘরের মধ্যে আনন্দ কোন প্রকারে জল প্রবেশ করাইলে বরফ গলিয়া যায়। আনন্দ অপকার করে।

[গ] যদুর অন্যায়মতে ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দ তাহার আঙ্গুটি লইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক নদীতে নিক্ষেপ করে। আনন্দ অপরাধ করে।

[ঘ] আনন্দের নামে যদু কর্জ্জের বাবৎ ডিক্রী পাইয়াছে। ঐ ডিক্রীজারী করিবার জন্যে তাহার সম্পত্তি ক্রোক হইবেক জানিয়া, যদু ঐ কর্জ্জা টাকা পায় ও তাহার ক্ষতি হয় এই নিমিত্তে আনন্দ আপনার সম্পত্তি নষ্ট করে। আনন্দ অপকার করে।

[চ] আনন্দ জাহাজের বিমা করাইয়া, ঐ বিমা করণিয়ারদের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ জাহাজ যাহাতে মারা পড়ে এমত কর্ম্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক করে। আনন্দ অপকার করে।

[ছ] যদু জাহাজস্থিত মালের জমিনীতে টাকা কর্জ্জ দিয়াছে। আনন্দ তাহার ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ জাহাজ যাহাতে মারা পড়ে এমত কর্ম্ম করে। আনন্দ অপকার করে।

[জ] আনন্দ ও যদু এই জনের এক ঘোড়া আছে। যদুর অন্যায়মতে ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দ ঐ ঘোড়াকে গুলি করে। আনন্দ অপকার করে।

[ঝ] যদুর শস্য নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ও নষ্ট হইতে পারিবেক জানিয়া, আনন্দ তাহার ক্ষেত্রের মধ্যে গরু প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। আনন্দ অপকার করে।

[অপকার করিবার দণ্ডের কথা।]

৪২৬ ধারা। যে কেহ অপকার করে, সে তিন মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐউভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(অপকার করিয়া ৫০ টাকার অপচয় করিবার কথা।)

৪২৭ ধারা। যদি কেহ অপকার করিয়া তদ্দ্বারা ৫০ টাকার কি তাহার অধিক ক্ষতি কি অপচয় করায়, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(দশটাকা মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা কিকোন অঙ্গহীন করিয়া অপকার করিবারকথা।)

৪২৮ ধারা। যদি কেহ দশ টাকা কি তাহার অধিক মূল্যের কোন জন্তুকে কি জন্তুদিগকে হত্যা করিয়া কি বিষখাওয়াইয়া কি কোন অঙ্গহীন করিয়া কি অকর্ম্মণ্য করিয়া

অপকার করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(৫০ টাকা মূল্যের বলদাদিকে কি কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি কোন অঙ্গহীন করিয়া অপকার করিবার কথা।)

৪২৯ ধারা। কোন হাতির কি উটের কি ঘোড়ার কি খচ্চরের কি মহিষের কি ষাঁড়ের কি গরুর কি বলদের যে কোন মূল্য হউক, যদি কেহ তাহাকে, কিম্বা পঞ্চাশ টাকা কি তাহার অধিক মূল্যের অন্য কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি তাহার কোন অঙ্গহীন করিয়া কি তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করে, তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(জল সেঁচিবার নিমিত্তে প্রস্তুত কোন কার্য্যের হানি করিয়া কিম্বা জল অন্যায় মতে অন্য দিগে চালাইয়া অপকার করিবার কথা।)

৪৩০ ধারা। ক্ষেত্রের কার্য্যের নিমিত্তে, কিম্বা মনুষ্যেরদের কি যে গ্রাম্য পশু মনুষ্যেরদের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হয় সেই পশুর আহারের কি পানের নিমিত্তে, কিম্বা স্নানাদির জন্যে, কি কোন শিল্পকর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে যে জল থাকে, সেই জল যাহাতে স্বল্প হয় কি যাহাতে স্বল্প হইবার সম্ভাবনার জ্ঞান হয় এমত কার্য্য যদি কেহ করিয়া অপকার করে, তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজপথের কি সাঁকোর কি নদীর হানি করিয়া অপকার করিবার কথা।)

৪৩১ ধারা। কোন রাজপথ কি সাঁকো, কি নৌকাদির গমনোপযুক্ত নদী কি খাল কি নালা দিয়া যাহাতে লোকেরদের গমনাগমন কি দ্রব্যাদি চালান হইতে না পারে কিম্বা পূর্ব্বমত নিরাপদে গমনাগমন কি চালান হইতে না পারে কি না পারিবার সম্ভাবনার জ্ঞান হয় এমত কোন কার্য্য করিয়া যদি কেহ অপকার করে, তবে সে পাঁচ বৎরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(যাহাতে অপচয় হয় এমত বন্যা করাইয়া কি সরকারী নরদমা অববোধ করাইয়া অপকার করিবার কথা।)

৪৩২ ধারা। যে ক্রিয়াদ্বারা হানি কি অপচয়সংযুক্ত বন্যা হয় কি রাজকীয় কোন জলপথ বদ্ধ হয় কি হইবার সম্ভাবনার জ্ঞান হয় এমত ক্রিয়া যদি কোন ব্যক্তি করিয়া অপকার করে, তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর করিয়া কি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প কর্ম্মণ্য করিয়া কিম্বা মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করিবার কথা।)

৪৩৩ ধারা। কোন দীপগৃহ কিম্বা সমুদ্রেতে নিশানীর মত ব্যবহার্য্য অন্য আলো কিম্বা সমুদ্রেতে নাবিকেরদের পথ দেখাইবার কোন নিশানী কি বয়া কি অন্য দ্রব্য নষ্ট করিয়া কি স্থানান্তর করিয়া, কিম্বা তদ্রূপ কোন দীপগৃহ কি জলের নিশানী কি

ঘয়া কি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য দ্রব্য যাহাতে নাবিকেরদের পথ দেখাইবার জন্যে পূর্ব্বমত উপযুক্ত না হয় এমত কোন কর্ম্ম যদি কেহ করিয়া অপকার করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(রাজকীয় কার্য্যকারক ভূমির সীমার চিহ্ন দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তর করিবার কথা।)

৪৩৪ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞামতে ভূমির সীমার নিমিত্ত যে কোন চিহ্ন স্থাপন করা যায় তাহা যদি কেহ নষ্ট করিয়া কি স্থানান্তর করিয়া কিম্বা জমীর সীমার সেই চিহ্ন যাহাতে তাদৃশ কর্ম্মণ্য না হয় এমত কোন কার্য্য করিয়া অপকার করে তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(অগ্নির দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা ১০০ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করিবার কথা।)

৪৩৫ ধারা। যদি কেহ এক শত টাকার কি তাহার অধিক মূল্যের কোন সম্পত্তির অপচয় করাইবার অভিপ্রায়ে কি অপচয় হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, অগ্নির দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্যের দ্বারা অপকার করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(ঘরপ্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করিবার কথা।)

৪৩৬ ধারা। ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত যে গৃহ সাধারণরূপে ব্যবহৃত হয়, কি যাহাতে মনুষ্য বাস করে, কি দ্রব্যাদি রাখা যায়, এমত কোন গৃহ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ অগ্নির দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্যের দ্বারা অপকার করে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

(তুতকযুক্ত কিম্বা ২০ টন বোঝাইধারি নৌকাদি নষ্ট করিবার কিম্বা তাহাতে চড়িবার সঙ্কট জন্মাইবার অভিপ্রায়ে অপকার করিবার কথা।)

৪৩৭ ধারা। যে নৌকাদির তুতক থাকে, কিম্বা যে নৌকাদিতে বিশ টন কি তাহার অধিক বোঝাই ধরে, এমত নৌকাদি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা তাহাতে যাইবার সঙ্কট জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা যে কার্য্যেতে তাহা নষ্ট হইবার কিম্বা তাহাতে যাইতে সঙ্কট হইবার সম্ভাবনা জানে এমত কার্য্য করিয়া যদি কেহ ঐ নৌকাদির অপকার করে, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(উক্ত ধারার লিখিত অপকার যদি অগ্নির দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া

জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা করা যায় তবে তাহার দণ্ডের কথা।)

৪৩৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত ধারাতে যে অপকারের কথা লেখা আছে, তাহা যদি কেহ অগ্নির দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা করে, কি করিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক নৌকাদি চড়ায় কিডাঙ্গায় ঠেকাইবারকথা।)

৪৩৯ ধারা। কোন নৌকাদিতে যে কোন দ্রব্য বোঝাই থাকে তাহা চুরী করিবার কিম্বা শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহা চুরী করা যায় কি অবিহিতরূপে ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে, যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক সেই নৌকাদি চড়াতে কি ডাঙ্গায় ঠেকায়, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(প্রাণনাশের কি পীড়া দিবার উপায় করিয়া অপকার করিবার কথা।)

৪৪০ ধারা। যাহাতে কোন ব্যক্তির মরণ কি পীড়া কি অন্যায়মতে অবরোধ হয়, কিম্বা মরণের কি পীড়ার কি অন্যায়মতে অবরোধ হইবার ভয় জন্মে, এমত কার্য্যের উপায় প্রথমে করিয়া যদি কেহ অপকার করে, তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতেপারিবেক ইতি।

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের কথা।

(অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের অর্থের কথা।)

৪৪১ ধারা। যদি কেহ অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তাহাকে ভয় প্রদর্শন কি তাহার অপমান করিবার কি তাহাকে ক্লেশ দিবার অভিপ্রায়ে তাহার ঐ সম্পত্তির সীমানার মধ্যে গমন কি প্রবেশ করে, কিম্বা সেই সীমানায় আইনমতে গমন কি প্রবেশ করিয়াও যদি তদ্রূপ কোন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শন কি অপমান করিবার কি তাহাকে ক্লেশ দিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে বেআইনীমতে ঐ সম্পত্তিতে থাকে, তবে সে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করে এমত বলা যায়।

(পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা।)

৪৪২ ধারা। যে কোন ঘর কি তাম্বু কি নৌকাদি মনুষ্যের নিবাসের জন্যে কি ঈশ্বরের ভজনার নিমিত্তে কিম্বা কোন দ্রব্যাদি রাখিবার জন্যে ব্যবহার হয়, তাহাতে যদি কেহ প্রবেশ করিয়া কি থাকিয়া অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করে, তবে সে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ করে বলা যায়।

অর্থের কথা। যে জন অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করে তাহার শরীরের কোন অঙ্গ প্রবিষ্ট হইলেই, পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ হয় ইতি।

(লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা।)

৪৪৩ ধারা। যে ঘরে কি তম্বুতে কি নৌকাদিতে প্রবেশ করা যায়, তাহাতে ঐ

প্রবেশকারিকে প্রবেশ করিবারনিষেধ করিতে কিম্বাতাহা হইতেবাহির করিতে যাহার ক্ষমতা থাকে এমত ব্যক্তি হইতে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কার্য্য গুপ্ত রাখিবার উপায় করিয়া, যে কেহ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, সে লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ করে এমত বলা যায়।

(রাত্রিযোগে লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা।)

৪৪৪ ধারা। যে কেহ সূর্য্য অস্ত গমনের পর ও উদয় হইবার পূর্ব্বে লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে সে রাত্রিযোগে লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ করে " এমত বলা যায়।"

(দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশের কথা।)

৪৪৫ ধারা। পশ্চাৎ লিখিত ছয় প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকারে যদি কেহ ঘরে কি তাহার কোন ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশরূপ দোষ করে, কিম্বা যদি সেই ব্যক্তি কোন অপরাধ করিবার জন্যে ঐ ঘরে কি তাহার কোন ভাগে অবস্থিত হইয়া, কিম্বা ঘরে কোন অপরাধ করিয়া, ঐ ছয় প্রকারের কোন এক প্রকারে ঘর কি তাহার কোন ভাগহইতে বাহির হয়, তবে সে " দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশের দোষ " করে বলা যায়। ঐ ছয় প্রকার এই এই।

প্রথম। যদি পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার জন্যে আপনার কিম্বা ঐ গৃহে প্রবেশের কার্য্যেতে সাহায্যকারি কোন ব্যক্তির কৃত কোন পথ দিয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

দ্বিতীয়। ঐ প্রবেশকারী কি ঐ অপরাধের সহায় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ যে পথ মনুষ্যের যাতায়াতের পথরূপে না জানে এমত কোন পথ দিয়া যদি প্রবেশ করে কি বাহির হয়, কিম্বা কোন প্রাচীর কি গৃহাদি উল্লঙ্ঘন কি আরোহণ করিয়া যে পথ দিয়া যাওয়া যায় এমত পথ দিয়া যদি প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

তৃতীয়। গৃহে বাসকারী ব্যক্তি যে উপায়ে পথ মুক্ত করিবার কল্প করে নাই এমত কোন উপায়ে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি কিম্বা তৎকার্য্যের সহায় কোন ব্যক্তি যে পথ মুক্ত করে, এমত পথ দিয়া যদি সে প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

চতুর্থ। যদি সে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার জন্যে, কিম্বা তৎকার্য্য করিবার পরে বাহির হইবার জন্যে কোন তালা খুলিয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

পঞ্চম। যদি সে অপরাধভাবে বল প্রকাশ কিম্বা আক্রমণ করিয়া কিম্বা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবার ভয় দর্শাইয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

ষষ্ঠ। কাহার প্রবেশ না করিবার কি বাহিরে না যাইবার জন্য কোন পথ বন্ধ করা গিয়াছে, জানিয়াও আপনি কিম্বা পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কার্য্যের সহায় ব্যক্তি সেই রুদ্ধ পথ মুক্ত করিয়াছে জানিয়া, যদি সেই ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়,—তবে সে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশের অপরাধ করে।

অর্থের কথা।—কোন বাহির বাটী কিম্বা বসত বাটীর সীমাভুক্ত অন্য যে ঘর থাকে ঐ উভয় বাটীর মধ্যে যাতায়াতের অন্তর্গত পথ থাকিলে, তাহাও এই ধারার অর্থের মধ্যে ঐ ঘরের এক অংশ বলিয়া গণ্য হয়। উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুর ঘরের দেওয়ালে ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্রে হস্ত প্রবেশ করাইয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ।

(খ) আনন্দ জাহাজের দুই তুতকের মধ্যে যে ছিদ্র থাকে তাহাকে ছামাগুড়ী দিয়া গিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ করে ইহা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ।

(গ) আনন্দ জানালা দিয়া যদুর গৃহে প্রবেশ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা দোষ ভাবে পরগৃহ প্রবেশ।

(ঘ) যদুর ঘরের দ্বার বন্দ। আনন্দ দ্বার মুক্ত করিয়া ঐ গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে ইহা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ।

(চ) যদুর ঘরের দ্বারে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া আনন্দ শিক দ্বারা হুড়কা খুলিয়া ঐ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ।

(ছ) যদু আপন ঘরের দ্বারের চাবি হারাইয়াছে। আনন্দ সেই চাবি কোন স্থানে পাইয়া তদ্দ্বারা দ্বার খুলিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা দোষ ভাবে গৃহ প্রবেশ।

(জ) যদু আপন ঘরের দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। আনন্দ তাহাকে ভূমিনিক্ষিপ্ত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ।

(ঝ) ঈশানের দ্বারপাল যদু তাহার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান আছে। আনন্দ গৃহে প্রবেশ করিতে চাহে, দ্বারপাল তাহার বাধা না দেয় এই কারণে আঘাত করিবার ভয় দেখাইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ।

(রাত্রিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশের কথা।)

৪৪৬ ধারা। যদি কেহ সূর্য্য অস্ত হইবার পরও উদয় হইবার পূর্ব্বে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করে, তবে সে রাত্রিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করে বলা যায়।

(অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের দণ্ডের কথা।)

৪৪৭ ধারা। যদি কেহ অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করে, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি

(পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দণ্ডের কথা।)

৪৪৮ ধারা। যদি কেহ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক সহস্রটাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের কথা।)

৪৪৯ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবেক তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার কথা।)

৪৫০ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে, এমত অপরাধ করিবার জন্যে যদি কেহ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(যে অপরাধের জন্যে কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে এমত অপরাধ করিবার নিমিত্তে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার কথা।)

৪৫১ ধারা। যে অপরাধের জন্যে কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে, এমত অপরাধ করিবার নিমিত্তে যদি কেহ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। ও যদি চুরী করিবার কল্পনায় ঐ অপরাধ করে, তবে কয়েদ হইবার কাল সাত বৎসরপর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারিবেক ইতি।

(কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার কথা।)

৪৫২ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে পীড়া দিবার কিম্বা কাহার উপর আক্রমণ করিবার, কিম্বা কাহাকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিবার, কিম্বা কাহার পীড়া পাইবার কি কাহার প্রতি আক্রমণ হইবার কিম্বা কাহার অন্যায়মতে অবরোধ হইবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া, পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশের দণ্ডের কথা।)

৪৫৩ ধারা। যদি কেহ লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশের অপরাধ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(যে অপরাধের জন্যে কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার নিমিত্তে লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করিবার কথা।)

৪৫৪ ধারা। যে অপরাধের জন্যে কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে, এমত কোন অপরাধ

করিবার নিমিত্তে যদি কেহ লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করে, তবে ঐ ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। ও যদি চুরী করিবার অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধ করে তবে কয়েদ হইবার কাল দশ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারিবেক ইতি।

(কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়া লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করিবার কথা।)

৪৫৫ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ করিবার কি কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার, কিম্বা কোন ব্যক্তির পীড়া পাইবার কি কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ হইবার কি তাহার অন্যায়মতে অবরোধ হইবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া, লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(রাত্রিযোগে লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশের দণ্ডের কথা।)

৪৫৬ ধারা। যে কেহ রাত্রিযোগে লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(যে অপরাধে কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার জন্যে রাত্রিযোগে লুকায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করিবার কথা।)

৪৫৭ ধারা। যে অপরাধের জন্যে কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে এমত কোন অপরাধ করিবার নিমিত্তে, যদি কেহ রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করে, তবে ঐ ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। ও যদি চুরী করিবার অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধ করা হয়, তবে কয়েদ হইবার কাল চৌদ্দ বৎসরপর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারিবেক ইতি।

(কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করণের কথা।)

৪৫৮ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার, কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ করিবার, কি কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার, অথবা কোন ব্যক্তির পীড়া কি তাহার প্রতি আক্রমণ কি তাহার অন্যায়মতে অবরোধ হইবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া, রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে কি রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করে, তবে সে চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশকরণ কালে গুরুতর পীড়া দিবার কথা।)

৪৫৯ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি লুক্কায়িতরূপে পরগৃহ অনধিকার প্রবেশ কিম্বা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করণকালে কাহাকে গুরুতর পীড়া দেয় কিম্বা কাহার প্রাণনাশ করিতে কি গুরুতর পীড়া দিতে উদ্যত হয়, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ প্রভৃতি দোষে মিলিত ব্যক্তিরদের মধ্যে এক জন কাহার প্রাণ নাশ করিলে কিম্বা গুরুতর পীড়া জন্মাইলে তাহারদের সকলের দণ্ড হইবার কথা।)

৪৬০ ধারা। রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করণকালে উক্ত অপরাধের দোষী কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহার প্রাণ নাশ করে কি গুরুতর পীড়া জন্মায় কিম্বা প্রাণ নাশ করিতে কি গুরুতর পীড়া দিতে উদ্যত হয়, তবে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপের পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করিবার ঐ অপরাধ যে সকল ব্যক্তি মিলিত হইয়া করে, তাহারদের প্রত্যেক জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইবেক, কিম্বা তাহারা দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহারদের অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(বন্ধকরা যে বাক্স প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি থাকে কি আছে বোধ হয় তাহা শঠতাপূর্ব্বক ভগ্ন করিলে তাহার কথা।)

৪৬১ ধারা। বন্ধকরা কোন আধারে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকিতে পারে বোধ করিয়া, যে কেহ শঠতাক্রমে কিম্বা অপকার করিবার অভিপ্রায়ে তাহা ভগ্ন করে কি তাহা খুলে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(যাহার জিম্মা করিয়া দেওয়া যায় এমত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত দোষ করিলে তাহার দণ্ডের কথা।)

৪৬২ ধারা। যদি বন্ধকরা কোন আধার কাহার জিম্মা করিয়া দেওয়া যায়, ও তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কিম্বা থাকিতে পারে বোধ করিয়া, যদি সেই ব্যক্তি তাহা খুলিবার অনুমতি না পাইয়া, শঠতাক্রমে কিম্বা অপকার করিবার অভিপ্রায়ে ঐ আধার ভগ্ন করে কিম্বা তাহা খুলিয়া ফেলে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

১৮ অধ্যায়।

দলীলদস্তাবেজ সম্পর্কীয় এবং শিল্প ব্যবসায়ির কি স্বামিত্ব সূচক চিহ্নসম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

(কৃত্রিম করণের কথা)

৪৬৩ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণের কি ব্যক্তিবিশেষের অপচয় কি হানি করিবার, কি কোন দাওয়ার কি স্বত্বের পোষকতা করিবার, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি ত্যাগ করাইবার, কিম্বা স্পষ্ট কি ভাবতঃ কোন চুক্তি করাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে, কি প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে কোন কৃত্রিম দলীল কিম্বা দলীলের অংশ প্রস্তুত করে, তবে সে কৃত্রিম অর্থাৎ জাল করণ দোষ করে ইতি।

(কৃত্রিম দলীল করিবার কথা।)

৪৬৪ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি নিম্ন লিখিত প্রকারের কর্ম্ম করে, তবে সে কৃত্রিম দলীল করে বলা যায়, অর্থাৎ

প্রথম। যাহার দ্বারা কি যাহার অনুমতিতে কোন দলীল প্রস্তুত হয় নাই ও সহী ও মোহর ও দস্তখৎ হয় নাই ইহা জ্ঞাত আছে, ও যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হয় নাই ও তাহাতে সহী ও মোহর ও দস্তখৎ হয় নাই ইহা অবগত আছে, সেই সময়ে সেই ব্যক্তির দ্বারা কি তাহার অনুমতিতে ঐ দলীল কি তাহার কোন অংশ প্রস্তুত করা গিয়াছিল ও তাহাতে সহী ও মোহর ও দস্তখৎ করা গিয়াছিল এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, যদি কেহ শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া কোন দলীল কি দলীলের কোন অংশ করে কি তাহাতে সহী কি মোহর কি দস্তখৎ করে, কিম্বা দলীলে দস্তখৎ হইবার কোন চিহ্ন করে, অথবা

দ্বিতীয়। যদি কেহ আপনি কোন দলীল করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিলে পর কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দস্তখৎ হইলে পর, আইনসিদ্ধ ক্ষমতাভিন্ন শঠতা কি প্রতারণাক্রমে ঐ দলীলের কোন গুরুতর অংশ রহিত করিয়া কি প্রকারান্তরে, ঐ ব্যক্তির জীবৎমান কি মরণান্তে, পরিবর্ত্তন করে, অথবা

তৃতীয়। কোন ব্যক্তি মনের বিকৃতি কি মত্ততাবস্থাপ্রযুক্ত কোন দলীলের মর্ম্ম কি তাহা যে রূপে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহা জানিতে পারে নাই, কিম্বা তাহার প্রতি বঞ্চনার কার্য্য হওয়াপ্রযুক্ত জানে নাই, ইহা অবগত হইয়া যদি কেহ শঠতাক্রমে কি প্রতারণাক্রমে সেই ব্যক্তিকে সেই দলীলে সহী কি মোহর কি দস্তখৎ করায় কিম্বা সেই দলীল পরিবর্ত্তন করায়—তবে ঐ সকল স্থলে ঐ ব্যক্তি কৃত্রিম দলীল করে।

উদাহরণ।

(ক) যদু বলরামের উপর ১০,০০০ টাকার মাতব্বরীর নিমিত্তে এক বরাৎচিঠি আনন্দের যোগ্য দেয়। আনন্দ বলরামকে প্রতারণা করিয়া, তাহার টাকা লইবার জন্যে ঐ ১০,০০০ অঙ্কেতে আর এক শূন্য বৃদ্ধি করিয়া ১০০,০০০ টাকা করে, যদু

১০০,০০০ টাকা লিখিয়াছিল বলরামের এমত বিশ্বাস হওয়া ঐ আনন্দের অভিপ্রায়। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(খ) যদুর কোন স্থাবর সম্পত্তি আনন্দ বলরামকে বিক্রয় করিয়া তাহার স্থানে মূল্যের টাকা লইবার অভিপ্রায়ে, ঐ আনন্দ আপনার নামে যদুর ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করণ পত্রস্বরূপ এক পত্রেতে যদুর অনুমতি বিনা যদুরমোহর বসায়। আনন্দ কৃত্রিমকরে।

(গ) বলরাম কোন মহাজনের উপর এক বরাৎ চিঠিতে সহী করে, কিন্তু তাহাতে টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখে নাই, ও যাহাকে টাকা দিতে হইবেক এমত কোন ব্যক্তির নামও নির্দ্দিষ্ট করে নাই, কেবল যাহার হাতে ঐ চিঠী থাকে তাহাকে টাকা দিতে হইবেক, এই কথা লেখে। আনন্দ সেই চিঠী কুড়িয়া পাইয়া প্রতারণা করিয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা লেখে। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(ঘ) বলরাম আনন্দের গোমাশ্তা। আনন্দ কোন ব্যাঙ্কের উপর এক বরাৎচিঠী বলরামের নামে লিখিয়া দেয়। তাহাতে টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখে নাই, কিন্তু বলরামকে বলে যে, অমুক২ লোকের পাওনা টাকা দিবার জন্যে দশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত তোমার যত প্রয়োজন হয় তাহা ঐ চিঠিতে লিখিয়া ব্যাঙ্ক হইতে লইতে পারিবা। বলরাম প্রতারণা করিয়া তাহাতে ২০,০০০ টাকা লেখে। বলরাম কৃত্রিম করে।

(চ) আনন্দ বলরামের অনুমতি না পাইয়া বলরামের যোগে একখানি হুণ্ডী আপনারি উপর লিখিয়া মনস্থ করে যে ঐ হুণ্ডী প্রকৃত বলিয়া কোন মহাজনের কাছে লইয়া ধরাট দিয়া এইক্ষণে টাকা লই পরে হুণ্ডীর মিয়াদ পূর্ণ হইলে ঐ টাকা দিব। এইস্থলে বলরামের মাতব্বরীতে ঐ হুণ্ডীর টাকা এইক্ষণে দেওয়া যাইতে পারে আনন্দ মহাজনকে বঞ্চনা করিয়া তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যে, ঐ হুণ্ডী প্রস্তুত করে। অতএব আনন্দ কৃত্রিম করণের অপরাধী হয়।

(ছ) যদুর উইলের মধ্যে এই কথা লেখা আছে "আমি আদেশ করি যে, আমার অবশিষ্ট সকল সম্পত্তি আনন্দ ও বলরাম ও চাঁদের মধ্যে সমানরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া যায়।" আনন্দ শঠতাপূর্ব্বক বলরামের নাম বিলুপ্ত করিয়া অবশিষ্ট সকল সম্পত্তি কেবল তাহাকে ও চাঁদকে দেওয়া গিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার মনস্থ করে। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(জ) আনন্দ এক কেতা কোম্পানির কাগজের পৃষ্ঠে এই কথা লেখে, "ইহার টাকা যদুকে কিম্বা তাহার আজ্ঞামতে অন্যকে দেও" ও তাহাতে দস্তখৎ করে। বলরাম শঠতাপূর্ব্বক ঐ কথা বিলুপ্ত করিয়া দেয়, কেবল আনন্দের দস্তখৎ মাত্র রাখে। তাহাতে ঐ টাকা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রাপ্তিযোগ্য না হইয়া সাধারণের প্রাপ্তিযোগ্য করে। এস্থলে বলরাম কৃত্রিম করিয়াছে।

(ঝ) আনন্দ কোন স্থাবর সম্পত্তি যদুকে বিক্রয় করিয়া হস্তান্তর করণপত্র লিখিয়া দিয়াছে। পরে সেই যদুকে প্রতারণা করিয়া ঐ সম্পত্তি লইবার অভিপ্রায়ে আনন্দ যে তারিখে সেই হস্তান্তরকরণ পত্র লিখিয়াছিল তাহার পূর্ব্বের ছয় মাসের তারিখ দিয়া সেই সম্পত্তির অন্য হস্তান্তরকরণপত্র লিখিয়া বলরামকে দেয়। ইহাতে তাহার

এই অভিপ্রায় যে যদুকে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পুর্ব্বে তাহা বলরামকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গিয়াছিল এমত বিশ্বাস জন্মায়। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(ট) যদু আপনার উইল করিতে বাঞ্ছা করিয়া আনন্দের দ্বারা তাহা লেখায়। যদু যে ব্যক্তিকে আপনার সম্পত্তি দিয়া যাইতে চাহে, আনন্দ জ্ঞান পূর্ব্বক তাহার নাম উইলেতে না লিখিয়া অন্য ব্যক্তির নাম লেখে, কিন্তু যদুকে বলে যে তুমি যেমন আদেশ করিয়াছ তদ্রূপ সকল লিখিয়াছি, তাহাতে যদু ঐ উইলেতে দস্তখৎ করে। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(ঠ) আনন্দ সচ্চরিত্রের লোক, কিন্তু অভাবনীয় দুরদৃষ্টক্রমে বিপদে পতিত হইয়াছে, এই মর্ম্মের এক পত্র আনন্দ আপনি লিখিয়া ঐ পত্রদ্বারা যদুপ্রভৃতির স্থানে টাকা লইবার আশয়ে, তাহাতে বলরামের অনুমতি না পাইয়া তাহার নাম দস্তখৎ করে এই স্থলে যদু আপনার কোন দ্রব্য দেয়, এই কারণে আনন্দ কৃত্রিম দলীল করিয়াছে। অতএব আনন্দ কৃত্রিম করিয়াছে।

(ড) আনন্দ আপনার সচ্চরিত্রের প্রশংসাপত্র আপনি লিখিয়া যদুর নিকটে কর্ম্ম পাইবার আশয়ে, বলরামের অনুমতি বিনা ঐ পত্রেতে বলরামের নাম সহী করে এই স্থলে যদুর নিকটে স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ তাহার কর্ম্ম হইবার অঙ্গীকার হয়, এমত প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যে আনন্দ কৃত্রিম প্রশংসাপত্র দ্বারা যদুকে প্রবঞ্চনা করিবার মনস্থ করে। ইহাতে আনন্দ কৃমিক করে।

১ অর্থের কথা। স্থলবিশেষে ব্যক্তি স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিলেও তাহাব কৃত্রিম করণ দোষ হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামে অন্য কোন ব্যক্তি হুণ্ডী দিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যে আনন্দ ঐ হুণ্ডীতে আপন নাম স্বাক্ষর করে, এস্থলে আনন্দ কৃত্রিম করে।

(খ) বলরাম কোন কাগজে যদুর নামে হুণ্ডী লেখে ও যদুর স্বীকার করা হুণ্ডীর মত বলরাম তাহা ব্যবহার করিতে পারে, এই কারণে আনন্দ কোন শাদা কাগজে "স্বীকৃত" এই কথা লিখিয়া তাহাতে যদুর নাম স্বাক্ষর করে। আনন্দ কৃত্রিম করণের দোষী হয় ও বলরাম, তাহা জানিয়া যদি আনন্দের অভিপ্রায়মতে ঐ কাগজে হুণ্ডী লিখিয়া দেয়, তবে বলরামও কৃত্রিম করণের দোষী হয়।

(গ) আনন্দ নামে কোন ব্যক্তির আজ্ঞামতে কোন হুণ্ডীর টাকা দেনা হয়। তাহা আনন্দ নামে অন্য ব্যক্তি কুড়িয়া পায়, ও প্রকৃত যে আনন্দের আজ্ঞামতে ঐ টাকা দেনা হয় সে ঐ হুণ্ডীর পৃষ্ঠের স্বাক্ষর কবিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ অন্য আনন্দ তাহাতে স্বাক্ষর করে। ঐ আনন্দ কৃত্রিম করে।

(ঘ) ডিক্রী জারীক্রমে বলরামের কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে আমন্দ তাহা ক্রয় করে। বলরাম যদুর সঙ্গে যোগ করিয়া ঐ সম্পত্তির অত্যল্প মালগুজারী নির্দ্ধারিত করে ও অনেক কালনিবন্ধে যদুর নামে পাট্টা করিয়া দেয়, ও ঐ সম্পত্তি যে দিবসে বিক্রয় হইয়াছিল তাহার ছয় মাস পূর্ব্বের তারিখ ঐ পাট্টাতে লিখিয়া দেয়, অভিপ্রায় এই যে আনন্দকে প্রতারণা করিয়া, এই সম্পত্তি ক্রোক হইবার পুর্ব্বে পাট্টা

দেওয়া গিয়াছিল, এমত বিশ্বাস জন্মায়। বলরাম ঐ পাট্টায় আপনি স্বাক্ষর করিয়াছে তথাপি অগ্রের তারিখ দেওয়াতে কৃত্রিম করিল।

(চ) আনন্দনামক এক জন ব্যবসায়ী। তাহার ঋণ পরিশোধাক্ষম হইবার উপক্রম হইয়াছে জানিয়া সে আপন লভ্যের নিমিত্তে ও মহাজনেরদিগকে প্রতারণা করিবার জন্যে আপনার কোন দ্রব্য বলরামের নিকটে রাখে। ও সেই কার্য্য অকৃত্রিম দেখাইবার জন্যে সে বলরামের স্থানে যে টাকা পাইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবেক এই মর্ম্মের এক স্বীকৃত পত্র লিখিয়া বলরামকে দেয়, এবং তাহা যে তারিখে লিখিয়া দিয়াছিল তাহার পূর্ব্বের কোন তারিখ তাহাতে দেয়। অভিপ্রায় এই যে ঋণ পরিশোধাক্ষম হইবার উপক্রম হওনের পূর্ব্বে ঐ স্বীকৃত পত্র লিখিয়া দেওয়া গিয়াছিল এমত বিশ্বাস হয়। আনন্দ এই ধারার প্রথম লক্ষণানুসারে কৃত্রিম করে।

২ অর্থের কথা।—প্রকৃত কোন ব্যক্তি দ্বারা কোন দলীল প্রস্তুত হইয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কল্পিত ব্যক্তির নামে কৃত্রিম দলীল করা, কিম্বা কোন ব্যক্তি জীবদ্দমানে দলীল করিয়া গিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মৃত ব্যক্তির নামে কৃত্রিম দলীল করা কৃত্রিমকরণ দোষ গণ্য হইতে পারে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ কল্পিত কোন ব্যক্তির নামে হুণ্ডী করে ও তাহার ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে ঐ কল্পিত ব্যক্তির নামে প্রতারণা করিয়া ঐ হুণ্ডী স্বীকার করে। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(কৃত্রিম করিবার দণ্ডের কথা।)

৪৬৫ ধারা। যে কেহ কৃত্রিম করে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

(আদালত সম্পর্কীয় কোন কাগজ কিম্বা জন্মপ্রভৃতির রেজিষ্টর কৃত্রিম করণের কথা।)

৪৬৬ ধারা। আদালত সম্পর্কীয় কোন কাগজ কি রুবকারীরূপে কথিত, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে ঐ কার্য্যকারকের রক্ষিত জন্মের কি খ্রীষ্টিয় জলসংস্কারের কি বিবাহের কি সমাধি অর্থাৎ কবর দেওনের রেজিষ্টররূপে কথিত কোন দলীল, কিম্বা যে কোন সর্টিফিকট কি দলীল রাজকীয় কার্য্যকারক আপন পদোপলক্ষে করিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়, কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কি তাহার জওয়াব করিবার কি তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করিবার কি দাওয়া স্বীকার করিবার ক্ষমতাপত্র, কি মোক্তারনামা যদি কেহ কৃত্রিম করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(মূল্যবান নিদর্শনপত্র কিম্বা গৌণ বিভাগ পত্র অর্থাৎ উইল কৃত্রিম করিবার কথা।)

৪৬৭ ধারা। মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি গৌণ বিভাগ পত্র অর্থাৎ উইল, কি দত্তক পুত্র করিবার অনুমতিপত্ররূপে যাহা দৃষ্ট হয়, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র করিবার কি তাঁহা হস্তান্তর করিবার, কিম্বা সেই পত্রের নির্দ্দিষ্ট আসল

টাকা কি সুদ কি ডিবিডেণ্ড আদায় করিবার, কিম্বা কোন টাকা কি অস্থাবর দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র গ্রহণ করিবার কি সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপ্রদানেরপত্ররূপে যাহা দৃষ্ট হয়, কিম্বা ফারখৎ কি টাকা পাইবার রসীদ বলিয়া যাহা দৃষ্ট হয় এমত দলীল, কিম্বা কোন অস্থাবর দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র দাখিল হইবার ফারখৎ, কি রসীদ, যদি কেহ কৃত্রিম করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(বঞ্চনার নিমিত্তে কৃত্রিম করিবার কথা।)

৪৬৮ ধারা। কৃত্রিম দলীল দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা যায় এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ কৃত্রিম করে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করিবার জন্যে কৃত্রিম করণের কথা।)

৪৬৯ ধারা। কৃত্রিম দলীল দ্বারা কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি হয় এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই দলীল সেই কর্ম্মের নিমিত্তে ব্যবহার হইতে পারে এই জ্ঞানে, যদি কেহ কৃত্রিম করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(কৃত্রিম দলীল কাহাকে বলে তাহার কথা।)

৪৭০ ধারা। যে কোন দলীলের সমুদয় কি এক অংশ কৃত্রিম করণের দ্বারা প্রস্তুত করা যায় তাহা কৃত্রিম দলীল নামে কহা যায় ইতি।

(কৃত্রিম দলীল প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করিবার কথা।)

৪৭১ ধারা। যদি কেহ কোন দলীল কৃত্রিম জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া সেই দলীল প্রকৃত বলিয়া প্রতারণাক্রমে কি শঠতাভাবে ব্যবহার করে তবে আপনি সেইদলীল কৃত্রিম করিলে তাহার যে দণ্ড হইত সেই দণ্ডহইবেক ইতি।

(৪৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় যে কৃত্রিম করিবার অপরাধ তাহা করণের অভিপ্রায়ে কৃত্রিক মোহর পাট্টাপ্রভৃতি করিবার কি নিকটে রাখিবার কথা।)

৪৭২ ধারা। ৪৬৭ ধারামতে যে কৃত্রিম করণ দোষের দণ্ড হইতে পারে এমত কোন কৃত্রিম করিবার জন্যে ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে, যদি কেহ কোন মোহর কি পট্ট কি ছাপ দিবার অন্য যন্ত্র নির্ম্মাণ কি কৃত্রিম করে, কিম্বা সেই প্রকারের কোন মোহর কি পট্ট কি অন্য যন্ত্র কৃত্রিম জানিয়া সেই অভিপ্রায়ে আপনার নিকটে রাখে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(অন্য প্রকারে দণ্ডনীয় যে কৃত্রিম করিবার অপরাধ তাহা করণের অভিপ্রায়ে কৃত্রিম মোহর পট্টপ্রভৃতি করিবার কি নিকটে রাখিবার কথা।)

৪৭৩ ধারা। এই অধ্যায়ের ৪৬৭ ধারা ভিন্ন অন্য কোন ধারামতে যে কৃত্রিম করণ দোষের দণ্ড হইতে পারে এমত কোন কৃত্রিম করিবার জন্যে ব্যবহার হয় এই অভি-

প্রায়ে যদি কেহ কোন মোহর কি পট্ট কি ছাপ দিবার অন্য যন্ত্র নির্ম্মাণ কি কৃত্রিম করে, কিম্বা সেই প্রকারের কোন মোহর কি পট্ট কি অন্য যন্ত্র কৃত্রিম জানিয়া সেই অভিপ্রায়ে আপনার নিকটে রাখে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

(মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল কৃত্রিম করা জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে নিকটে রাখিবার কথা।)

৪৭৪ ধারা। কোন দলীল কৃত্রিম করা জানিয়া, প্রতারণামতে কি শঠতাভাবে প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার হয়, এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ সেই দলীল নিকটে রাখে তবে সেই দলীল ৪৬৬ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক। উক্ত দলীল যদি ৪৬৭ ধারার লিখিত প্রকারের হয়, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক কিম্বা সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করিবার কিম্বা যে দ্রব্যেতে ঐ কৃত্রিম করা চিহ্ন থাকে তাহা নিকটে রাখিবার কথা।)

৪৭৫ ধারা। ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে কোন অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয়, তাহা যদি কেহ কাগজাদি কোন দ্রব্যেতে কি তাহার মূল বস্তুতে কৃত্রিম করে, ও ইহাতে যদি তাহার এই অভিপ্রায় থাকে যে সেই দ্রব্যের উপর যে দলীল কৃত্রিম করা গিয়াছে কিম্বা পরে কৃত্রিম করা যাইবেক তাহা প্রকৃত দেখাইবার জন্যে সেই অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয়, কিম্বা যে দ্রব্যেতে কি যে দ্রব্যের মূল বস্তুতে তদ্রূপ কোন অঙ্ক কি চিহ্ন কৃত্রিম হইয়াছে এমত কোন দ্রব্য যদি কেহ সেই অভিপ্রায়ে আপনার নিকটে রাখে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল ভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করিবার কিম্বা যে দ্রব্যেতে ঐ কৃত্রিম করা চিহ্ন থাকে তাহা নিকটে রাখিবার দণ্ডের কথা।)

৪৭৬ ধারা। ৪৬৭ ধারার লিখিত দলীল ভিন্ন অন্য কোন দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে কোন অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয়, তাহা যদি কেহ কাগজাদি কোন দ্রব্যেতে কি তাহার মূল বস্তুতে কৃত্রিম করে, ও ইহাতে যদি তাহার এই অভিপ্রায় থাকে যে, সেই দ্রব্যের উপর যে দলীল কৃত্রিম করা গিয়াছে কিম্বা পরে কৃত্রিম করা যাইবেক তাহা প্রকৃত দেখাইবার জন্যে সেই অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয়, কিম্বা যে দ্রব্যেতে কি যে দ্রব্যের মূল বস্তুতে তদ্রূপ কোন অঙ্ক কি চিহ্ন কৃত্রিম হইয়াছে এমত কোন দ্রব্য যদি কেহ সেই অভিপ্রায়ে আপনার নিকটে রাখে, তবে সে সাত বৎসরের

অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(উইল প্রতারণা করিয়া রহিত কি নষ্টপ্রভৃতি করণের কথা।)

৪৭৭ ধারা। উইল কিম্বা দত্তক পুত্রগ্রহণ করিবার অনুমতিপত্র কিম্বা কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র, কিম্বা উইলপ্রভৃতি বলিয়া যাহা দৃষ্ট হয় এমত কোন দলীল যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া কিম্বা শঠতাক্রমে কিম্বা সর্ব্ব সাধারণের কি ব্যক্তি-বিশেষের হানি কি অপচয় করিবার অভিপ্রায়ে অসিদ্ধ কি নষ্ট কি বিকৃত করে, কিম্বা অসিদ্ধ কি নষ্ট কি বিকৃত করিতে উদ্যোগ করে, কিম্বা গোপন করে কি গোপন করিতে উদ্যোগ করে, কিম্বা সেই দলীলের সম্পর্কে অপকার করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক, কিম্বা সে সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

ব্যবসায়ির এবং স্বামিত্বের চিহ্নের কথা।

(ব্যবসায়ির চিহ্নের কথা।)

৪৭৮ ধারা। কোন বাণিজ্যবস্তু বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা বিশেষ কোন সময়ে কি স্থানে প্রস্তুত কি নির্ম্মিত হইয়াছে কিম্বা সেই বস্তুর বিশেষ গুণ আছে ইহার বোধক যে চিহ্ন দেওয়া যায় তাহা ব্যবসায়ির চিহ্ন বলে ইতি।

[স্বামিত্বের চিহ্নের কথা।]

৪৭৯ ধারা। কোন অস্থাবর দ্রব্য কোন বিশেষ ব্যক্তির আছে ইহার জ্ঞাপক যে চিহ্ন তাহাকে স্বামিত্বের চিহ্ন বলে ইতি।

[ব্যবসায়ির কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণের কথা।]

৪৮০ ধারা। যদি কেহ কোন বাণিজ্য দ্রব্যে চিহ্ন দেয় কি ঐ দ্রব্যের কোন বাক্সে কি বস্তুতে কি অন্য আধারে চিহ্ন দেয়, কিম্বা যে বাক্সে কি বস্তাতে কি অন্য আধারে কোন চিহ্ন থাকে তাহা যদি কেহ ব্যবহার করে, ও সেই প্রকারে চিহ্ন করা বস্তু কিম্বা সেই প্রকারে চিহ্ন করা কোন বাক্সেতে কি বস্তাতে কি আধার যে বস্তু থাকে তাহা, যাহার প্রস্তুত কি নির্ম্মিত নহে এমত কোন ব্যক্তির প্রস্তুত কি নির্ম্মিত বস্তু, কিম্বা যে সময়ে কি যে স্থানে তাহা প্রস্তুত কি নির্ম্মিত হয় নাই এমত সময়ে কি স্থানে প্রস্তুত কি নির্ম্মিত হইয়াছে, ও তাহার বিশেষ নাই এমত গুণ আছে, এই বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে যদি ঐ চিহ্ন দিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি ব্যবসায়ির কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করে বলা যায় ইতি।

[স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহারের কথা।]

৪৮১ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অস্থাবর কোন দ্রব্যেতে কি বাণিজ্য দ্রব্যে চিহ্ন দেয়, কিম্বা অস্থাবর দ্রব্য কি বাণিজ্য দ্রব্য যাহাতে থাকে এমত কোন বাক্সে কি বস্তাতে কি অন্য ধারাতে কোন চিহ্ন দেয়, কিম্বা যাহাতে কোন চিহ্ন থাকে এমত কোন বাক্স কি বস্তা কি অন্য আধার ব্যবহার করে, ও সেই প্রকারের চিহ্ন দেওয়া ঐ দ্রব্য কি বাণিজ্য দ্রব্য, কিম্বা সেই প্রকারের চিহ্ন দেওয়া কোন বাক্সে কি বস্তায় কি অন্য

আধারে যে দ্রব্য কি বাণিজ্য দ্রব্য থাকে তাহা প্রকৃত স্বামিভিন্ন অন্য ব্যক্তির হয় এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে যদি ঐ চিহ্ন দিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করে বলা যায় ইতি।

(কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানি করিবার জন্যে ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করিবার দণ্ডের কথা।]

৪৮২ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানি করিবার জন্যে ব্যবসায়ির কোন কৃত্রিম চিহ্ন কি স্বামিত্বের কোন কৃত্রিক চিহ্ন ব্যবহার করে, তবে সে ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের যে চিহ্ন ব্যবহার করে তাহা অন্য ব্যক্তি অপচয় কি হানি করিবার অভিপ্রায়ে কৃত্রিম করিলে তাহার কথা।)

৪৮৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের যে চিহ্ন ব্যবহার করে, তাহা যদি অন্য কেহ সাধারণ লোকেরদের কি ব্যক্তিবিশেষের অপচয় কি হানি করিবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত্রিম করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

[রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন ব্যবহার করেন কিম্বা কোন দ্রব্যের প্রস্তুত করণের স্থানাদি ও গুণপ্রভৃতি জানাইবার যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা কৃত্রিম করিবার কথা।

৪৮৪ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, কিম্বা কোন দ্রব্য কোন ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা সময় কি স্থান বিশেষের নির্ম্মিত, কিম্বা সেই দ্রব্যের বিশেষ গুণ আছে, কিম্বা তাহা কোন বিশেষ রাজকীয় কার্য্যস্থলে গ্রাহ্য হইয়াছে, কিম্বা কোন বিশেষ মাসুলাদি হইতে মুক্ত হইতে পারিবেক, ইহা দর্শাইবার জন্যে রাজকীয় কর্য্যকারক যে কোন চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা যদি কেহ সাধারণ লোকেরদের কি ব্যক্তি বিশেষের অপচয় কি হানি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত্রিম করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন চিহ্ন কৃত্রিম জানিয়া যদি প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকালপর্য্য কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

[সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ির চিহ্ন কৃত্রিম করিবার জন্যে কোন ছেনি কি পট্ট কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করিবার কি নিকটে রাখিবার কথা।]

৪৮৫ ধারা। যদি কেহ কোন সাধারণ কি বিশেষ ব্যক্তির ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করিবার জন্যে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে ঐ রূপ চিহ্ন প্রস্তুত করিবার কি কৃত্রিম করিবার কোন ছেনি কি পট্ট কি অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করে কি নিকটে রাখে, কিম্বা কোন বাণিজ্য দ্রব্য কি মহাজনী দ্রব্য যে ব্যক্তির কি যে কুঠীর দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই এমত কোন বিশেষ ব্যক্তির কি কুঠীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে কি প্রস্তুত হইয়াছে,

কিম্বা যে সময়ে কিংস্থানে নির্ম্মিত হয় নাই সেই সময়ে কি স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা ঐ দ্রব্যের যে বিশেষগুণ না থাকে তাহার সেই গুণ আছে, কিম্বা যে ব্যক্তির ঐ দ্রব্য নহে তাহারি সেই দ্রব্য ইহা জ্ঞাপনের নিমিত্তে ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ সেইরূপ কোন ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের চিহ্ন নিকটে রাখে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(যে দ্রব্যের উপর ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন থাকে তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক বিক্রয় করিবার কথা।)

৪৮৬ ধারা। সাধারণ কি বিশেষ ব্যক্তির ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন কোন দ্রব্যেতে দেওয়া গিয়াছে কি তাহার উপর অঙ্কিত হইয়াছে, কিম্বা ঐ দ্রব্য যে কোন বাক্সেতে কি বস্তাতে কি আধারে বদ্ধ করা গিয়াছে কি রাখা গিয়াছে তাহার উপর ঐ কৃত্রিম চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে, ও সেই চিহ্ন কৃত্রিম কি কল্পিত জানিয়া অথবা ঐ চিহ্নের দ্বারা কোন বাণিজ্য দ্রব্য কি মহাজনী দ্রব্য যাহার কি যে সময়ের কি স্থানের প্রস্তুত কি নির্ম্মিত হওয়া বুঝায় সেই ব্যক্তিভিন্ন অন্য ব্যক্তির ও সেই সময় ও স্থানভিন্ন অন্য সময়ে ও স্থানে প্রস্তুত কোন বাণিজ্য দ্রব্য কি মহাজনী দ্রব্যের উপর ঐ চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে কি অঙ্কিত হইয়াছে জানিয়া, কিম্বা ঐ দ্রব্যের যে গুণ ঐ চিহ্নেতে বোধ হয় তাহার সেই গুণ নাই জানিয়া, কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কিম্বা কোন ব্যক্তির হানি কি অপচয় করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ এমত কোন দ্রব্য বিক্রয় করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(যে বস্তাতে কি আধারে দ্রব্য থাকে তাহাতে প্রতারণা করিয়া কৃত্রিম চিহ্ন দিবার কথা।)

৪৮৭ ধারা। কোন বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য নাই সেই দ্রব্য আছে, কিম্বা যে দ্রব্য আছে সেই দ্রব্য নাই, কিম্বা ঐ বস্তাতে কি বাক্সে কি আধারে বাস্তবিক যে প্রকারের ও যে গুণের দ্রব্য আছে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের কি অন্য গুণের দ্রব্য আছে রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, যে বস্তাতে কি আধারে দ্রব্য থাকে তাহাতে যদি কেহ প্রতারণা করিয়া কোন কৃত্রিম চিহ্ন দেয়, তবে সে তিন বৎসারের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(তদ্রূপ কোন কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করিবার দণ্ডের কথা।)

৪৮৮ ধারা। যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের চিহ্ন কৃত্রিম জানিয়া পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করে তবে ইহার পূর্ব্বের লিখিতমতে তাহার দণ্ড হই বেক ইতি।

(হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্ন বিকৃত করিবার কথা।)

৪৮৯ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা কোন ব্যক্তির হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কোন স্বামিত্বের চিহ্ন উচ্ছিন্ন কি নষ্ট কি বিকৃত করে,

তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

---

১৯ অধ্যায়।

অপরাধ ভাবে চাকরীর চুক্তি ভঙ্গের বিধি।

(জলপথে কি স্থলপথে যাইবার কালে চাকরীর চুক্তি ভঙ্গের কথা।)

৪৯০ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে কি কোন দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে কি সঙ্গে লইতে কিম্বা জলপথে কি স্থলপথে যাইবার কালে কোন ব্যক্তির চাকরী করিতে, কিম্বা জলপথে কি স্থলপথে যাইবার সময়ে কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আইনমতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া, পীড়িত কি অত্যাচার গ্রস্ত না হইয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করিতে ক্রুটি করে, তবে সে এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দনামে এক জন পাল্কীর বেহারা যদুকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্যে আইনমতের চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া, পথের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত গমন করিয়া পলায়ন করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(খ) আনন্দনামে এক জন বাহক যদুর মোট এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্যে আইনমতের চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া সেই মোট ফেলিয়া দেয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(গ) আনন্দের অনেক বলদ আছে, সে আপন বলদের দ্বারা কোন মহাজনের কিছু বাণিজ্য দ্রব্য এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্যে আইনমতের চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া সেই কর্ম্ম করিতে বেআইনীমতে ক্রুটি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(ঘ) আনন্দ আইনবিরুদ্ধমতে বলরাম নামক বাহক দ্বারা বলপূর্ব্বক আপনার মোট বহন করায়। বলরাম পথিমধ্যে মোট রাখিয়া পলায়ন করে। এই স্থলে বলরাম ঐ মোট বহিতে আইনমতে বদ্ধ ছিল না, অতএব তাহার কোন অপরাধ হয় না।

অর্থের কথা।—যাহার নিমিত্তে কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহারি সঙ্গে চুক্তি না হইলেও এই অপরাধ হইতে পারে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিবে সে কোন কাহার সঙ্গে স্পষ্টরূপে কিম্বা ভাবতঃ আইনমতের চুক্তি করিলেই ঐ চুক্তি ভঙ্গেতে তাহার ঐ অপরাধ হইতে পারিবেক।

উদাহরণ।

কোন ডাকগাড়ির কোম্পানির সঙ্গে আনন্দ এমত চুক্তি করে যে এক মাসপর্য্যন্ত আপন গাড়ি চালাইব। বলরাম কোন স্থানে যাইবার জন্যে ঐ কোম্পানির ডাকগাড়ি ভাড়া করে, তাহাতে আনন্দ যে গাড়ি চালায় সেই গাড়ি ঐ কোম্পানি ঐ মাসের মধ্যে বলরামকে দেয়। পথি মধ্যে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক গাড়ি ছাড়িয়া যায়। এই স্থলে যদিও

বলরামের সঙ্গে আনন্দ কোন চুক্তি করে নাই, তথাপি আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(অশক্তব্যক্তির সেবা করিবার ও তাহার প্রয়োজনীয় বিষয় দিবার চুক্তিভঙ্গের কথা।)

৪৯১ ধারা। অল্প বয়স, কিম্বা বিকৃত মন, কি রোগ, কি শারীরিক দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি অশক্ত হয়, কিম্বা আপনার নিরাপদে থাকার উপায় করিতে না পারে, কিম্বা আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহার সেবা করিতে কিম্বা সেই, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিতে যে কেহ আইনমতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া, তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, সে তিন মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার দুই শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(নিয়োগকর্ত্তার ব্যয়ে চাকরকে দূর স্থানে পাঠান গেলে যদি যেই স্থানে ঐ চাকর চুক্তি ভঙ্গ করে তাহার কথা।)

৪৯২ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশের কোন স্থানে কোন ব্যক্তির নিমিত্তে শিল্পকরের কি মিস্ত্রীপ্রভৃতি কর্ম্মকারের কি মজুরের কর্ম্ম করিতে আইনমতে চুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়া বদ্ধ হয়, ও সেই যুক্তিক্রমে যদি সেই নিয়োগকর্ত্তার ব্যয়ে সেই ব্যক্তি ঐ দেশে প্রেরিত হয় কি হইবার স্থির হয় পরে তাহাব সেই চুক্তির মিয়াদ থাকিতেও যদি সে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকরী পরিত্যাগ করে কিম্বা যে কর্ম্ম করিতে স্বীকার করিয়াছিল তাহা যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত কর্ম্ম হইলেও যদি সে উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে ঐ কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করে, তবে সে এক মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা সেই ব্যয়ের দ্বিগুণের অনধিক তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। কিন্তু যদি নিয়োগকর্ত্তা তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, কিম্বা ঐ চুক্তিক্রমে নিয়োগকর্ত্তার যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহা করিতে ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে তাহার সেই দণ্ড হইবেক ইতি।

---

২০ অধ্যায়।

বিবাহসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

(কোন পুরুষ বৈধ বিবাহ হইয়াছে এমত বিশ্বাস বঞ্চনাদ্বারা জন্মাইয়া স্ত্রীতে উপগত হইবার কথা।)

৪৯৩ ধারা। কোন স্ত্রীর সঙ্গে যে পুরুষ বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই, সেই পুরুষ যদি সেই স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হইয়াছে বঞ্চনাদ্বারা ঐ স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া, সেই বিশ্বাসে ঐ স্ত্রীকে আপনার সহিত সহবাস করায় কি তাহার সঙ্গে সংসর্গ করে, তবে সেই পুরুষ দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(স্বামির কি ভার্য্যার জীবিতকালে পুনশ্চ বিবাহের কথা।)

৪৯৪ ধারা। যে স্থলে স্বামি কি ভার্য্যা বর্ত্তমানে পুনশ্চ বিবাহ হইলে তাহা অসিদ্ধ হয়, এমত স্থলে যাহার স্বামী কি ভার্য্যা জীবিত থাকে সে পুনশ্চ বিবাহ করিলে, সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক।

বর্জ্জিত কথা।—কোন পুরুষের কি স্ত্রীর পূর্ব্ব বিবাহ উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্তৃক অসিদ্ধ প্রকাশ হইলে তাহার সম্বন্ধে এই ধারা খাটিবেক না। অথবা যদি কোন পুরুষ কি স্ত্রী ক্রমশঃ সাত বৎসরপর্য্যন্ত আপন স্ত্রী কি স্বামির নিকটে অনুপস্থিত থাকে ও সেই কালপর্য্যন্ত তাহার জীবিত থাকার কোন সম্বাদ না পায়, তবে এমত স্থলে পুর্ব্ব স্বামী কি স্ত্রী জীবিত থাকিলেও বিবাহ করিলে এই বিধি খাটিবে না, পরন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, ঐ দ্বিতীয়বার বিবাহ যে পুরুষ কি স্ত্রী করিবেক সে যাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করে তাহার নিকটে ঐ তাবৎ বৃত্তান্ত যেপর্য্যন্ত জানে তাহা যথার্থমতে প্রকাশ করে।

(যাহার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় তাহার স্থানে পূর্ব্ব বিবাহের বৃত্তান্ত গোপন রাখিয়া বিবাহ করিলে তাহার কথা।)

৪৯৫ ধারা। যাহার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ হইবেক তাহার নিকটে পূর্ব্ব বিবাহের কথা গোপন রাখিয়া যদি কেহ ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত অপরাধ করে তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(বিধিপূর্ব্বক বিবাহ না হইয়া প্রতারণাক্রমে বিবাহের অনুষ্ঠান করণের কথা।)

৪৯৬ ধারা। যদি কোন পুরুষ শঠতাভাবে কিম্বা প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে বিবাহের অনুষ্ঠান করে, অথচ ইহা জানে, যে তাহাতে বিধিপুর্ব্বক বিবাহ হয় না, তবে সেই পুরুষ সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবেক ইতি।

(পর স্ত্রী গমনের কথা।)

৪৯৭ ধারা। যদি কোন পুরুষ, স্বামির অনুমতি কি তাহার উপেক্ষা ব্যতিরেকে তাহার স্ত্রীতে উপগত হয়, ও সেই উপগত হওয়া যদি বলাৎকারের তুল্য অপরাধ না হয়, তবে সেই পুরুষের পরস্ত্রী গমনের অপরাধ হয়, ও সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। এমত স্থলে ঐ স্ত্রী সাহায্যকারিণীরূপে দণ্ডনীয় হইবেক না ইতি।

(অপরাধভাবে ভ্রান্তি জন্মাইয়া অন্যের পত্নীকে গ্রহণের কি হরণ করণের কি আটক করাইয়া রাখণের কথা।)

৪৯৮ ধারা। অন্যের পত্নী যে স্ত্রী ও যাহাকে অন্য পুরুষের পত্নী বলিয়া জানা যায় কি বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, এমত স্ত্রী অবৈধমতে কোন পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করে এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ তাহাকে আপন স্বামিহইতে কিম্বা স্বামির পক্ষে ঐ স্ত্রীর কোন রক্ষকহইতে হরণ করে কি প্রবৃত্তি জন্মাইয়া লয়, কিম্বা সেই অভিপ্রায়ে তদ্রূপ কোন স্ত্রীকে গোপনে রাখে কি আটক করিয়া রাখে, তবে সে দুই

বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

---

২১ অধ্যায়।

অপবাদের কথা।

(অপবাদের অর্থের কথা।)

৪৯৯ ধারা। কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহার কোন দোষারোপ হইলে ঐ ব্যক্তির সুখ্যাতির অনিষ্ট হইবে জানিয়া কিম্বা জানিবার কারণ প্রাপ্ত হইয়া, যদি কেহ বাক্যেতে কিম্বা পাঠ হইবার অভিপ্রায়ের কোন কথাতে কিম্বা ইঙ্গিতের কিম্বা দৃশ্য ছবিপ্রভৃতি কোন অনুরূপ দ্বারা, তাহার প্রতি দোষারোপ করে কি তাহা প্রকাশ করে, তবে সে ঐ ব্যক্তির অপবাদ করে বলা যায়। কিন্তু পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত কথার স্থলে অপবাদ বলা যায় না।

১ অর্থের কথা।—মৃত ব্যক্তির নামে দোষারোপ করিলে, যদি সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলে সেই দোষারোপেতে তাহার সুখ্যাতির অনিষ্ট হইত, ও যদি তাহাতে তাহার পরিবারের কি অন্য নিকট জ্ঞাতিবর্গের মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে সেই ব্যক্তি ঐ দোষারোপ করণেতে অপবাদ করিবার দোষী হইতে পারে।

২ অর্থের কথা।—কোন কোম্পানির কি সমাজের কি একত্রীভূত লোকেরদের উপর দোষারোপ করা গেলে অপবাদ করিবার দোষ হইতে পারে।

৩ অর্থের কথা।—দ্ব্যর্থকথাতে কি ব্যঙ্গোক্তিতে যে দোষারোপ হয় তাহাতে অপবাদ হইতে পারে।

৪ অর্থের কথা।—যদি দোষারোপ করণেতে অন্য লোকেরদের জ্ঞানে স্পষ্টরূপে কি ভাবক্রমে কোন ব্যক্তির সদাচারের প্রতি কলঙ্ক কি বুদ্ধির প্রতি দোষার্পণ না হয়, কিম্বা জাতি কি ব্যবসায়াদি সম্পর্কে সুখ্যাতির কলঙ্ক না হয়, কিম্বা তাহার মান্যতা খর্ব্ব না হয়, কিম্বা তাহার শরীর অতিঘৃণ্য অবস্থায় কিম্বা সাধারণমতে যাহা লজ্জাকর বোধ হয় এমত অবস্থায় থাকার বিশ্বাস না জন্মায়, তবে সেই দোষারোপ করণেতে তাহার সুখ্যাতির অনিষ্ট হয় এমত বলা যায় না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কহে, যদু অতি সজ্জন, সে কখন বলরামের ঘড়ী চুরী করে নাই। কিন্তু এই কথার ভাব এই, যদু বলরামের ঘড়ী চুরী করিয়াছে। অতএব এই কথা যদি বর্জ্জিত কথার মধ্যগত না হয় তবে অপবাদ বলা যায়।

(খ) কেহ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করে যে বলরামের ঘড়ী কে চুরী করিয়াছে। আনন্দ যদুর দিগে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যদু চুরী করিয়াছে, এমত বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে। এই বিষয় যদি বর্জ্জিত কথার মধ্যগত না হয় তবে অপবাদ বলা যায়।

(গ) আনন্দ ছবির লিখিয়া ইহা অনুসূচন করায় যে যদু বলরামের ঘড়ি লইয়া পলায়ন করিতেছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে যদু বলরামের ঘড়ি চুরী করিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মে। এই কার্য্য যদি বর্জ্জিত কথার মধ্যগত না হয় তবে অপবাদ বলা যায়।

(সর্ব্বসাধারণ লোকেরদের মঙ্গলের জন্যে যে সত্য কথা নির্দ্দিষ্ট কি প্রকাশ করা আবশ্যক তাহা অপবাদ না হইবার কথা।)

প্রথম বর্জ্জিত কথা। যদি সাধারণ লোকেরদের মঙ্গলের জন্যে কোন ব্যক্তির কোন

দোষ জানাইতে কি প্রকাশ করিতে হয়, তবে সেই ব্যক্তির সত্য যে দোষের কথা কহা যায় তাহাতে অপবাদ হয় না। কিন্তু তাহা সাধারণ লোকেরদের মঙ্গলের জন্যে হয় কি না হয় এই কথা বৃত্তান্তঘটিত।

(রাজকীয় পদে রাজকীয় কার্য্যকারকেরদের কর্ম্মের কথা।)

দ্বিতীয় বর্জ্জিত কথা।—রাজকীয় কার্য্যকারকের পদোপলক্ষে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে তাহার ব্যবহারের বিষয়ে, কিম্বা সেই কার্য্যের দ্বারা তাহার চরিত্র যেপর্য্যন্ত প্রকাশ হয় কেবল সেইপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে যে কোন মত সরলভাবে ব্যক্ত করা যায় তাহাতে অপবাদ করা হয় না।

(সাধারণ লোকেরদের ক্ষতি লাভ যাহাতে হয় তৎসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির ব্যবহারের কথা।

তৃতীয় বর্জ্জিত কথা।—সাধারণ লোকেরদের ক্ষতিলাভের কোন কথার সম্পর্কে কোন ব্যক্তির কর্ম্মবিষয়ে ও সেই কর্ম্মেতে তাহার চরিত্র যেপর্য্যন্ত প্রকাশ হয় কেবল সেইপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে যে কোনমত সরলভাবে ব্যক্তকরা যায় তাহাতে অপবাদ করা হয় না।

উদাহরণ।

সাধারণ লোকেরদের ক্ষতিলাভের কোন বিষয়ে যদু গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করে, কিম্বা সাধারণ লোকেরদের ক্ষতিলাভের কোন কার্য্যের নিমিত্তে সভা হইবার কোন আদেশ পত্রে স্বাক্ষর করে, কিম্বা সেই সভাতে সভাপতি হয় কি তাহাতে উপস্থিত থাকে, কিম্বা যে সভার কার্য্য চালাইবার জন্যে সাধারণ লোকেরদের সাহায্য প্রার্থনা হয় এমত কোন সভা করে কি ঐ সভাভুক্ত হয়, কিম্বা যে পদের কর্ম্ম উপযুক্তমতে নির্ব্বাহ করণেতে সাধারণ লোকেরদের ক্ষতিলাভ হয় এমত কোন পদে বিশেষ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে আপনার মত জানায়। যদুর এই সকল কর্ম্ম বিষয়ে আনন্দ সরলভাবে যে কোনমত প্রকাশ করে তাহাতে অপবাদ হয় না।

(আদালতের বিচার কার্য্যের রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা।)

চতুর্থ বর্জ্জিত কথা।—আদালতের বিচার কার্য্যের কিম্বা তদ্রূপ কোন কার্য্যের ফলের যে রিপোর্ট বস্তুতঃ সত্য হয়, তাহা প্রকাশ করা অপবাদ হয় না।

অর্থের কথা।—আদালতে কোন মোকদ্দমার বিচার হইবার পূর্ব্বে যে জুষ্টিস অফ দি পীস কি অন্য কার্য্যকারক কাছারীতে প্রকাশরূপে কোন কথা তদারক করেন তিনি উক্ত ধারার অর্থের অনুসারে আদালত রূপে গণ্য হন।

(আদালতে নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার দোষগুণ কিম্বা তাহাতে সাক্ষিরদের ও অন্য ব্যক্তিরদের ব্যবহারের কথা।)

পঞ্চম বর্জ্জিত কথা।—দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে যে কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার দোষগুণের বিষয়ে, কিম্বা তদ্রূপ কোন মোকদ্দমাতে বাদী প্রতিবাদী কি সাক্ষী কি মোক্তারস্বরূপ কোন ব্যক্তির ব্যবহারের বিষয়ে, কিম্বা সেই ব্যবহারে সেই ব্যক্তির চরিত্র যেপর্য্যন্ত প্রকাশ হয় কেবল সেইপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে, যে কোন মত সরলভাবে ব্যক্ত করা যায় তাহাতে অপবাদের দোষ হয় না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কহে, "ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে যদু এমন বিপরীতভাবে সাক্ষ্য দিয়াছিল যে সে অবশ্য মূর্খ কি শঠ।" এই কথা যদি আনন্দ সরলভাবে কহিয়া থাকে, তবে এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয়, যেহেতুক সাক্ষিরূপে যদুর ব্যবহার

কার্য্য দৃষ্ট হইল সেই কার্য্যেতে যদুর চরিত্রের বিষয়ে ঐ কথা ব্যক্ত হইয়াছে অন্য ভাবে নহে।

(খ) কিন্তু যদি আনন্দ এমত কহে "যদু কখন সত্য কথা কহে না তাহা জানি, অতএব ঐ মোকর্দ্দমার বিচারকালে যাহা করিয়াছে তাহার কোন কথার বিশ্বাস করি না" তবে আনন্দ এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয় না। যেহেতুক যদুর চরিত্রের যে কথা ব্যক্ত করে তাহা সাক্ষিস্বরূপ যদু যেকথা বলিয়াছিল তাহা ধরিয়া কহে না।

(সাধারণমতে প্রকাশিত কর্ম্মের দোষগুণের কথা।)

ষষ্ঠ বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করিয়া সাধারণের বিচারার্থে সমর্পণ করে, তবে তাহার গুণের বিষয়ে কিম্বা সেই কর্ম্মেতে ঐ কর্ত্তার চরিত্র যেপর্য্যন্ত প্রকাশ হয় কেবল সেইপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে যে কোনমত সরলভাবে ব্যক্ত করা যায় তাহাতে অপবাদের দোষ হয় না।

অর্থের কথা।—কোন কর্ম্ম সাধারণের বিচারার্থে স্পষ্টরূপে অর্পণ হইতে পারে, কিম্বা তাহা সাধারণের বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছে ইহা ঐ কর্ত্তার কোন কার্য্যদ্বারা ভাবেতে জানা যাইতে পারে। উদাহরণ।

(ক) যে কোন ব্যক্তি পুস্তক প্রকাশ করেন, তিনি সাধারণের বিচারার্থে ঐ পুস্তক সমর্পণ করেন।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি প্রকাশরূপে বক্তৃতা করেন, তবে তিনি সাধারণের বিচারার্থে ঐ বক্তৃতা সমর্পণ করেন।

(গ) কোন নাটক কি গায়ক সাধারণের সাক্ষাতে নাট্য ক্রিয়া কি গান করে, সে সাধারণের বিচারার্থে আপনার নাট্যক্রিয়া কি গান সমর্পণ করে।

(ঘ) যদু কোন পুস্তক প্রকাশ করে। আনন্দ বলে "যদুর সেই পুস্তকে অজ্ঞানতা প্রকাশ হয়, যদু অবশ্য নির্ব্বোধ হইবেক। যদুর পুস্তকে অতি নির্লজ্জভাব প্রকাশ হয়, যদু অতি কুমতির লোক হইবেক।" আনন্দ যদি এই কথা সরলভাবে বলে, তবে এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয়। যেহেতুক যদুর পুস্তকেতে তাঁহার যেপর্য্যন্ত দোষ প্রকাশ হয় কেবল সেইপর্য্যন্ত তাহার দোষের বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছে, অন্য ভাবে নহে।

(চ) কিন্তু যদি আনন্দ কহে, "যদুর পুস্তকেতে অজ্ঞানের ও নির্লজ্জভাবের কথা প্রকাশ হয় ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় না, যেহেতুক সে নির্ব্বোধ ও লম্পট তবে আনন্দ এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয় না, যেহেতুক যদুর দোষের যে কথা প্রকাশ করে, তাহা যদুর পুস্তকের কথা অবলম্বনপূর্ব্বক কহে না।

(অন্যের উপর আইনমতে যাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকে তাঁহার দ্বারা সরলভাবে অনুযোগের কথা।)

সপ্তম বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তির অন্য লোকের উপর আইনমতের অর্পিত ক্ষমতা কিম্বা সেই অন্যেরসঙ্গে আইনমতের যে চুক্তি করা হয় সেই চুক্তি অনুযায়ি ক্ষমতা থাকে তবে সেই আইনমতের ক্ষমতা যেং কার্য্যেতে সম্পার্ক রাখে সেইং কর্ম্মের বিষয়ে তিনি যদি সেই অন্য ব্যক্তির কর্ম্মের সম্পর্কে কোন অনুযোগ সরলভাবে করেন, তবে তাহাতে অপবাদের দোষ হয় না।

উদাহরণ।

বিচারকর্ত্তা সাক্ষির কিম্বা আদালতের কোন আমলার কর্ম্মের নিমিত্তে তাহার

দিগকে সরলভাবে অনুযোগ করেন। কিম্বা দপ্তরখানার প্রধান কর্ম্মকারক আপনার অধীন লোকেরদিগকে সরলভাবে অনুযোগ করেন। পিতা কি মাতা অন্য বালকের-দের সাক্ষাতে আপন বালককে সরলভাবে অনুযোগ করেন। শিক্ষক পিতা মাতা হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, ও তিনি অন্য ছাত্রেরদের সাক্ষাতে কোন এক ছাত্রকে সরল ভাবে অনুযোগ করেন। প্রভু চাকরের কর্ম্মের ত্রুটিপ্রযুক্ত সরলভাবে তাহাকে অনু-যোগ করেন। ব্যাঙ্কে খাজাঞ্চীস্বরূপে যে কর্ম্ম করে তাহার ঐ কর্ম্মসম্বন্ধে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ তাহাকে সরলভাবে অনুযোগ করেন। ইহারা সকলে বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হন।

(উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির নিকটে সরলভাবে নালিশের কথা।)

অষ্টম বর্জ্জিত কথা।—যাহার উপর কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে আইনমতের [illegible] তাহার নামে সেই বিষয় লইয়া সেই ব্যক্তির নিকটে সরলভাবে যে [illegible] তাহাতে অপবাদের দোষ হয় না।

উদাহরণ।

[illegible] সরলভাবে যদুর নামে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে অপবাদ করে, কিম্বা আনন্দ যদি সরলভাবে যদু নামক এক জন চাকরের কর্ম্মের বিষয়ে যদুর প্রভুর নিকটে নালিশ করে, অথবা আনন্দ যদি সরলভাবে যদুনামক এক বালকের কোন কার্য্যের বিষয়ে যদুর পিতার নিকটে নালিশ করে, তবে আনন্দ এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয়।

(কোন ব্যক্তি আপন লাভ সম্পর্ক রক্ষা করিবার জন্যে সরলভাবে যে দোষ আরোপ করে তাহার কথা।)

নবম বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তি আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির কি সর্ব্ব-সাধারণের লাভ সম্পর্ক রক্ষার্থে সরলভাবে অন্য লোকের চরিত্রের দোষ আরোপ করে তবে তাহাতে অপবাদের দোষ হয় না।

উদাহরণ।

আনন্দ নামে একজন দোকানদার, বলরাম তাহার প্রধানকর্ম্মকারক। আনন্দ বলরামকে কহে "যদু তোমাকে নগদ টাকা না দিলে তাহাকে কিছু বিক্রয় করিও না যেহেতুক সে সজ্জন নহে" আনন্দ যদি আপন লাভ সম্পর্ক রক্ষার জন্যে যদুর উপর এইরূপ দোষারোপ করে তবে তাহা এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয়।

(খ) মাজিস্ট্রেট সাহেব আপনার উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে যে রি-পোর্ট করেন তাহাতে যদুর নামে দোষারোপ করেন। যদি সরলভাবে ও সর্ব্বসাধার-ণের হিতার্থে ঐ দোষারোপ করিয়া থাকেন। তবে তিনি এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হন।

(ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্তে সতর্ক করিবার কথা।)

দশম বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তি অন্য লোকের মঙ্গলের নিমিত্তে কিম্বা যে ব্যক্তির সঙ্গে ঐ অন্য লোকের সম্পর্ক থাকে তাহার কিম্বা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্তে, তাহাকে অন্য কোন ব্যক্তির বিপক্ষে সরলভাবে সতর্ক করিবার কথা কহে, তবে তাহাতে অপবাদের দোষ হয় না। ইতি।

(অপবাদের দণ্ডের কথা।)

[illegible] ধারা। যদি কেহ অন্যের অপবাদ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিককাল-

কালপর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(যাহা অপবাদজনক জানা যায় এমত কোন বিষয় মুদ্রিত কি ক্ষোদিতকরিবার কথা।)

৫০১ ধারা। যদি কেহ কোন বিষয় মুদ্রিত কি ক্ষোদিত করে অথচ সেই বিষয়েতে কোন লোকের অপবাদ হইবেক ইহা জানে, কিম্বা ইহা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ প্রাপ্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমত মুদ্রিত কি ক্ষোদিত বস্তু বিক্রয় করিবার কথা।)

৫০২ ধারা। যাহাতে অপবাদজনক কোন বিষয় থাকে ইহা জানিয়া যদি কেহ মুদ্রিত কি ক্ষোদিত কোন বস্তু বিক্রয় করে কি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করে তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

২২ অধ্যায়।

অপরাধ ভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।

(অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার কথা।)

৫০৩ ধারা। যদি কেহ অন্য লোকের ত্রাস জন্মাইবার জন্যে তাহার শারীরিক হানি কি তাহার সুখ্যাতির কি সম্পত্তির হানি করিবার, কিম্বা যাহার সুখ দুঃখেতে ঐ ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাহার সুখ্যাতির, কি সম্পত্তির হানি করিবার, ভয় দর্শায়, কিম্বা যে কর্ম্ম করিবার ভয় দর্শায় সেই কর্ম্ম না করে এই জন্যে যাহাকে ভয় দর্শায় তাহার যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয় তাহা করাইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা সে আইনমতে যে কর্ম্ম করিতে পারে তাহা না করে এই অভিপ্রায়ে, যদি ঐরূপ ভয় দর্শায় তবে সে অপরাধ ভাবে ভয় দর্শায়।

অর্থের কথা।—যাহাকে ভয় দর্শান যায় তাহার যে ব্যক্তির সুখদুঃখেতে সম্পর্ক থাকে সে মৃত হইলেও তাহার সুখ্যাতির হানি করিবার ভয় দর্শান এই ধারার মধ্যে গণ্য হয়।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে বলরাম দেওয়ানী মোকদ্দমা না করে এই কারণে আনন্দ তাহাকে বলে তুমি নালিশ করিলে তোমার গৃহদাহ করিব। আনন্দ অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার দোষী হয়।

(শান্তি ভঙ্গে প্রবর্ত্ত করাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করিবার কথা।)

৫০৪ ধারা। কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ কি অন্য কোন প্রকারের অপরাধ হয় এই অভিপ্রায়ে কি ইহার সম্ভাবনা জানিয়া যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাকে অপমান করে ও তদ্দ্বারা তাহার রাগ জন্মায়, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(সৈন্যের অবাধ্যতা কি রাজ্যের বিপক্ষে অপরাধপ্রভৃতি জন্মাইবার অভি[illegible] য়ে মিথ্যা জনরব ব্যক্ত করিবার কথা।)

৫০৫ ধারা। যদি কেহ কোন কথা কি লোক প্রবাদ কি জনরব মিথ্যা জানিয়া শ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধ জাহাজের কোন হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের অবাধ্যতা জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সাধারণ লোকেরদের ভয় কি ত্রাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ও তদ্দ্বারা কোন লোককে রাজ্য বিদ্রোহকর, কি সাধারণের শান্তি ভঞ্জক কোন অপরাধ করাইবার অভিপ্রায়ে সেই জনরব প্রভৃতি রাষ্ট্র করে কি প্রকাশ করে তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(যদি প্রাণনাশ কি গুরুতর আঘাত প্রভৃতি করিবার ভয় দর্শান যায়, তবে অপরাধ ভাবে ঐ ভয় দর্শাইবার দণ্ডের কথা।)

৫০৬ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অপরাধভাবে ভয় দর্শাইবার দোষ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। আর যাহাতে প্রাণনাশ কি গুরুতর আঘাত হয় এমত কোন কর্ম্ম করিতে, কিম্বা অগ্নির দ্বারা কোন সম্পত্তি নষ্ট করিতে কিম্বা যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হওন দণ্ড হয় এমত অপরাধ করিবার কিম্বা কোন স্ত্রীর সতিত্ব নষ্ট হইয়াছে এমত দোষারোপ করিবার ভয় দর্শায়, তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(অনামক পত্রাদির দ্বারা অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার কথা।)

৫০৭ ধারা। যদি এক কোন অনামক পত্রাদির দ্বারা অপরাধভাবে ভয় দর্শাইবার অপরাধ করে, কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহার নাম কি বাসস্থান সতর্ক হইয়া গোপন রাখিয়া ঐ অপরাধ করে, তবে ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদতিরিক্ত সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কয়েদ হইবেক ইতি।

(কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইবেক এমত বিশ্বাস জন্মাইবার যে কার্য্য করা যায় তাহার কথা।)

৫০৮ ধারা। এক জন অন্য ব্যক্তিকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে কিম্বা নিবৃত্ত করাইতে চাহিয়া যদি তাহার এইরূপ বিশ্বাস জন্মায় কি জন্মাইবার উদ্যোগ করে যে অমুক কর্ম্ম না করিলে কিম্বা অমুক কর্ম্ম করিলে সে কি তাহার সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের কোপে পড়িবেক, কিম্বা যাহাতে ঈশ্বরের কোপে পড়ে সে আপনি এমত কোন কর্ম্ম করিবেক, ও তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া কি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া সেই ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিতে আইনমতে বদ্ধ নহে যদি তাহার দ্বারা এমত কর্ম্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক করায় কি করাইবার উদ্যোগ করে, কিম্বা সেই ব্যক্তি আইনমতে যে কর্ম্ম করিতে পারে এমত কর্ম্মেতে যদি তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিবৃত্ত করায় কি করিবার উদ্যোগ করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যদুর দ্বারে আনন্দ ধরনা দিলে যদু ঈশ্বরের কোপে পড়িবেক, এমত বিশ্বাস

জন্মাইবার অভিপ্রায়ে যদি আনন্দ তাহার দ্বারে ধরণা দেয়, তবে সে এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(খ) আনন্দ যজ্ঞকে ভয় দেখাইয়া বলে যে তুমি যদি অমুক কর্ম্ম না কর তবে আমি আপনার সন্তানকে হত্যা করিব, তৎপ্রযুক্ত তুমি ঈশ্বরের কোপে পড়িবা, যজ্ঞর তদ্রূপ বিশ্বাসও জন্মায়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহিবার কি অঙ্গ ভঙ্গি করিবার কথা।)

৫০৯ ধারা। যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ স্ত্রীলোকের শ্রুতি গোচর হইবার জন্যে কোন কথা কহে কি কোন শব্দ করে কিম্বা ঐ স্ত্রীলোক দেখিতে পায় এই জন্যে কোন অঙ্গভঙ্গি করে, কি কোন বস্তু দর্শায়, কিম্বা স্ত্রীলোকের থাকিবার গোপনীয় স্থানে প্রবেশ করে, তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

(মত্ত ব্যক্তি প্রকাশস্থানে অনুচিতমতে আচরণ করিলে তাহার ক)

৫১০ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি মদিরাদিতে মত্ত হইয়া সাধারণ করদেব জনাগমনের কোন স্থানে যায়, কিম্বা যে স্থানে যাওয়াতে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হয় এমত কোন স্থানে যায়, ও যাহাতে কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মে এমত ভাবের কর্ম্ম করে, তবে সে চব্বিশ ঘণ্টার অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার দশ টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

---

২৩ অধ্যায়।

অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

(যে অপরাধের নিমিত্তে কয়েদ হয় তাহা করিবার উদ্যোগের দণ্ডের কথা।)

৫১১ ধারা। যে অপরাধ করিলে এই আইনমতে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদ হইবার দণ্ড হয় এমত কোন অপরাধ করিতে কি করাইতে যদি কেহ উদ্যোগ করে, ও সেইরূপ উদ্যোগেতে ঐ অপরাধ করিবার উপলক্ষে কোন কর্ম্ম করে, তবে এই আইনমতে ঐ রূপ উদ্যোগের দণ্ডের কোন স্পষ্ট বিধান না থাকিলে সেই অপরাধের জন্যে অত্যধিক যতকাল যে প্রকারে দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি কয়েদ হইবার বিধি আছে তাহার অর্দ্ধেক কালপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি সেই প্রকারে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদ হইবেক কিম্বা ঐ অপরাধের জন্যে যত অর্থদণ্ডের বিধান হইয়াছে তাহার তত অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বাক্স ভঙ্গ করিয়া গহনা চুরী করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু বাক্স খুলিলে পর দেখে যে তাহাতে কোন গহনা নাই। আনন্দ চুরী করিবার উপলক্ষে কর্ম্ম করিয়াছে অতএব এই ধারামতে দোষী হয়।

(খ) যজ্ঞের জেবে আনন্দ হস্ত প্রবেশ করিয়া চুরী করিবার উদ্যোগ করে, কিন্তু যজ্ঞের জেবে কিছু না থাকাতে সেই উদ্যোগ নিষ্ফল হয়। আনন্দ এই ধারামতে দোষী হয়।

সমাপ্তঃ।